

বাংলাদেশের  
সুবর্ণজয়ন্তী  
Bangladesh



# উন্মালিন

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২১



ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী







সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি  
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান  
ও যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে  
আমাদের স্বাধীনতা-  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল  
এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর  
পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি

বিনম্র  
শ্রদ্ধা

অঙ্কনে:  
সাইফুর রহমান সিয়াম  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: B  
রোল: ১১৫









# উন্মিলন

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২১





# এক নজরে সিপিএসসিএম



প্রতিষ্ঠাতা	: ব্রিগেডিয়ার এজাজ আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি।
প্রতিষ্ঠাকাল	: ৪ মার্চ ১৯৯৩। স্কুল শাখার মাধ্যমে যাত্রা শুরু। ১৯৯৯ সালে কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।
মূলমন্ত্র	: শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম।
বর্তমান অধ্যক্ষ	: লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি।
মোট শিক্ষক	: ১১৭ জন।
মোট শিক্ষার্থী	: ৪৩২৫ জন।
শিক্ষামাধ্যম	: বাংলা ও ইংরেজি
শিক্ষা কার্যক্রম	: প্রাথমিক (নার্সারি থেকে ৫ম) মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা)

সহশিক্ষা কার্যক্রম : বিভিন্ন বিষয়ে ২৮টি সোসাইটির মাধ্যমে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

স্বীকৃতি :

- ১। ২০০৮ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ।
- ২। ২০১০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেধা তালিকায় ১৯তম এবং ২০১১ সালে ২০তম স্থান অধিকার।
- ৩। ২০১২ সালের জেএসসি ও ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে যথাক্রমে ১৪তম ও ১৯তম স্থান অধিকার।
- ৪। ২০১৬ সালে বাংলাদেশে সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ‘রানার আপ’ হয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের ট্রফি অর্জন।
- ৫। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ ও ২০১৭ এর মূল্যায়নে কলেজ শাখা জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন।





# প্রকাশনা পর্ষদ

## প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন, এডলিউসি, পিএসসি  
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও  
এরিয়া কমান্ডার ঘাটাইল এরিয়া

## প্রধান উপদেষ্টা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও সভাপতি পরিচালনা পর্ষদ  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

## উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি

লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি  
অধ্যক্ষ  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

## সম্পাদক

সাবিনা ফেরদৌসি, প্রভাষক

## সহ-সম্পাদক

আব্দুল বাতেন, প্রভাষক

## সহযোগী সম্পাদক

বাংলা বিভাগ  
হোসেন আরা জেছমিন, প্রভাষক  
খালেদা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক  
ফাতেমা খাতুন, সিনিয়র শিক্ষক

## ইংরেজি বিভাগ

কামরুন নাহার হাসিনা, প্রভাষক  
মোঃ আব্দুল অহিদ, সিনিয়র শিক্ষক  
মোঃ নুরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক  
সিন্দিকা আক্তার জাহান, সহকারী শিক্ষক

## তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

মোঃ মোমিনুল ইসলাম, প্রভাষক  
মোঃ আব্দুল অহিদ, সিনিয়র শিক্ষক  
সোহাগ মনি দাস, সিনিয়র শিক্ষক  
মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক  
মোঃ মনোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক

## প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২১

## প্রকাশক

লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি  
অধ্যক্ষ  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

## ফটোগ্রাফি ও অ্যালবাম প্রস্তুতকরণ:

মোঃ মশিউর রহমান, প্রভাষক  
ফয়সল আহমেদ, প্রদর্শক  
ছানাউল্লাহ, প্রদর্শক  
মাসুদ রানা, সহকারী শিক্ষক  
মুহাম্মদ জানে আলম, প্রদর্শক

## প্রচ্ছদ: মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক

ফাইয়াজ হক তাওসিফ, শ্রেণি: ৮ম, শাখা: B, রোল: ২৩৭

## অঙ্গসজ্জা:

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক  
নির্ব্যক্তি শিক্ষার্থীবৃন্দ

## শিক্ষার্থী প্রতিনিধি:

মোঃ হুমায়দ তাহসিন হক, শ্রেণি: ১২শ, শাখা: A, রোল: ২০  
ফাবিহা বিনতে শরিফ, শ্রেণি: ১২শ, শাখা: A, রোল: ২৪০  
মোঃ আফরিদ, শ্রেণি: ১০ম, শাখা: C, রোল: ৮২  
লামিসা জামান লিহা, শ্রেণি: ৯ম, শাখা: D, রোল: ০২

## কম্পোজ:

মোঃ হাবিবুর রহমান, অফিস সুপার  
মোঃ রেজাউল করিম, নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর  
মোঃ গোলাম সারোয়ার, নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর  
মোঃ মিজানুর রহমান, নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

## ডিজাইন ও মুদ্রণ:

অর্নেট কেয়ার  
৮৭, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০  
ফোন: ০১৯১১৫৪৬৬১৩









## প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী



ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনন চর্চায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘উন্মীলন-২০২১’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে উন্মীলনের এ সংস্করণটি হতে যাচ্ছে একটি বিশেষ সংখ্যা।

শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডে এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য। কেবল পুঁথিগত বা গ্রন্থনির্ভর শিক্ষা মানবিক গুণসম্পন্ন আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে পারে না। মনুষ্যত্বের বিকাশে পাঠ্যক্রমিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মতো সুকুমারবৃত্তির সাধনা। এক্ষেত্রে বার্ষিক ম্যাগাজিন সেই সুকুমারবৃত্তি চর্চার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে অব্যাহত জ্ঞান আহরণ ও অজানাকে জানার পাশাপাশি অদম্য কৌতূহলী শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের চোখকে উন্মীলিত করবে এই বার্ষিকীর মাধ্যমে এবং নিজেদেরকে ভাবীকালের মননশীল ও প্রতিভাশালী সাহিত্যিকর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমি আশাবাদী।

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে দেশপ্রেমিক ও সুনামগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। একই সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলতে বিজ্ঞানমনস্ক এবং শিল্প ও সংস্কৃতিমনা হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিজেদের প্রস্তুত করবে -এ আমার প্রত্যাশা।

যাদের শৈল্পিক সৃষ্টির মাধ্যমে বার্ষিক ‘উন্মীলন-২০২১’ নান্দনিকতায় নবরূপে সমৃদ্ধ হতে যাচ্ছে, সে সব সৃষ্টিশীল খুদে সাহিত্যিকর্মীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ ছাড়াও অভিনন্দন জানাই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি, অধ্যক্ষ এবং বার্ষিকীর সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা কমিটি ও অন্য সকলকে, যাদের দিকনির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহিত্যিকর্মটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

পরিশেষে, ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। পরম করুণাময় মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন, এডব্লিউসি, পিএসসি

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও

এরিয়া কমান্ডার ঘাটাইল এরিয়া

এবং

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী





# স্বাগতম



ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী





## সভাপতির বাণী



শিক্ষানগরী ময়মনসিংহের সুপ্রাচীন ইতিহাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচায়ক হিসেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের স্ফূরণ এবং অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশীলসত্তা প্রকাশের প্রাথমিক প্রয়াস প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিকী ‘উন্মীলন-২০২১’ প্রকাশনার মহতী এ উদ্যোগকে জানাই আমার আন্তরিক অভিবাদন।

অধুনা বিজ্ঞানসম্মত, প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মহৎ মাধ্যম সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকীতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটে, যার যথোপযুক্ত পরিচর্যা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক সৃজনশীল কর্মের দ্বারা প্রতিটি শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বার্ষিক ‘উন্মীলন-২০২১’-এর মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের সেতুবন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে- এ আমার বিশ্বাস।

বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, সুশৃঙ্খল ও উন্নত জীবন মানের ভাবনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠবে আরও দক্ষ, আলোকিত ও অব্যাহত জ্ঞানের অধিকারী। মুজিব শতবর্ষে স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও দেশপ্রেমের অতুজ্জ্বল অনুপ্রেরণায় ভাস্বর হয়ে উঠুক আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্মূল হোক করোনা-এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আশা করি, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকাশনা বার্ষিক ‘উন্মীলন-২০২১’ সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হবে। ‘উন্মীলন-২০২১’ এর সাথে সম্পৃক্ত কলাকুশলীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শিক্ষার্থীরা আলোর পথে, সুন্দরের চর্চায় উদ্ভাসিত হোক। সকলের জন্য রইল নিরন্তর শুভকামনা। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
কমান্ডার ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার মোমেনশাহী সেনানিবাস  
এবং  
সভাপতি পরিচালনা পর্ষদ  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী









## অধ্যক্ষের বাণী



‘উন্মীলন’ অর্থ উন্মোচন, উন্মোষ বা প্রস্ফুটন যা অনেক গূঢ় অর্থবহ ও গভীর বার্তা বহন করে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-প্রাচুর্যের আধার। আর এই নবীন প্রাণের জাগরণ যেন সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে বিকশিত হতে পারে বার্ষিক প্রকাশনা ‘উন্মীলন’ তার ক্ষুদ্র প্রয়াস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মের ধারাবাহিকতা নয় বরং আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম এই ‘উন্মীলন’। এই বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের মুক্তচিন্তার বহিঃপ্রকাশ। তাই সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবারও প্রকাশিত হলো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর বার্ষিকী ‘উন্মীলন-২০২১’।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যান্ত্রিকতা যেন শিক্ষার্থীদের কোমল হৃদয়ে ঠাঁই না পায়, সে জন্য বার্ষিকী ‘উন্মীলন’ গুরুত্বের মানদণ্ডে অমূল্য। ‘উন্মীলন’ প্রকাশকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত যে কাব্য-কথা, গদ্যরূপ, কল্পলোকে চিন্তার বিচিত্র বিচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জানা-অজানার জগৎ, মুক্তিযুদ্ধ-ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তাদের যে আবেগময় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দেশপ্রেমের অনন্য বহিঃপ্রকাশ, তা আমাদেরকে দেয় লাল সবুজের পতাকাকে সগৌরবে ধারণ করার নিরন্তর অনুপ্রেরণা। শুধু তাই নয়, করোনাকালীন এই বৈশ্বিক সংকটে মুজিব শতবর্ষ উদযাপনে প্রযুক্তির কল্যাণে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল অংশগ্রহণ আমাদের সম্মুখপানে দৃঢ়চিহ্নে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়।

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্য যেসব গুণাবলি আবশ্যিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সে সব গুণাবলির যথাযথ বিকাশ সাধন করা। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন তাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার উন্মোষ ঘটাতে পারে ‘উন্মীলন’ হোক তার প্রকাশ মাধ্যম। ‘উন্মীলনের’ মধ্য দিয়ে প্রাণের জাগরণে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় শিক্ষার্থীদের হৃদয় সকল সংকীর্ণতার বলয় ভেঙে জ্ঞানের পূর্ণতায় রবিরশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীর মেধা-মননকে শাণিত করতে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং তার সৃজিত জ্ঞান তাকে আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

সর্বোপরি সত্য, সুন্দর ও আলোকিত জাতি গঠনে মুজিবাদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা যেন দেশমাতৃকার আদর্শ ও সুযোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠতে পারে, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী হোক সেই নির্মল আদর্শ চর্চার সূতিকাগার আর মুখপত্র ‘উন্মীলন’ হোক সেই আদর্শের মৌন-মুখর ধারক ও বাহক।

লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি  
অধ্যক্ষ  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী





## উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পর্ষদ







## সম্পাদকীয়

প্রতিবছরের মতো এবারও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর বার্ষিক মুখপত্র ‘উন্মীলন’- শান্তি, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠানের এই মূলমন্ত্র ধারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দীপ্ত করতে তার নতুন অবয়ব নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যদিও অন্যান্য বছরের মতো এ বছরের শুরু থেকে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের শিক্ষার্থীরা থাকতে পারেনি তাদের প্রিয় শ্রেণিকক্ষে। অধীর হয়ে দিন গুণেছে কখন তারা ফিরে আসবে তাদের প্রিয় প্রাঙ্গণে। রাত পেরিয়ে ভোরের সূর্যোদয় যেমন অনিবার্য সত্য, তেমনি দু’হাজার বিশ সালের বিষময়তা কাটিয়ে একুশ বয়ে এনেছে মুক্তি। অবশেষে করোনার দীর্ঘ দুঃসহ বন্দি দিনগুলো পেরিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর আমরা ফিরে এসেছি আমাদের প্রাণের বিদ্যাপীঠে। দেড় বছর পর শিক্ষার্থীদের কলকণ্ঠে আবারো মুখরিত তাদের প্রিয় প্রাঙ্গণ। যদিও অনলাইনে পাঠদানসহ সহপাঠক্রমিক অনেক কার্যক্রমই চলমান ছিল, তবু এ যেন ‘দুধের স্বাদ ঘোলে’ না মেটার মতো। সকল প্রতিবন্ধকতাকে একপাশে ঠেলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনতে যথাসময়ে এই ‘উন্মীলন’ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। আর আনন্দের সাথে বলতেই হয় এতে শিক্ষার্থীদের বিপুল সাড়া মেলে। এ যেন ‘মেঘ না চাইতেই জল’। ই-মেইলে জমা হতে থাকলো অজস্র লেখা। সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুপ্রাণিত করতে তাদের অঙ্কন ও লেখাগুলোকে শ্রেণির ক্রমানুসারে ছোটো থেকে বড়ো ক্রমে সাজানো হয়েছে।

২০২১ সালের গুরুত্ব আর বছর থেকে আলাদা। এবছর একদিকে আমরা উদযাপন করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ অর্থাৎ মুজিববর্ষ, একই সাথে এবছর আমাদের স্বাধীনতার অর্ধশতবর্ষ অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এমন ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ বছরে ‘উন্মীলন’ সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করছি। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের লেখনীতে ও চিত্রকলায় জাতির জনকের প্রতি তাদের অন্তরের নিবিড়তম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা কী সাবলীল সহজতায় প্রকাশ করেছে! একইভাবে তাদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে এ প্রজন্মের সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কত গভীরভাবে ধারণ করে আছে।

অজস্র লেখা থেকে মাত্র কয়েকটি লেখা আমরা এই বার্ষিকীতে স্থান দিতে পেরেছি। কেবল কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক মানসম্পন্ন লেখাকেও আমরা জায়গা দিতে পারিনি। কচি মনের কল্পনার রঙে লেখা অবিকল শব্দ-ছবিটি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বার্ষিকী হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের সারাবছরের কার্যক্রমের সচিত্র দলিল। ‘উন্মীলন’ কে আমরা সেভাবেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

একটি মানসম্পন্ন মুখপত্র প্রকাশে সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়ের নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণার জন্য তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিচালনা পর্ষদ এর সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বৈশ্বিক এই বৈরী পরিস্থিতিতেও আমরা বার্ষিকী প্রকাশের মতো একটি আয়াসসাধ্য কাজ সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ ‘উন্মীলন’ সম্পাদনার কাজকে গতিশীল ও সহজতর করেছে। সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ লেখা দিয়ে এই প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। সম্পাদনা পর্ষদের সকলের আন্তরিকতা এবং সযত্ন প্রয়াসে সময়মত উন্মীলিত হতে যাচ্ছে ‘উন্মীলন’। সম্পাদনা পর্ষদ এর বাইরে বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দিয়ে সম্পাদনা পর্ষদকে যারা ঋণী করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বৈশ্বিক মহামারির রুদ্ধদ্বার দিনগুলিতে সকল প্রতিকূলতাকে অবজ্ঞা করে যে ‘উন্মীলন’ এর পাতাগুলোকে ভরিয়ে তুলেছে আমাদের সৃষ্টিপাণল শিক্ষার্থীরা, তা শেষ পর্যন্ত আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি। আমাদের সামষ্টিক কর্মের ফসল ‘উন্মীলন’ যদি পাঠক রুচিকে এতটুকু তৃপ্ত করতে পারে, তবেই আমাদের সার্থকতা। সম্পাদনা পর্ষদের সর্তকতা এড়িয়ে শেষপর্যন্ত কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকেই যায়। আশা করি পাঠকের অকৃপণ মার্জনায় সে ভার লাঘব হবে। এই বার্ষিকী শিক্ষার্থীসহ সকল শ্রেণির পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সাবিনা ফেরদৌসি  
সম্পাদক



# পরিচালনা পর্ষদ



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
কমান্ডার ৯৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার মোমেনশাহী সেনানিবাস  
সভাপতি



মেজর আবু শাকিক  
স্টেশন স্টাফ অফিসার স্টেশন সদর দপ্তর  
মোমেনশাহী সেনানিবাস  
সদস্য



মেজর মোঃ সাব্বির হাসান, পিএসসি  
জিএসও-২ (শিক্ষা)  
১৯ পদাতিক ডিভিশন  
শহীদ সালাহউদ্দীন সেনানিবাস, ঘাটাইল  
সদস্য



মেজর ফারজানা হক  
জিএসও-২ (শিক্ষা) স্টেশন সদর দপ্তর  
৯৭ পদাতিক ব্রিগেড  
মোমেনশাহী সেনানিবাস  
সদস্য



সুমনা আল মজীদ  
ক্যাপ্টেনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার  
ময়মনসিংহ সেনানিবাস  
সদস্য



খন্দকার মাহবুব আলম, সিআইপি  
অভিভাবক প্রতিনিধি  
কলেজ শাখা  
সদস্য



ফারহানা ফেরদৌস  
সহকারী অধ্যাপক, আনন্দমোহন সরকারি কলেজ  
মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা  
সদস্য



মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী  
প্রভাষক  
শিক্ষক প্রতিনিধি, কলেজ শাখা  
সদস্য



রোকসানা বেগম  
সিনিয়র শিক্ষক  
শিক্ষক প্রতিনিধি, স্কুল শাখা  
সদস্য



লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব  
পিএসসি, জি, আর্টিলারি  
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব





# অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ মতোদয়









# আবার জমবে মেলা











# ନାନ୍ଦିକୋଟୀ ମିସନ୍





# মেধা বিকাশে যাতে কন্মে শিক্ষা



জীববিদ্যা ল্যাব



রসায়ন ল্যাব



পদার্থ ল্যাব



লাইব্রেরি





কৃষিশিক্ষা ব্যবহারিক



আইসিটি ল্যাব, কলেজ



আইসিটি ল্যাব, স্কুল



# দেশপ্রেমের শপথ ডেজীবিট

বিএনসিসি, বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড ও বোভার স্কাউট



বিএনসিসি প্লাটুন



বয়েজ স্কাউট





গার্লস গাইড



রোভার স্কাউট



# সোসাইটি কার্যক্রম



বাস্কেটবল



কৃষি



চিত্রাঙ্কন



নৃত্য



জীববিজ্ঞান



ভলিবল





রসায়ন



সংগীত



প্রমিলা ক্রিকেট



ফুটবল



সাধারণ জ্ঞান



আইসিটি



পদার্থবিজ্ঞান



# হাউস প্রতিতি

## ঈশা খাঁ হাউস

‘আমরা হারতে জানি না’- এ আদর্শ বুকে ধারণ করে ঈশা খাঁ হাউসের পথ চলা, যার পতাকার রং গাঢ় নীল। আমরা বিশ্বাস করি, সফলতা ও ব্যর্থতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। সাময়িক ব্যর্থতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জয়ের স্বাদ নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই আমরা ঈশা খাঁ হাউসের প্রতীক ‘দুরন্ত চিতা’-র মতো গতি ও শক্তি নিয়ে প্রতিনিয়ত সামনে অগ্রসর হই। মোঘল আমলে (১৫০০ শতাব্দী) বাংলার স্বাধীন ১২ ভূঞাদের অন্যতম জমিদার ঈশা খাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। ঈশা খাঁর জমিদারির রাজধানী ছিল সোনার গাঁ ও কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ জঙ্গলবাড়িতে। বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ঈশা খাঁ মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার না করায় তাঁকে দমন করবার জন্য মোঘল সম্রাট আকবর একাধিকবার সৈন্যবাহিনী পাঠালেও বীর ঈশা খাঁর কাছে সকলেই পরাজিত ও বন্দি হয়। বশ্যতা স্বীকার না করা বাংলার এই অকুতোভয় জমিদার ঈশা খাঁর মত আমরা প্রতিটি প্রতিযোগিতায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে থাকি।



হাউস মাস্টার  
এস. এম. জাহিদুজ্জামান  
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ মাসফিক আহমেদ  
হাউস ক্যাপ্টেন



শিশিবুল ইসলাম  
সহ, হাউস ক্যাপ্টেন (কলেজ)



সাদ আহমেদ  
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন



যারিন আনজুম  
সহ, স্পোর্টস ক্যাপ্টেন



রাধিকা আলম ওয়াসী  
কালচারাল ক্যাপ্টেন



শেখ রাফরা তাসিন  
সহ, কালচারাল ক্যাপ্টেন



লাবিবা বিনতে মতিউর  
সহ, হাউস ক্যাপ্টেন (স্কুল)



# হাউজা পরিচিতি

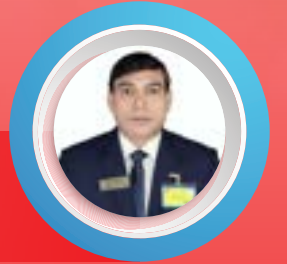
## নজরুল হাউস

উদ্দীপ্ত সূর্য কিরণ যেমন অন্ধকার ভেদ করে নিজেকে প্রকাশ করে. তেমনি আমরা নজরুল হাউস সদা জাগ্রত ও প্রদীপ্ত। সুশৃঙ্খলভাবে সকল বাধা পেরিয়ে জ্ঞান জগতসহ শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও খেলাধুলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্ভাসিত হই আপন মহিমায়। লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে নজরুল হাউস ‘চির উন্নত মম শির’ এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে সকল বাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নজরুল হাউসের প্রতীক ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’ যা প্রতিটি সদস্যের অবিচল আস্থায় পথচলা ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের গন্তব্য কেবল বিজয় ছিনিয়ে নেয়া নয়, আমরা দেশের আদর্শ ও সুনামগরিব হয়ে গড়ে উঠতে চাই। তাইতো অদম্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিদ্রোহী কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর স্মরণে এই হাউসের নামকরণ করা হয়। তিনি ২৫ মে ১৮৯৯ (বাংলা-১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (বাংলা ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের বন্ধুর পথে চলতে চলতেও সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর রচিত গান, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে প্রকাশিত সাম্যবাদী চেতনা বাংলায় নবজাগরণ এনেছিল। কবি বলেন-

‘ব্যর্থ না হওয়ার সবচাইতে নিশ্চিত পথ হলো-  
সাফল্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প হওয়া।’

তাঁর তেজোদীপ্ত উচ্চারণ নজরুল হাউসকে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

হাউস মাস্টার  
গৌতম চন্দ্র দায়  
প্রভাষক



মোঃ হুমায়দ তাহসিন হক  
হাউস ক্যাপ্টেন



উমে হাবিবা ফিজা  
সহ, হাউস ক্যাপ্টেন (কলেজ)



মোঃ মনিরুজ্জামান মিরাজ  
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন



সাদিয়া আফরিন লিজা  
সহ, স্পোর্টস ক্যাপ্টেন



এসএম জামিল হোসেন আল করিম  
কালচারাল ক্যাপ্টেন



জিসানুর জাহিন সূচি  
সহ, কালচারাল ক্যাপ্টেন



আদনান বিন হানিফ  
সহ, হাউস ক্যাপ্টেন (স্কুল)



# হাউস পরিচিতি

## জয়নুল হাউস



জীবন, উদ্যম আর প্রাণশক্তির প্রতীক সবুজ। চিরসবুজ জয়নুল হাউস সত্য ও সুন্দরের খোঁজে সম্মুখ পথ চলে। ‘সত্যই সুন্দর’ এ আদর্শ নিয়েই আমরা সফলতার পথে সকল বাধা দৃঢ়তার সাথে পেরিয়ে যাই। লক্ষ্যের প্রতি অটল অভিপ্রায় নিয়তই আমাদের জয় এনে দেয়। সিদ্ধান্তে আমরা সদা আন্তরিক ও তৎপর। আমাদের হাউসের প্রতীক, ‘চিত্রল হরিণ’। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ হাউসের নামকরণ করা হয়েছে জয়নুল হাউস। জয়নুল আবেদিন বিংশ শতাব্দীর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালি চিত্রশিল্পী। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে ‘শিল্পাচার্য’ উপাধি দেওয়া হয়। জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে ‘দুর্ভিক্ষমালা’, ‘সংগ্রাম’, ‘সাঁওতাল রমণী’, ‘বাড়’, ‘কাক’ ও ‘বিদ্রোহী’ ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় একটি চিত্রকলা স্কুলের প্রয়োজন অনুভূত হলে, তাঁর উদ্যোগে একটি সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। তাঁরই আশ্রয়ে সরকার সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে। ময়মনসিংহে জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই শিল্প-গুরু ১৯৭৬ সালের ২৮ মে বাংলাদেশের ১ম জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর গৌরবময় জীবন জয়নুল হাউসের প্রেরণার উৎস।



হাউস মাস্টার  
মোঃ তারিকুল গণি  
প্রভাষক



জাওয়াদ ইশামাম হুদ্য  
হাউস ক্যাপ্টেন



সামিহা হাবিব  
সহ, হাউস ক্যাপ্টেন (কলেজ)



মোঃ তানজিম আল আশফাক  
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন



সিয়াম আহমেদ  
সহ, স্পোর্টস ক্যাপ্টেন



তাবাসসুম মুনیرা ইপসি  
কালচারাল ক্যাপ্টেন



ফারিহা বিনতে শরীফ  
সহ, কালচারাল ক্যাপ্টেন



সাদমান মোর্শেদ মুন্স  
সহ, হাউস ক্যাপ্টেন (স্কুল)



# প্রিফেক্ট



## সেন্ট্রাল প্রিফেক্ট

মোঃ সাঈব শাহরিয়ার রেবিন, কলেজ ক্যাপ্টেন  
সাবিকুন নাহার মাহিরা, সহ. ক্যাপ্টেন কলেজ  
তানভীর আহমাদ অপূর্ব, স্পোর্টস ক্যাপ্টেন  
মোঃ আতিকুর রহমান নিরব, সহ. স্পোর্টস ক্যাপ্টেন  
মোঃ রাফসান বিন রফিক খান, কালচারাল ক্যাপ্টেন  
ফারিহা বিনতে হক ফানি, সহ. কালচারাল ক্যাপ্টেন  
কাজী আভীবা জান্নাত ইউশা, সহ. ক্যাপ্টেন (স্কুল)



ঈশা খাঁ হাউস



নজরুল হাউস



জয়নুল হাউস



# অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি



লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব  
অধ্যক্ষ



মোহাম্মদ আতিকুর রহমান  
উপাধ্যক্ষ (কলেজ)

## কলেজ শাখা



সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু  
সহ: অধ্যাপক



মুহাম্মদ আহসান হাবীব  
সহ: অধ্যাপক



মোঃ শাহীদুল ইসলাম  
সহ: অধ্যাপক



নাহিদ আরা  
সহ: অধ্যাপক



মোঃ ইনামুল হক  
সহ: অধ্যাপক



সৈয়দ কাদিরুজ্জামান  
সহ: অধ্যাপক



মোঃ মারফত আলী  
সহ: অধ্যাপক



এস.এম.জাহিদুজ্জামান  
সহ: অধ্যাপক





মোঃ তারিকুল গণি  
প্রভাষক



গৌতম চন্দ্র দাম  
প্রভাষক



মোঃ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী  
প্রভাষক



নাসরিন পারভীন  
প্রভাষক



আব্দুল বাতেন  
প্রভাষক



হোসনে আরা জেছমিন  
প্রভাষক



এমদাদুল হক  
প্রভাষক



মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী  
প্রভাষক



মুহাম্মদ আনিসুর রহমান  
প্রভাষক



মোঃ আবু সাঈদ  
প্রভাষক



সাবিনা ফেরদৌসি  
প্রভাষক



মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন  
প্রভাষক



আনজুমান আরা  
প্রভাষক



কামরুন নাহার হাসিনা  
প্রভাষক



সোহেল মিয়া  
প্রভাষক



রুবীনা আজাদ  
প্রভাষক





মোঃ আনিসুজ্জামান রানা  
প্রভাষক



সুলতান আহমেদ  
প্রভাষক



মোঃ মশিউর রহমান  
প্রভাষক



মোঃ নাজমুল হক মিজান  
প্রভাষক



মোঃ মোমিনুল ইসলাম  
প্রভাষক



আব্দুস সবুর মোল্যা  
প্রভাষক



মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
প্রভাষক



মোঃ মাহমুদুল হাসান  
প্রভাষক



রাবেয়া আক্তার  
প্রভাষক



নোমানা নাহিদ  
প্রদর্শক



মোহাম্মদ রহমত আলী  
প্রদর্শক



মোঃ টিপু সুলতান  
শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা



ফয়সল আহমেদ  
প্রদর্শক



মোহাম্মদ ফরজুর রহমান  
সহ: শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান)



ছানাউল্লাহ  
প্রদর্শক



## স্কুল শাখা



ইলিয়াছ খান  
সহ: প্রধান শিক্ষক



মোঃ নূরুর রহমান  
সিনিয়র শিক্ষক



রেহানা সুলতানা  
সিনিয়র শিক্ষক



রুবাইদা বিন্তে রহমান  
সিনিয়র শিক্ষক



মোঃ আবদুল অহিদ  
সিনিয়র শিক্ষক



শিরীন আক্তার  
সিনিয়র শিক্ষক



এ কে এম শহীদ সারওয়ার  
সিনিয়র শিক্ষক



মোঃ ইমতিয়াজ  
সিনিয়র শিক্ষক



মোঃ নুরুল ইসলাম  
সিনিয়র শিক্ষক



নয়ন তারা  
সিনিয়র শিক্ষক



সোহাগ মনি দাস  
সিনিয়র শিক্ষক



রোকসানা বেগম  
সিনিয়র শিক্ষক



ইলোরা ইমাম সম্পা  
সিনিয়র শিক্ষক





ফৌজিয়া বেগম  
সিনিয়র শিক্ষক



রোমানা হামিদ  
সিনিয়র শিক্ষক



এম এ বারী রব্বানী  
সিনিয়র শিক্ষক



মোঃ ওমর ফারুক  
সিনিয়র শিক্ষক



মুহাম্মদ কামাল হোছাইন  
সিনিয়র শিক্ষক



মাহবুবা নুরুন্নেছা  
সিনিয়র শিক্ষক



জুলেখা আখতার  
সিনিয়র শিক্ষক



মোহাম্মদ ফারুক মিঞা  
সিনিয়র শিক্ষক



খালেদা বেগম  
সিনিয়র শিক্ষক



মোঃ সিরাজুল ইসলাম  
সিনিয়র শিক্ষক



ফাতেমা খাতুন  
সিনিয়র শিক্ষক



একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ মনোয়ার হোসেন  
সহকারী শিক্ষক



মাসুদ রানা  
সহকারী শিক্ষক



আব্দুর রহমান  
সহকারী শিক্ষক



মাদীন উদ্দীন আহমেদ মাহী  
সহকারী শিক্ষক





সিদ্দিকা আক্তার জাহান  
সহকারী শিক্ষক



ফারিজা জামান  
সহকারী শিক্ষক



সঞ্জয় বিশ্বাস  
সহকারী শিক্ষক



আ ন ম মাহমুদুল হাসান  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ লিয়াকত আলী খান  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ মাজাহরুল ইসলাম  
সহকারী শিক্ষক



ফজলে মাসুদ  
সহকারী শিক্ষক



কে এ এম রাশেদুল হাসান  
সহকারী শিক্ষক



মৌমিতা তালুকদার  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ আমিরুল ইসলাম  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ আল আমিন  
সহকারী শিক্ষক



কাজী সুম্মন প্রিয়া  
সহকারী শিক্ষক



সুমায়া আফরিন আফসানা  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ মাহবুব রহমান ফকির  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ শাহ জালাল মিয়া  
সহকারী শিক্ষক



খন্দকার মৌসুমী নাসরীন  
সহকারী শিক্ষক





স্বপ্না রানী দাস  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ সেলিম উদ্দিন  
সহকারী শিক্ষক



জাহাঙ্গীর আলম  
সহকারী শিক্ষক



সাহিদা আক্তার  
সহকারী শিক্ষক



জুয়েনা জাহান এয়ান  
সহকারী শিক্ষক



নাহিদা আফরোজ  
সহকারী শিক্ষক



সাবিহা রহমান  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ সুজন মিয়া  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ আমিনুল ইসলাম  
সহকারী শিক্ষক



রেহানা পারভীন  
সহকারী শিক্ষক



রোকসানা পারভীন  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ নজরুল ইসলাম-১  
সহকারী শিক্ষক



মুহাম্মদ জানে আলম  
প্রদর্শক



মোঃ আরাফাত হোসেন  
সহকারী শিক্ষক



মাহাবুবা আফরোজ  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ জসিম উদ্দিন  
সহকারী শিক্ষক





শারমিন সুলতানা  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ জাকির হোসেন  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ শরীফ হোসেন  
সহকারী শিক্ষক



আয়েশা আক্তার রুমা  
সহকারী শিক্ষক



মোঃ নজরুল ইসলাম-২  
সহকারী শিক্ষক



স্বদেশ কুমার দত্ত  
সহকারী শিক্ষক



এস.এম. ফাহাদ  
সহকারী শিক্ষক



রওশন আরা  
জুনিয়র শিক্ষক



অরুণা ঠাকুর শিল্পী  
জুনিয়র শিক্ষক



মোঃ মনজুরুল হক  
জুনিয়র শিক্ষক



ফাহিমা নাছরিন  
জুনিয়র শিক্ষক



মোঃ সাইফুল ইসলাম সুজন  
জুনিয়র শিক্ষক



আনন্দ বিশ্বশর্মা  
জুনিয়র শিক্ষক



মোঃ সুজাউল ইসলাম  
জুনিয়র শিক্ষক



মোঃ মারুফ হাসান ভূঁইয়া  
জুনিয়র শিক্ষক



এস এম সোলায়মান  
জুনিয়র শিক্ষক



## প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী



এম এ সায়েম  
আইটি কর্মকর্তা



এম. এন. তামান্না  
কাউন্সেলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট



সিনি: ওয়া: অফি: (অব:) মোঃ মতিউর রহমান  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



আব্দুল্লাহ আল মামুন  
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ হাবিবুর রহমান  
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট



সার্জেন্ট (অব:) মোঃ মীর হোসেন  
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা



সার্জেন্ট (অব:) মোঃ আজিজুল হক  
হিসাব রক্ষক



উত্তম কুমার পাল  
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর



আল মুনসুরুল হক  
পিএ



মোঃ আকরাম আলী  
হিসাব সহকারী কাম কম্পি: অপারেটর



মোঃ জাহিরুল হক  
হিসাব সহকারী কাম কম্পি: অপারেটর



মোঃ রেজাউল করিম  
নিম্নমান সহ: কাম-কম্পি: অপারেটর



মোঃ হারুন অর রশিদ  
স্টোর কিপার



মোঃ গোলাম সারোয়ার  
নিম্নমান সহ: কাম-কম্পি: অপারেটর



মোঃ আব্দুল আউয়াল  
ফটোকপি মেশিন অপারেটর



মোঃ মিজানুর রহমান  
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর





মোঃ আবু বকর সিদ্দিক  
নিম্নমান সহ: কাম-কম্পি: অপারেটর



মোঃ নাছির উদ্দিন শিকদার  
ইলেকট্রিশিয়ান



মোঃ মশিউর রহমান  
নিম্নমান সহ: কাম-কম্পি: অপারেটর



মাসুদুল আলম  
প্রশাসনিক সহকারী



মোঃ নাজিম উদ্দিন  
নিম্নমান সহ: কাম-কম্পি: অপারেটর



সাগরিকা সরকার অরুনা  
মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট



আইরিন সুলতানা  
শিক্ষক সহ/লাইব্রেরি সহকারী



মোঃ মোজাম্মেল হক  
ড্রাইভার



সার্জেন্ট (অব:) মুহাম্মাদ জাকির হোসেন  
ড্রাইভার



কর্পো: (অব:) আব্দুল আউয়াল  
ড্রাইভার



মোঃ ইমন হোসেন  
ড্রাইভার



অপরাজিতা গভ  
শিক্ষক সহকারী



নাজমা খাতুন  
শিক্ষক সহকারী



আসমা খাতুন  
শিক্ষক সহকারী



চিনু রাণী সিংহ  
শিক্ষক সহকারী



আফরোজা নার্কিস  
শিক্ষক সহকারী



ফৌজিয়া ফেরদৌস  
শিক্ষক সহকারী



মোর্শেদা আক্তার  
শিক্ষক সহকারী



## অফিস স্ৰাযকে নিযোজিত যারা



মোঃ মোশাররফ হোসেন  
ল্যাব এটেনডেন্ট



সাইদুল ইসলাম  
ল্যাব এটেনডেন্ট



সৈয়দা তাসলিমা বেগম  
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট



নুরুল ইসলাম নাহিদ  
ল্যাব এটেনডেন্ট



মোঃ শহিদুল ইসলাম  
অফিস এটেনডেন্ট



মফিজল হক  
অফিস সহায়ক



মোঃ আব্দুল আওয়াল  
অফিস সহায়ক



মোঃ নেহারুল ইসলাম  
অফিস সহায়ক



মোঃ ইব্রাহিম  
অফিস সহায়ক



সুজল হক  
অফিস সহায়ক



আজাহারুল ইসলাম  
অফিস সহায়ক



আরিফ রব্বানী  
অফিস সহায়ক



মোঃ সুরজ্জামান  
অফিস সহায়ক



সাইফুল ইসলাম-১  
অফিস সহায়ক



ফরহাদ হোসেন  
অফিস সহায়ক



মোঃ রকিবুল ইসলাম  
অফিস সহায়ক





মোঃ সাইফুল ইসলাম-২  
অফিস সহায়ক



মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন  
অফিস সহায়ক



ফাতেমা খাতুন  
অফিস সহায়ক



রুমা বেগম  
অফিস সহায়ক



পুষ্প রানী  
অফিস সহায়ক



সাবিনা ইয়াসমিন  
অফিস সহায়ক



মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
অফিস সহায়ক



মোঃ আলাউদ্দিন  
মোটর পাম্প এটেনডেন্ট



নিলু রবি দাস  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



শংকর শাংমা  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



সাইদুল ইসলাম  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



চানিক রবি দাস  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



প্রদীপ নেকলা  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



মোঃ মুরাদ হোসেন  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



ফয়েজ  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী



শিউলি বেগম  
পরিচ্ছন্নতা কর্মী





মোঃ তরিকুল ইসলাম  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আজিজুল হক  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আবদার হোসেন  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ জসিম উদ্দিন  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আনোয়ার হোসেন  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আক্তার হোসেন  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ মোর্শেদ আলম  
নিরাপত্তা প্রহরী



মিন্টু মিয়া  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আসাদুল হোসেন  
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আজাদুল ইসলাম  
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ উসমান গণি  
গ্রাউন্ডসম্যান



তোতা মিয়া  
রাজ মিস্ত্রি



সৈয়দ মাহাবুব আলম  
বাস হেলপার/অফিস সহায়ক



মোঃ জহিরুল ইসলাম  
বাস হেলপার/অফিস সহায়ক



মোঃ খোকন আলী  
অফিস সহায়ক





## সাক্ষ্যের পথে অভিযাত্রী

কামরুন নাহার হাসিনা  
প্রভাষক

শিক্ষা জাতি গঠনের হাতিয়ার। মানব মনের সুকুমারবৃত্তির বিকাশের পাশাপাশি দক্ষ, সৃজনশীল ও বৈশ্বিক নাগরিক তৈরির একমাত্র মাধ্যম সঠিক যুগোপযোগী শিক্ষা। আর এই শিক্ষা নিশ্চিত করণের পূর্বশর্ত একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ থেকে অদ্যাবধি শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্র সাথে নিয়ে শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ, কর্মতৎপর ও ভবিষ্যৎ সুনাগরিক তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধের মজবুত ভিত্তি বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনটি হাউস ও আটাশটি ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম শিক্ষা, খেলাধুলা, সাধারণজ্ঞান, চারুকলা, বিজ্ঞান ও গণিত চর্চার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরিতে উৎকর্ষ সাধন করে চলেছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ, সোনারবাংলা বিনির্মাণে রাখছে সক্রিয় ভূমিকা। শিক্ষা নগরী ময়মনসিংহে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী সকলের আস্থা অর্জন করে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে।

১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ মোমেনশাহী সেনানিবাসের বর্তমান স্টেশন সেন্ট্রাল স্কুলের পাশে ট্রেনিং শেডে যাত্রা শুরু হলেও প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়গণের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নির্দেশনায় ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ১১.১৯ একর আয়তনের দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসে রয়েছে প্রাথমিক শাখা ভবন, স্কুল ভবন, কলেজ ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আধুনিক সুসজ্জিত অডিটোরিয়াম ক্যান্টিন, বিজ্ঞান গবেষণাগার, লাইব্রেরি, মসজিদ, বৃহদায়তন খেলার মাঠ, শহিদ মিনার ও শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা। বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ৪৩২৫ জন শিক্ষার্থী সৃজনশীলতা বিকাশ ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সময়ের আবর্তে প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিক ফলাফলসহ সামগ্রিকভাবে উৎকর্ষ লাভ করছে। প্রতিষ্ঠানের এই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অংশীদার ভূতপূর্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ, সম্মানিত সভাপতি মহোদয়বৃন্দ ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয়কে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাদের নাম ও সময়কাল নিম্নে উল্লেখ করা হল :

### Memory Lane-Respected Chief Patrons :

Ser	BA No	Rank & Name	Duration	
			From	To
1	BA-201	Maj Gen Muhammad Ainuddin, BP, psc	16 Oct 1992	21 May 1996
2	BA-207	Maj Gen Muhammad Matiur Rahman, BP	25 May 1996	29 Jan 1997
3	BA-679	Maj Gen Syeen Ahmed, BP, awc, psc	04 Feb 1997	09 Jan 1998
4	BA-713	Maj Gen Muhammed Masudur Rahman, BP, nwc, psc	17 Feb 1998	06 Jan 1999
5	BA-569	Maj Gen M Harun-Ar-Rashid, BP, reds, psc	07 Jan 1999	06 Mar 2000
6	BA-1136	Maj Gen ATM Zahirul Alam, psc	07 Mar 2000	15 Feb 2001
7	BA-1083	Maj Gen NA Rafiqul Hossain, psc	16 Feb 2001	02 Dec 2001
8	BA-910	Maj Gen ASM Nazrul Islam, ndu, psc	19 Jan 2002	23 Mar 2002
9	BA-1137	Maj Gen Moeen U Ahmed, psc	24 Mar 2002	09 Jan 2003
10	BA-1466	Maj Gen Iqbal Karim Bhuiyan, psc	04 Feb 2003	03 Aug 2004



Ser	BA No	Rank & Name	Duration	
			From	To
11	BA-1559	Maj Gen Mohammad Ishtiaq, ndc, psc	04 Aug 2004	07 May 2007
12	BA-1895	Maj Gen AKM Muzahid Uddin, ndu, afwc, psc	26 May 2007	19 Mar 2009
13	BA-1738	Maj Gen Abu Belal Muhammad Shafiul Huq, ndc, psc	19 Mar 2009	19 Nov 2009
14	BA-1629	Maj Gen Mohammad Mahboob Haider Khan, ndc, psc	20 Nov 2009	04 Apr 2012
15	BA-2496	Maj Gen SM Shafiuddin Ahmed, ndu, psc	07 May 2012	14 Aug 2013
16	BA-2659	Maj Gen Md Shafiqur Rahman, SPP, afwc, psc	14 Aug 2013	17 Feb 2015
17	BA-2593	Maj Gen Firoz Hasan, ndu, psc	22 Mar 2015	16 Apr 2016
18	BA-2582	Maj Gen Sajjadul Haque, afwc, psc	05 May 2016	10 Aug 2018
19	BA-3319	Maj Gen Mizanur Rahman Shameem, BP, OSP, ndc, psc	11 Aug 2018	06 Aug 2020
20	BA-3422	Maj Gen Shakil Ahmed, Spp, nswc, afwc, psc	07 Aug 2020	06 Jan 2021
21	BA-3653	Maj Gen Syed Tareq Hussain, awc, psc	07 Jan 2021	

### স্মৃতির জানালায়- সভাপতি মহোদয়গণ:

ক্রঃনং	বিএ নং	পদবি ও নাম	সময়কাল	
			হতে	পর্যন্ত
১	বিএ-২৭২	ব্রিগেডিয়ার এজাজ আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি	২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩	০৪ আগস্ট ১৯৯৩
২	বিএ-৮৩৩	ব্রিগেডিয়ার মোঃ জিল্লুর রহমান, পিএসসি	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	২১ মে ১৯৯৬
৩	বিএ-১১৩৮	ব্রিগেডিয়ার খোন্দকার কামালুজ্জামান, এনডিসি, পিএসসি	২২ মে ১৯৯৬	০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯
৪	বিএ-১৫৭০	কর্নেল মোঃ রফিকুল আলম, পিএসসি	২৫ জানুয়ারি ১৯৯৯	০৩ সেপ্টেম্বর ২০০০
৫	বিএ-১৫৭০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রফিকুল আলম, পিএসসি	০৪ সেপ্টেম্বর ২০০০	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১
৬	বিএ-১৭০৩	কর্নেল মোজাফফর আহমেদ, বিবি, পিএসসি	০৮ এপ্রিল ২০০১	০৭ জুলাই ২০০১
৭	বিএ-১৭০৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোজাফফর আহমেদ, বিবি, পিএসসি	০৮ জুলাই ২০০১	১১ জানুয়ারি ২০০৩
৮	বিএ-১৯০৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু জাহিদ মোঃ ফজলুর রহমান, পিএসসি	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩	০২ জানুয়ারি ২০০৫
৯	বিএ-১৭৮৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ জাহাংগীর হোসেন, এনডিসি, পিএসসি	০৩ জানুয়ারি ২০০৫	১৭ মার্চ ২০০৬
১০	বিএ-১৭৪৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রশিদউজ্জামান খান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	১৮ মার্চ ২০০৬	০৫ আগস্ট ২০০৬
১১	বিএ-১৮৫২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ারুল আজিম, বিপি, পিএসসি	০৬ আগস্ট ২০০৬	১৮ আগস্ট ২০০৬
১২	বিএ-২০৪২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহিদুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি+	০১ সেপ্টেম্বর ২০০৬	৩১ ডিসেম্বর ২০০৭
১৩	বিএ-২৪৪৯	কর্নেল কাজী এমদাদুল হক, পিএসসি	০১ জানুয়ারি ২০০৮	১৪ আগস্ট ২০০৮



ক্রঃনং	বিএ নং	পদবি ও নাম	সময়কাল	
			হতে	পর্যন্ত
১৪	বিএ-১৯৬৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বিবি, পিএসসি	১৫ আগস্ট ২০০৮	১৮ জানুয়ারি ২০০৯
১৫	বিএ-১৯৬৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহিদ উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর, পিএসসি	২৩ মে ২০০৯	০৯ আগস্ট ২০০৯
১৬	বিএ-২২৭০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাসুদ হোসেন, পিএসসি	১০ আগস্ট ২০০৯	৩১ জানুয়ারি ২০১০
১৭	বিএ-২৬৬৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১০	১২ মে ২০১০
১৮	বিএ-২২৭০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাসুদ হোসেন, পিএসসি	১০ আগস্ট ২০১০	২০ জানুয়ারি ২০১১
১৯	বিএ-২৬১৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ফিরোজ রহিম, পিএসসি, জি	৩১ জানুয়ারি ২০১১	০২ এপ্রিল ২০১১
২০	বিএ-২৮৮৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ সগিরুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০৩ এপ্রিল ২০১১	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২
২১	বিএ-২৮৯২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ, পিএসসি	১৭ মার্চ ২০১২	১৭ জানুয়ারি ২০১৩
২২	বিএ-৩০২৫	কর্নেল মোঃ আবুল হাসেম, পিএসসি	১৮ জানুয়ারি ২০১৩	২০ এপ্রিল ২০১৩
২৩	বিএ-৩০২৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আবুল হাসেম, পিএসসি	২১ এপ্রিল ২০১৩	০৭ জানুয়ারি ২০১৪
২৪	বিএ-৩২৯৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুন্সী মিজানুর রহমান, পিএসসি	০৮ জানুয়ারি ২০১৪	২৪ মার্চ ২০১৪
২৫	বিএ-৩৫৩৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী মোহাম্মদ কায়সার হোসেন, পিএসসি	২৫ মার্চ ২০১৪	০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫
২৬	বিএ-৩৫৯৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০৪ অক্টোবর ২০১৫	২৩ জানুয়ারি ২০১৭
২৭	বিএ-৩৮১৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন খাঁন, এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি	২৪ জানুয়ারি ২০১৭	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
২৮	বিএ-৪৪১০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি, পিএসসি	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮	১৪ জানুয়ারি ২০১৯
২৯	বিএ-৪৪৩১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	২৮ জানুয়ারি ২০১৯	২৫ এপ্রিল ২০১৯
৩০	বিএ-৪৪২৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ মাসীহুর রাহমান, এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০৯ জুন ২০১৯	২২ জানুয়ারি ২০২০
৩১	বিএ-৪৬৩৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৪ জুন ২০২১
৩২	বিএ-৫১৪২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	১৫ জুন ২০২১	



সিপিএসসিএম পরিবারের সকল অধ্যক্ষ মহোদয়:

ক্রঃ নং	বিএ নং পদবি ও নাম	সময়কাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	প্রফেসর এম আলমগীর	২০ মার্চ ১৯৯৩	৩০ জুন ১৯৯৯
২।	আবদুল হান্নান	০১ জুলাই ১৯৯৯	৩১ ডিসেম্বর ২০০৩
৩।	লেঃ কর্নেল রাশেদ আহমেদ (অবঃ)	০১ জানুয়ারি ২০০৪	০৭ মে ২০০৫
৪।	মোহাম্মদ আবদুল হালিম চৌধুরী	০১ জানুয়ারি ২০০৬	৩১ মে ২০১১
৫।	বিএ-৫৩৫৮ মেজর মোঃ লুৎফর রহমান, পিএসসি, এইসি	২০ সেপ্টেম্বর ২০১১	০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৬।	বিএ-৫৩৫৮ লেঃ কর্নেল মোঃ লুৎফর রহমান, পিএসসি, এইসি	০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩	২৩ ডিসেম্বর ২০১৪
৭।	বিএ-৩৯৫২ লেঃ কর্নেল মোঃ শহিদুল হাসান, এসইউপি	২৪ ডিসেম্বর ২০১৪	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৮।	বিএ-৫৪৮৩ লেঃ কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম, জি+, আর্টিলারি	১৭ জানুয়ারি ২০১৮	০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৯।	বিএ-৪০৯১ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পিবিজিএম, পিএসসি, সিগন্যালস	২০ অক্টোবর ২০১৮	২৩ জুলাই ২০২০
১০।	বিএ-৬৬৪২ লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি	২৩ জুলাই ২০২০	-

করোনা অতিমারির প্রভাবে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি,জি, আর্টিলারি মহোদয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনলাইন শ্রেণিকার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি, জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ বিদ্যায়তন পাঠ্যক্রম ও সহপাঠক্রমের বিভিন্ন শাখায় মান ও গুণের বিচারে অভিজাত অবস্থান বজায় রেখে চলেছে। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এ প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে মেধাস্থান অর্জন করেছে। ময়মনসিংহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ কয়েকবার স্বীকৃতি লাভ করার পাশাপাশি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজগুলোর মধ্যে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বিগত বছরগুলোতে এক নজরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল-

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাস	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
পিইসিই	২০১৭	২০৬	২০৬	১৯০	১৬	০২	-	-	-	১০০%
	২০১৮	২৭৮	২৭৮	২৫৪	২২	০২	-	-	-	১০০%
	২০১৯	২৭১	২৭১	২৫৫	১৬	-	-	-	-	১০০%

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাস	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
জেএসসি	২০১৭	১৭২	১৭২	১৫৯	১৩	-	-	-	-	১০০%
	২০১৮	২৭৪	২৭৪	১০৫	১৪২	২১	০৬	-	-	১০০%
	২০১৯	২৭৯	২৭৯	৮১	১৫৭	৩৩	০৮	-	-	১০০%



পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাস	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
এসএসসি	২০১৭	১৬৬	১৬৬	১৪৫	২১	-	-	-	-	১০০%
	২০১৮	১৫৭	১৫৭	১৪৮	০৯	-	-	-	-	১০০%
	২০১৯	১৩১	১৩১	৬৫	৬৬	-	-	-	-	১০০%
	২০২০	১৮৩	১৮৩	১৪১	৩৮	০৩	০১	-	-	১০০%

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাস	A+	A	A-	B	C	D	পাশের হার
এইচএসসি	২০১৭	৫১৩	৫০৪	৯২	৩২৯	৭৩	১০	-	-	৯৮.২৫%
	২০১৮	৫০৭	৪৯৪	১৯	২৬৩	১৫৬	৫২	০৪	-	৯৭.৪৪%
	২০১৯	৫২৭	৫২৬	৭৪	৩৩৮	৯১	২১	০২	-	৯৯.৮১%
	২০২০	৫৩২	৫৩২	৩৫৮	১৫৫	১৯	-	-	-	১০০%

একাডেমিক ফলাফলের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজ প্রতিষ্ঠান, আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজসমূহ, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। মেধা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সফলতার খণ্ড চিহ্ন নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতার নাম	পর্যায়	স্থান
১।	জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহ	মাইকেল মধুসূদন ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ জাতীয় অনলাইন বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২০	জাতীয়	সারা বাংলাদেশে ১ম স্থান
২।	১৫ আগস্ট ২০২০ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন (স্কুল এন্ড কলেজ শাখা)	উপস্থিত বক্তৃতা	বিভাগীয়	৩য়
		সংগীত	"	১ম, ২য় ও ৩য়
		গল্প বলা	"	১ম ও ২য়
		রচনা প্রতিযোগিতা	"	২য়
		কবিতা আবৃত্তি	"	৩য়
		হামদ-নাত	"	২য়
		৭ই মার্চের ভাষণ	"	১ম
৩।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ময়মনসিংহ	রচনা প্রতিযোগিতা	জেলা	১ম, ৩য়
		চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	"	১ম, ২য় ও ৩য়
		কুইজ প্রতিযোগিতা	"	১ম ও ৩য়
		দেশাত্মবোধক গান	"	১ম
৪।	১০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন	রচনা প্রতিযোগিতা	"	১ম
		কুইজ প্রতিযোগিতা	"	১ম, ২য় ও ৩য়
		চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	"	১ম, ২য় ও ৩য়
		দেশের গান	"	১ম ও ২য়



ক্রঃ নং	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতার নাম	পর্যায়	স্থান
৫।	১১ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন	রচনা প্রতিযোগিতা	জেলা	১ম, ২য় ও ৩য়
		উপস্থিত বক্তৃতা	"	১ম
		বিতর্ক	"	চ্যাম্পিয়ান
		কুইজ প্রতিযোগিতা	"	১ম, ২য় ও ৩য়
		আবৃত্তি	"	২য় ও ৩য়
৬।	২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষে জেলা শিক্ষা অফিস, ময়মনসিংহ, স্কুল শাখা	রচনা প্রতিযোগিতা	"	২য়
৭।	১৭ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ময়মনসিংহ, স্কুল শাখা	রচনা প্রতিযোগিতা	"	১ম, ২য়
৮।	১৭ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, (কলেজ শাখা)	রচনা প্রতিযোগিতা	"	৩য়
৯।	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত (স্কুল শাখা)	রচনা প্রতিযোগিতা	"	১ম (ক গ্রুপ), ১ম (খ গ্রুপ)
১০।	ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	অঞ্চল	চ্যাম্পিয়ন

করোনা মহামারির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় প্রতিষ্ঠান খোলার পর স্বাস্থ্যবিধি মানার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও নিরাপদ করার পাশাপাশি নির্বিঘ্নে একাডেমিক ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে উন্নয়নের ধারা সदा চলমান। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র :

- ১। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহের জন্য ০১টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রিটর মেশিন ক্রয়।
- ২। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ঘাটাইল এরিয়া কর্তৃক নির্দেশিত ০১টি টিন শেড পাকা বিল্ডিং নির্মাণ।
- ৩। অটোমেশন অফিসকক্ষ সজ্জিতকরণ।
- ৪। কাউন্সেলিং কক্ষের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়।
- ৫। কলেজ শাখার দৈনন্দিন রিপোর্ট নিয়ন্ত্রণ ও প্রিন্ট করার জন্য ০১টি বায়োমেট্রিক মেশিন সংযোজন।
- ৬। ০৬টি সিসি ক্যামেরা ও ক্যামেরার দ্রব্যাদি ক্রয়।
- ৭। স্কুল বিল্ডিং এর দক্ষিণ কর্ণার হতে অডিটোরিয়ামের দক্ষিণ কর্ণার পর্যন্ত ড্রেনের উপর লোহার গ্রিল স্থাপন।
- ৮। লাইব্রেরিতে সংগ্রহের জন্য মনোবিজ্ঞান বিষয়ক বই ক্রয়।
- ৯। কলেজ শাখায় শিক্ষকদের স্টাফরুমের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়।
- ১০। শিক্ষকদের আবাসিক ভবন সংস্কার ও সুসজ্জিতকরণ।
- ১১। নার্সারি বিল্ডিং এর শ্রেণিকক্ষসমূহ সজ্জিতকরণ।
- ১২। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রসমূহ পুনঃব্যবহারযোগ্যকরণ।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রগতির এই গতিধারা অব্যাহত রেখে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। দূরদর্শী নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে মানবিক ও বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও জ্ঞানের মশাল ধারণ করে প্রাচীন এ জনপদে সমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।



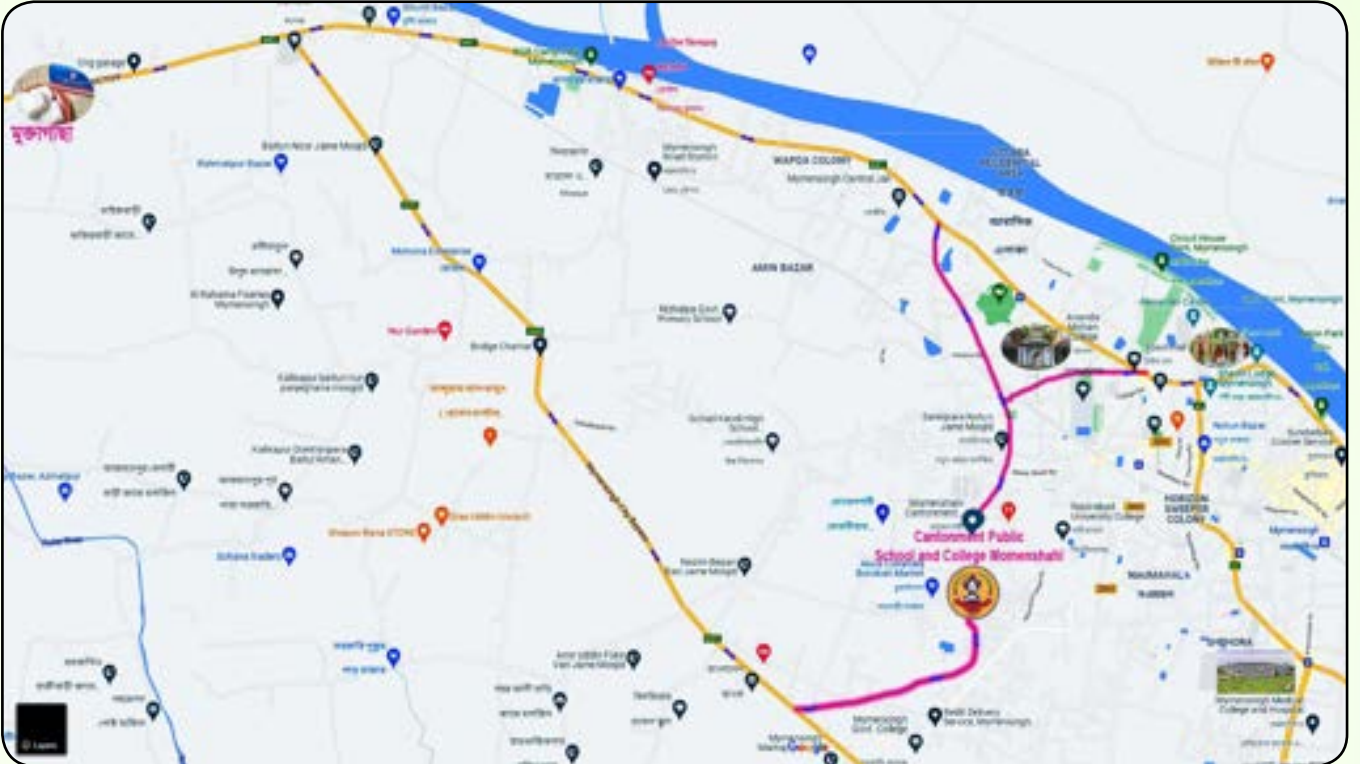
# এমো এ পথ ধরে জ্ঞান-রাজ্যে

(সিপিএসসিএম-এর পথ নির্দেশিকা)



মোঃ সাইব শাহরিয়ার রবিন  
কলেজ প্রিফেক্ট

শিক্ষানগরী ময়মনসিংহের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী। ময়মনসিংহ সেনানিবাসে অবস্থিত এই বিদ্যাপীঠে সড়ক ও রেল উভয় পথেই দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পৌঁছানো যায়। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যারা আসতে চান তারা শহরের মাসকান্দা বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে রিক্সা, অটোরিক্সা ও সিএনজি যোগে ৩০-৪০ মিনিটে, এছাড়াও কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুরসহ দেশের যেকোন জায়গা থেকে ব্রিজ সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে এবং রেলপথে যারা আসবেন, ময়মনসিংহ রেলস্টেশন থেকে রিক্সা, অটোরিক্সা ও সিএনজি যোগে ২০-৩০ মিনিটে ময়মনসিংহ সেনানিবাসের ১নং এমপি চেকপোস্টে পৌঁছতে পারবেন। ১নং এমপি চেকপোস্ট পার হওয়ার পর ২-৩ মিনিট হাঁটার পরেই চোখে পড়বে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটক। মূল ফটক পার হলে হাতের বাম পাশে প্রশাসনিক ভবন। আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এই ভবনের সামনেই রয়েছে বাগান বিলাসের অপরূপ সৌন্দর্য, হাসনাহেনা ফুলের বিমোহিত সৌরভ, হরেক রকম বাহারি পাতাবাহার আর রাস্তার পাশে কাটা মেহেদি গাছের সুচারু-পরিপাটি রূপের পাশেই বিচিত্র বর্ণিল রূপে শুভেচ্ছা জানাতে প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান। হাতের ডানপাশে সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢাকা মাঠের উত্তরে ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার। শহিদ মিনারের পূর্বপাশে গোলাপের বাগান আর রক্তলাল কৃষ্ণচূড়ার গাছের ফাঁকে উঁকি দেয় জ্যামিতিক নকশার চমৎকার সাজানো পরিপাটি ক্যান্টিন। এরপর চোখের সামনে পড়বে তিনটি বিশাল ভবন। ১ম ভবনটি ইংলিশ ভার্সন স্কুল শাখা, ২য় ভবনটি কলেজ শাখা, ৩য় ভবনটি বাংলা ভার্সন স্কুল শাখা। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য রয়েছে দৃষ্টিনন্দন অডিটোরিয়াম। প্রতিটি ভবনই দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন রঙে সাজানো। শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক সমাবেশ ও খেলাধুলার জন্য রয়েছে ২টি সুবিশাল মাঠ। ছায়া সুনিবিড়, সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি পরিবেশে একবার আসলে বারবার আসতে মন চাইবে।





# স্মৃতিপত্র

## মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

- রংতুলিতে আকঁছি বেশ,  
আমার মুজিব আমার দেশ ৫৩

## কবিতা

- স্বাধীনতার বান ডেকেছে ৫৫
- স্বাধীন বাংলা ৫৫
- মুজিব ৫৫
- স্বাধীনতার গল্প ৫৬
- শ্রেষ্ঠ বাঙালি ৫৬
- আমার মুজিব ৫৬
- মুজিব শতবর্ষ ৫৬

## প্রবন্ধ

- বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ৫৭
- কেন পড়ব এই বইগুলো ৫৯
- আমার ভাবনায় বঙ্গবন্ধু ৬১
- ১১নং সেক্টর ৬২

## Poem

- Knell of Resurrection ৬৪

## Articles

- Bangabandhu's Vision about Education ৬৫
- Music behind Freedom ৬৭
- Oath in Golden Jubilee of Liberation ৬৯

## শিক্ষকবৃন্দের মনন থেকে

- করোনাকালীন সিপিএসসিএম ৭১
- ভ্যাকসিন ২০২১ ৭৪
- একজন আতা স্যার ৭৫
- মনের যত কথা ৭৭
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমাদের অঙ্গীকার ৭৯

## অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের কলম থেকে

- আমার স্মৃতিতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক  
স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী ৮০

## অভিভাবকদের কথা

- আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮৩
- সিপিএসসিএম আমার সন্তানের ভালোলাগা ৮৪

## প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতি থেকে

- ফিরে চল মাটির টানে ৮৬
- With Regard to CPSCMIANS ৮৭
- প্রেরণায় সিপিএসসিএম ৮৯

## শিক্ষার্থীদের চেতনা থেকে

## প্রবন্ধ

- ভালোলাগা থেকে প্রাপ্তির গল্প ৯১
- সিপিএসসিএম আমার বিতর্ক চর্চার প্রেরণা ৯৩
- সুন্দর জীবনের জন্য স্কাউটিং ৯৪
- উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশ ও  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯৫
- মহামারি পরবর্তী কলেজ প্রাঙ্গণে  
কাজক্ষিত প্রথম দিন ৯৭
- আমিও হতে চাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর  
একজন গর্বিত সদস্য ৯৯

## গল্প

- লকডাউনে আমার প্রাপ্তি ১০১
- অহংকার পতনের মূল ১০২
- প্রশান্তি ১০৩
- পিয়ালের গাছ ১০৪

## স্মৃতিকথা

- মনে পড়ে স্কুলের দিনগুলি ১০৬



## নাটিকা

- নানি-নাতির করোনা পজিটিভ ১০৮

## ভ্রমণকাহিনি

- ঘুরে এলাম কক্সবাজার ১০৯
- হাওর ভ্রমণ ১১১

## কবিতা

- আমার তৈ ১১৩
- একুশ ১১৩
- স্কুল ১১৩
- স্বপ্ন ১১৩
- করোনা ভাইরাস ১১৪
- সত্য সুন্দর ১১৪
- অনলাইন ক্লাস ১১৪
- ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ১১৫
- মাকে ভালোবাসি ১১৫
- ছোট্ট খোকাই রয় ১১৫
- আমার সকালবেলা ১১৬
- প্রাণের ক্যাম্পাস ১১৬
- অহংকার ভুলে যাও ১১৬
- বন্ধু ১১৭
- অপরূপ বাংলা ১১৭

## কার্টুন

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি ১১৮

## গল্পে গল্পে ও অঙ্কে ধাঁধা

১২০

## জানা-অজানা

১২২

## কৌতুক

১২২

## গল্পে গল্পে ও অঙ্কে ধাঁধার উত্তর

১২৪

## English Corner

### Articles

- The Rabbit and the Turtle Version 2.0 ১২৬
- Short Stories of Leo Tolstoy ১২৮
- Today's Language Fighter ১৩০

- The Change Maker ১৩১
- Changed Nutritional Value and Health Issues ১৩২
- The Shashi Lodge ১৩৩
- Human Virtues ১৩৪
- Bangladesh Army in Fight against COVID-19 ১৩৫
- BNCC Platoon of CPSCM ১৩৬
- Paradigm Shift: The Beauty of Science ১৩৮

## Travelogue

- A Memorable Bhutan Trip ১৩৯

## Short Story

- A Tale of Hard Won Success ১৪০

## Poetry

- Oneness ১৪১
- Light ১৪১
- My country ১৪১
- Bed Time Prayer ১৪২
- Rain of Heart ১৪২
- If You Want ১৪২
- Don't Quit ১৪২
- The Battle of Life ১৪৩
- Friends ১৪৩

## Riddles and Jokes

১৪৪

## তুলির কবি মনের ছবি

১৪৫

## আলোর পথের যাত্রী

১৫০

## অ্যালবাম

২০০

## আমরা শোকাহত

২২২







# মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী



“ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।  
তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ, শান্তি ও স্বপ্ন এবং  
আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি। ”

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



# রংছনিতে আঁকছি বেশ আমার মুজিব আমার দেশ

শুভজিৎ ভৌমিক  
শ্রেণি: ১ম, শাখা: B, রোল: ৫৩



তাহসিনুল তাহিম  
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: D, রোল: ১০৬



জান্নাতুল ফেরদৌস মাইশা  
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: D, রোল: ২



তাসনিম হক লামিসা  
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: E, রোল: ১৬





# রংতুনিতে আঁকছি বেশ আমার মুজিব আমার দেশ

মুনাওয়ারা তারানুম  
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: F, রোল: ১



ফজিয়া হুমাইরা লিওনা  
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: C, রোল: ২০৭



নুসরাত জাহান হক তটিনি  
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: C, রোল: ৮৪



মোঃ তালহা তাসকিন হক  
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: E, রোল: ২৫২







## স্বাধীনতার বান ডেকেছে

সুবাইতা সুলতানা সুবহা  
শ্রেণি-৩য়, শাখা-A, রোল-৯

স্বাধীনতার বান ডেকেছে  
একাত্তরের রক্তঝারা দিনে,  
যুদ্ধ করে দেশ এনেছি  
রক্ত দিয়ে কিনে।  
সবাই মিলে দেশ গড়ো ভাই  
সোনার বাংলাদেশ,  
মিষ্টি-মধুর দেশটি মোদের  
রূপের নাইকো শেষ।  
এই দেশেরই সন্তান আমি  
গর্ব করি তাই,  
মিলেমিশে সবাই মোরা  
এ দেশের গুণ গাই



## স্বাধীন বাংলা

মোবাস্থিরা মোস্তাফিজ  
শ্রেণি-৩য়, শাখা-F, রোল-২৬২

বাংলা মোদের ভালোবাসা  
বাংলা মোদের প্রাণ,  
বাংলা আমার স্বাধীন দেশে  
স্বাধীনতার গান।  
চিরসবুজ দেশটা মোদের  
লাল-সবুজে গড়া,  
সবাই মিলে গাইবো মোরা  
বাংলা ভাষার ছড়া।



## মুজিব

মোছাঃ মার্জিয়া আক্তার (মীম)  
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-A, রোল- ৩০৯

মুজিব মানে মুক্তির যুদ্ধ  
মুজিব মানে ছয়দফা,  
মুজিব মানে নয়টি মাস  
বাঙালির স্বাধীনতা।  
মুজিব মানে মুক্তি,  
মুজিব মানে বীর বাঙালির  
বেঁচে থাকার শক্তি।  
মুজিব মানে স্বপ্ন জয়,  
মুজিব মানে জ্ঞানে-গুণে  
আমরা দুর্জয়।





## স্বাধীনতার গল্প

সাবিহ্ উজায়ের নওয়াজ  
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-E, রোল-১৪

স্বাধীনতার গল্পে আছে  
দুঃখ এবং সুখ,  
স্বাধীনতার গল্প তবু  
দীপ্ত করে মুখ।  
স্বাধীনতার গল্পে আছে  
মৃত্যু এবং ভয়,  
স্বাধীনতার গল্প তবু  
করে হৃদয় জয়।  
স্বাধীনতার গল্পে আছে  
রক্ত ঝরা দাম,  
স্বাধীনতার গল্পে আছে  
বীর শহীদের নাম।  
স্বাধীনতার গল্পে আছে  
যুদ্ধ এবং জয়,  
স্বাধীনতার গল্প মানেই  
আত্ম-পরিচয়।



## আমার মুজিব

সিনদিদ বিন মোমেন তূর্য  
শ্রেণি-৫ম, শাখা- C, রোল-১৪৫

মুজিব আমার সোনার বাংলা  
মুক্ত মধুর গান,  
মুজিব নামে স্বপ্ন দেখে  
লক্ষ কোটি প্রাণ।  
মুজিব আমার রক্তে কেনা  
সোনার বাংলাদেশ  
মুজিব নামে স্বপ্ন দেখে  
গড়বো মোদের দেশ।  
মুজিব আমার জাতির পিতা  
অলিখিত মহাকাব্য,  
মুজিব আমার মনে মনে  
অনিঃশেষ ঋষি বাক্য।



## শ্রেষ্ঠ বাঙালি

আশফাক বিন ফারুক মুঈন  
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-B, রোল-৫৫

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি  
তুমিই বঙ্গবন্ধু।  
বাংলার গ্রাম, তুমি সংগ্রাম  
তুমি সবার বন্ধু।  
দিয়েছিলে তুমি যুদ্ধের ডাক  
করেছিলে আহ্বান।  
তোমার ডাকেই লক্ষ শহিদ  
দিয়ে দিলো প্রাণ।  
দিলে তুমি স্বাধীনতার নেতৃত্ব  
তাই পেয়েছি মোরা,  
স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব।



## মুজিব শতবর্ষ

আরিয়ান হক  
শ্রেণি-৬ষ্ঠ, শাখা-F, রোল-২৮৭

মহাকাল তুমি অনন্ত অসীম,  
তোমার যাত্রাপথে একশত বছর  
নিতান্ত ক্ষুদ্রক্ষণ।  
এই ক্ষুদ্রক্ষণ যখন পেলো  
মুজিব নামের স্পর্শ  
তখন প্রাণের আবেগ আর ভালোবাসার  
উত্তাল সমুদ্র আছড়ে পড়লো বাঙালির হৃদয়ে  
বাংলার বাতাসে ধ্বনিত হলো  
শতকোটি মুজিব সৈনিকের দৃঢ়-দীপ্ত পদধ্বনি।  
মহাকাল তুমি অনন্ত সীমাহীন পথচলা  
তোমার যাত্রাপথে একশত বছর  
নিতান্ত ক্ষুদ্রক্ষণ।  
এই ক্ষুদ্রক্ষণ যখন পেলো  
বাংলার প্রাণের খোকার স্পর্শ  
বাংলার স্তিমিত তারুণ্য পেলো  
সত্য-সুন্দর-শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্নিমন্ত্র।  
মুজিব শতবর্ষ  
লাল-সবুজের পতাকা হাতে  
অকুতোভয়, অদম্য, বীর বাঙালির  
বিশ্বমঞ্চে দীপ্ত জয়োল্লাস।







## বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

মো: আবু সাঈদ

প্রভাষক

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে জেল খেটেছেন, জুলুমের শিকার হয়েছেন, ফাঁসির আদেশ মাথা পেতে নিয়েছেন কিন্তু কখনো অধিকার আদায়ের পথে দমে যাননি। তাঁর সুদক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। আর এ লক্ষ্যেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন উদার ও কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে সারাবিশ্বে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন শান্তিকামী দেশ হিসেবে। বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর চির সংগ্রামময় জীবন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

বঙ্গবন্ধু একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের মতো গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি। “সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়” এ নীতির উপর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কখনো যুদ্ধ ও বৈরিতা দিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বিভক্ত পৃথিবীর সামনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর সফল পররাষ্ট্রনীতির একটি ঘটনা না বললেই নয়। ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও ভারত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে



ফেরত আসার পথে দিল্লিতে বিশাল নাগরিক সংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনার আদর্শের মিল কেন? বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেছিলেন- “এটা আদর্শের মিল, নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্বশান্তির জন্য মিল।” বঙ্গবন্ধুর এ কথা শুনে সেদিন সমবেত জনতা করতালিতে ফেটে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুই পরাশক্তির অধীনের জোটে অংশ না নিয়ে যোগ দেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে (NAM)। স্বাধীনতার দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ যোগ দেয় আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO), বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা (IMF), জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) তে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে গোটা পৃথিবীর সামনে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জনতা একটি সঠিক ভিত্তির মাধ্যমে নিজ দেশে অধিকার লাভে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে একটি আইনগত দিক-নির্দেশনা লাভ করুক। ফলে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি বা মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেন এভাবে, “সকলের সাথে বন্ধুত্ব। কারো সাথে শত্রুতা নয়।”



বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৭২ সালে জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত করেন। ফলশ্রুতিতে, ১৯৭২ সালের মধ্যে ৬০টিও বেশি দেশের স্বীকৃতি এবং ১৯৭৫ সালে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর আগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বেশকিছু মুসলিম ও আরবদেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। যার ফলে, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি ও সমর্থন আদায় বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে আরবদেশগুলোর পক্ষে অবস্থান নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবের জন্যই পরবর্তীতে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, আলজেরিয়া ও ইরাক বাংলাদেশকে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) এর সদস্য লাভে সাহায্য করেছিল। ১৯৭৪ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ওআইসির ২য় শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ৩২তম সদস্য দেশ হিসেবে অংশ নেয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশের চাপে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি, বঙ্গবন্ধু ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও ইসরাইলের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানকে করেছিল উজ্জ্বল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল। কিন্তু তার আগেই তারা বাংলাদেশকে নানা ধরনের মানবিক সাহায্য প্রদান করে। তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি বাঁক বদল ঘটে ১৯৭৩ সালের শুরুতে দিকে।

সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর আলজেরিয়া সফর ছিল নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে বিশ্বনেতাদের

প্রতি আহ্বান জানান তিনি। এই সম্মেলন শেষে ঘোষণাপত্রে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো তাদের সমর্থন দেয়।

১৯৭৩-এর ৩ আগস্ট কানাডার রাজধানী অটোয়াতে ৩২টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমনওয়েলথ সম্মেলন। তবে সেদিন সব নেতার মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনের সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো। বঙ্গবন্ধু সেদিন বক্তৃতায় বৃহৎ শক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘হোয়েন এলিফ্যান্ট প্লেসেস, গ্রাস সাফারস...’ তাঁর এ বক্তৃতা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সর্বমোট ছয়জন নেতার নামে তোরণ নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে জীবিত দুই নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যজন মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটো। আলজেরিয়ায় মঞ্চ দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন- “বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।”

বঙ্গবন্ধু যেখানেই গেছেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। এর প্রমাণ একজন নবীন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বল্প সময়ের মধ্যে জুলিও কুরি শান্তি পদক অর্জন, যা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জন্য ছিল এক বিরাট সম্মান ও গর্বের বিষয়। বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার অর্জন ছিল দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মাননা প্রাপ্তি।

বঙ্গবন্ধুর সফল পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার যে পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তা ব্যাহত হয়। কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যের গুলিতে প্রাণ হারান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল কাস্ত্রো (Fidel Castro) বলেছিলেন, “আমি হিমালয় পর্বতমালা দেখিনি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছি।”

তথ্য সূত্র:

- ১। মুজতবা আহমেদ মুরশেদ, দৈনিক সমকাল, ১৭ মার্চ ২০২০
- ২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান







## কেন পড়ব এই বইগুলো

জুয়েনা জাহান এ্যানি  
সহকারী শিক্ষক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আমাদের স্বাধীনতার ধারক ও বাহক বঙ্গবন্ধুকে শিক্ষার্থীদের মনে-প্রাণে ধারণ করতে হলে তাঁর রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামা ও আমার দেখা নয়াচীন বইগুলো পাঠ করা উচিত। এই মহান পুরুষ জাতির জনকের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের জন্য শিক্ষা বহন করে। বর্তমানে এ সময়ের ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাঁর এই আত্মত্যাগের কথা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

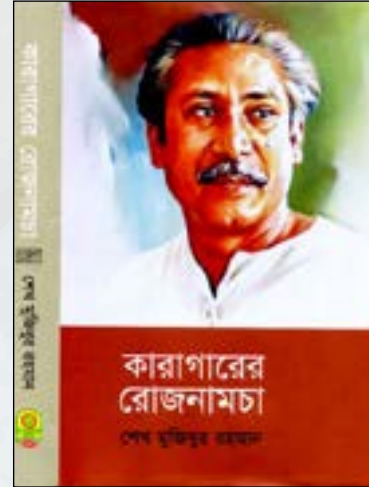


### অসমাপ্ত আত্মজীবনী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক অনবদ্য সৃষ্টি ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’। বইটিতে লেখকের বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, দেশ বিভাগের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। আছে লেখকের কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও

সর্বোপরি সর্বসংস্হা সহধর্মিণীর কথা, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সকল দুঃসময়ে অবিচল পাশে ছিলেন। একই সঙ্গে লেখকের চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বর্ণনাও বইটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

বাংলার মানুষের জন্য যিনি জেলখানায় পার করেছেন যৌবনের অর্ধেক সময়, বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গোপালগঞ্জের কিশোর শেখ মুজিব যখন ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠছেন, ঠিক তখনই সমাপ্ত হল তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’। আর তাঁর আত্মজীবনীর মতো জীবনটাকেও অসমাপ্ত করে দিল এই বাংলারই কিছু জঘন্য নরপিশাচ।

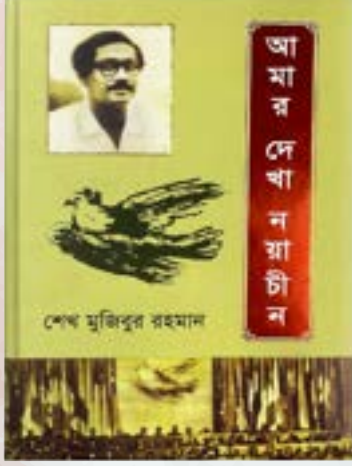


### কারাগারের রোজনামা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কারাগারের রোজনামা’। একজন নিষ্ঠাবান লেখকের জীবনগল্প কী হতে পারে তা জানার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো উৎস হতে পারে না। এই আত্মকথায় তিনি জেলখানার জীবনযাপন এবং কয়েদিদের অনেক অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধের জগতে পা দিয়েছিল সেসব কথা লিখেছেন। কারাগারের ভিতর হাসপাতালে ঘুষের প্রচলন, অসুস্থ নিরীহ কয়েদীর সঠিক চিকিৎসা না পাওয়া, পুলিশের সামান্য লোভে ঘুষ দিয়ে ছোট ছেলে চোর থেকে কীভাবে পকেটমার হয়ে জীবন



ধ্বংস করেছে, ছাত্রদের উপর অত্যাচার, ১৯৪৯ থেকে কাটানো জেলের মুহূর্ত, সবই স্থান পেয়েছে এই বইটিতে। বইটিতে অত্যন্ত হাস্যরসাত্মকভাবে পাগল জেলবন্দিদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। লেখার বিভিন্ন অংশে কারাবন্দি বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক উৎকর্ষা প্রকাশ পায়। পাশাপাশি তাঁর প্রবল আত্মশক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়।



### আমার দেহা নয়চীন

‘আমার দেহা নয়চীন’ গ্রন্থের লেখক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তি, আত্মত্যাগ ও গৌরবগাঁথা সম্পর্কে পুরো বিশ্বের বিদ্বজ্জন বিদিত। এই বইটির ভূমিকা রচনা করেছেন গ্রন্থের লেখক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা আমাদের দেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৫২ সালে চীনের পিকিং এ অনুষ্ঠিত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে। তাঁর চীন ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য এই শান্তি সম্মেলন হলেও এর পাশাপাশি তিনি সে দেশের মানুষের জীবনের সামগ্রিক অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য আরও বাড়তি কিছুদিন চীনে থেকে গেছেন। সেই ২৫ দিনের স্মৃতি নিয়ে রচনা করেছেন এই ভ্রমণকাহিনী।

বঙ্গবন্ধু দেখাতে চেয়েছেন চীনের মানুষের জীবনযাত্রার মান কেমন, জিনিসপত্রের দাম কেমন, কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ কীভাবে থাকছে, শিক্ষা-কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য কেমন চালাচ্ছে দেশের নতুন প্রশাসন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত কোনো বিধিনিষেধ রয়েছে কিনা ইত্যাদি। কীভাবে চীনের কৃষকরা ৩ বছরে সাবলম্বী হয়ে উঠলো, ঘুষ-দুর্নীতি, ডাকাতি কীভাবে দূর হলো, কীভাবে চীনাদের আফিমের নেশা কাটলো, ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল হলো কীভাবে, কীভাবে পতিতারা ফিরে এলো সমাজের মূল ধারায়, কীভাবে নারী-পুরুষে আসলো সমতা, হোয়াংহো কীভাবে হয়ে উঠলো চীনের দুঃখ থেকে আশীর্বাদ সব উঠে এসেছে বিস্তারিতভাবে এ বইটিতে।

সর্বোপরি বলা যায়, যে স্বাধীন দেশে আমরা বসবাস করছি সে দেশের ইতিহাস ও জাতির পিতার মহৎ অবদানের কথা জানতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বইগুলো পড়া উচিত। বঙ্গবন্ধুর জীবনের শত কষ্ট ও ত্যাগের ফসল আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁর নিজের লেখা এই বইগুলো পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাধীনতার উৎস খুঁজে পাবে।







## আমার ভাবনায় বঙ্গবন্ধু

সাদমান সাকিব

শ্রেণি- ৭ম, শাখা- B, রোল- ০১

সময়টা তখন ২০১৩। আমার শিক্ষাজীবনের পথচলা শুরু। বই পড়া ছিলো আমার প্রধান শখ। আমার লাইব্রেরিতে নানারকম বইয়ের সমাহার। প্রতিদিনের ন্যায় আমি একদিন বিকেলবেলা একটি বই নিয়ে পড়তে বসি। ঐ বইটি খুলতেই আমার চোখে ধরা দিলো অন্যরকম একটি চরিত্র। সাদা পাঞ্জাবি ও কালো কোটি আর মোটা কালো চশমা পরনে সৌম্য শান্ত চেহারার এক লোক। তিনি যে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, দৃঢ়চেতা ব্যক্তি তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না। বইটির পৃষ্ঠা গুলো যতোই পড়ি বা উল্টাই আমার ছোট হৃদয়কে নাড়া দেয় ঐ অচেনা চরিত্রটি। এই মহান ব্যক্তিটি কে? কোথায় থাকেন? কী তার পরিচয়? এসব বিষয়ে জানতে দুরন্ত মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠে।

আমার সারাক্ষণের খেলার সাথী ছিলো আমার দাদাভাই। তাই ওনাকে অচেনা ঐ চরিত্রটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমার বিলম্ব হয়নি। দাদাভাইকে বইটি দেখিয়ে আমার প্রশ্ন ছিলো, লোকটি কে? আমার দাদাভাই আমার প্রশ্ন শুনে একটু মুচকি হাসলেন। তিনি আমাকে বললেন, "দাদু, তুমি ওনার সম্বন্ধে জানতে চাও?" স্বাভাবিকভাবে আমার উত্তর ছিলো 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "বেশ, বসো। বলি ওনার সম্বন্ধে!"

দাদাভাই বললেন, পৃথিবীতে প্রতিটি পরাধীন দেশের উত্থানের পেছনে থাকে এক একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার গল্প। থাকে ঐ গল্পের একজন রূপকার। আমাদের বাংলাদেশ একসময় ছিলো পরাধীনতার বৃত্তে আবদ্ধ। সেই বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সোনালী সূর্য দেখানোর মূল কারিগর ছিলেন তোমার পুস্তক-প্রত্যক্ষিত ঐ চরিত্রটি। তিনি আর কেউ নন; আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাদা পাঞ্জাবি ও কালো কোটি পরনে চশমাওয়ালা ঐ মানুষটি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এই মাটির জন্য, বাংলা ভাষার জন্য, বাংলার মানুষের স্বাধীনতার জন্য। এভাবেই প্রথম পরিচিত হলাম জাতির সেই মহানায়কের সাথে।

আমার চেতনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অনুপ্রেরণার নাম। আমার দৃষ্টিতে তিনি একাধারে জীবন সংগ্রামের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ও জাতির আদর্শের প্রতীক। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কারিগর, উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সফল রাজনীতিবিদ। আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অগ্রনায়ক। তিনি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির দিশারি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের এক মহান নায়ক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও সংগ্রাম তিনি নিজের চেতনায় লালন করেছেন।

তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। তিনিই বাঙালি জাতির শিরায়-উপশিরায় জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রকে সঞ্চারিত করেছেন। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের এক আপসহীন সংগ্রামী নেতা তিনি। আমাদের বিস্তৃত জাতিসত্তাকে তিনি জাগ্রত করেছেন। আমাদের উদ্ধুদ্ধ করেছেন মহান স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে। বঙ্গবন্ধু তাই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে অভিন্ন ও একাত্ম। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও আমাদের স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা। তাই আমার ভাবনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অবিসংবাদিত নেতা ও জাতির পিতা।





## ১১নং সেক্টর

মোঃ তালহা তাসকিন হক

শ্রেণি- ৯ম, শাখা- E, রোল- ২৫২

বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা হল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বেড়া জালকে ছিন্ন করে বাংলার মানুষের স্বাধীকার আদায়ের প্রক্ষে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাঙালির নিরন্তর সংগ্রামের দ্রুপ থেকে উৎসারিত হয়েছিল আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে সুদীর্ঘ এক সংগ্রামের ইতিহাস।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়ে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার অধিকাংশ এলাকা ছিল প্রথমে জেড ফোর্স এবং পরে ১১নং সেক্টরের অধীন। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ রাজারবাগ পুলিশ অয়ারলেস্ এবং ইপিআর অয়ারলেসের মাধ্যমে ময়মনসিংহ ইপিআর ও পুলিশ লাইনে প্রেরিত হয়।

২৬ মার্চ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ এলাকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আহ্বান অনুযায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ময়মনসিংহ টাউন হলে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন অফিস আদালতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করে।

**১১নং সেক্টর গঠনঃ** ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই মুজিবনগরে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে বাংলাদেশের সমস্ত যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে প্রতিটি সেক্টরে অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার তার সেক্টর সীমানা চিহ্নিত করে ১, ২, ৩, ৪, ৫.... ক্রমিক সংখ্যার সাহায্যে। ১১নং সেক্টরের অধীনে মূলত ইপিআর, পুলিশ, আনসার-মুজাহিদ এবং ফ্রিডম ফাইটার (এফএফ), ছাত্র-যুবক ছিল। ৭ জুলাই থেকে ১১নং সেক্টরের সকল সৈনিক জেড ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২ আগস্ট মেজর আবু তাহের প্রধান সেনাপতির নির্দেশে ১১নং সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন।



**সেক্টর এলাকাঃ** বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা (কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে) টাঙ্গাইল জেলা এবং রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অংশ বিশেষ নিয়ে ১১নং সেক্টর গঠিত হয়। ১১নং সেক্টরের অধীনে মোট ৮টি সাব সেক্টর ছিল।

এই সেক্টরে একটি সেক্টর ট্রপসের অধীন এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং ২০ হাজার এফ এফ যুদ্ধরত ছিল। ১১নং সেক্টরের অধীনে টাঙ্গাইল জেলাতে বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী, আব্দুল বাতেন ও সুবেদার মেজর আফজার উদ্দিনের নেতৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করে সাফল্য অর্জন করে।

১১নং সেক্টরে ১৫১টির মতো যুদ্ধ সংগঠিত হয়। তার মধ্যে দুটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো:

**১। খাগডহর যুদ্ধঃ** ময়মনসিংহ জেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব কোণে খাগডহর গ্রামটি অবস্থিত। খাগডহর এলাকায় ছিল ইপিআর উইং হেডকোয়ার্টার। ২৫ মার্চ সময়ে ময়মনসিংহ উইং হেডকোয়ার্টারে কমান্ড স্তরে অবাঙালি ইপিআর সদস্যদের প্রাধান্য ছিল। উইং কমান্ডার ক্যাপ্টেন কমর আলী আব্বাস সম্ভাব্য গোলোযোগের আভাসে সীমান্ত থেকে সমস্ত অবাঙালি সদস্যকে উইং হেডকোয়ার্টারে নিয়োজিত করেন। ২৭ মার্চ রাত ১১টা থেকে ২৮ মার্চ সকাল নয়টা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে প্রায় ১২১জন অবাঙালি ইপিআর সদস্য নিহত হয়। সুবেদার মেজর জিন্মাতুলসহ ১৭জন অবাঙালি সদস্যকে আটক করে জেলে রাখা হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ময়মনসিংহ শহর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন বাঙালি সশস্ত্র সৈনিকদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ম. হামিদ এবং শফিউল ইসলাম। এই যুদ্ধে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন তাঁরা হলেন- আনোয়ার হোসেন, এমদাদুল হক, আবু তাহের, অজিত দত্ত, আব্দুর রাজ্জাক এবং দেলোয়ার হোসেন।

**২। কামালপুর যুদ্ধঃ** মুক্তিযুদ্ধের শুরু দিকেই বকশীগঞ্জের ধানুয়া-কামালপুরে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল









## **Knell of Resurrection**

**Shahida Akhter**  
Assistant Teacher

A melancholic bard of spring  
With a roaring manner of tiger,  
Staged before a million pairs of ardent eyes  
After waiting hours since morning.

Came to reveal the way of reliance  
With his galvanic words:  
'Struggle this time is  
The struggle for independence.'

We have to face the enemy with whatever we have  
Emerging the necessity of fight.  
In order to ensure our human right,  
As we are staining our streets to survive.

Within about nineteen minutes of proclamation  
Able to set the fire of freedom,  
Burning the fuel of racism  
And knelled the bell of resurrection.





## Bangabandhu's Vision about Education

**Syed Kadiruzzaman**

Asstt. Professor

Bangabandhu was a great visionary who saw the dream of an independent Bangladesh as well as a poverty free enlightened country where all children would get free primary education and none would be prevented from receiving quality education for poverty. Soon after the independence, he, therefore, composed an education commission with the eminent educationalists and specialists to draft an education policy in light of the nationalism, democracy and cultural identity of a newly born nation.

As a leader of undivided Pakistan, Bangabandhu always protested against the continuing disparities in education made to the then East Pakistan. Education facilities were so meager that the country was suffering from acute illiteracy. The condition of primary education and number of primary schools had not increased in East Pakistan since 1947. More than eighty percent of the youth population remained illiterate in 1970 and every year a million people were added to the ranks of the illiterate. Half of the country's primary school age children did not enroll in school. Approximately only 18 percent of boys and 6 percent of girls completed primary education.

In the independent Bangla, Bangabandhu made specific pledges to educate the country. He ascertained, four percent of the GDP should be spent for public education, a valid demand which is still being raised today in 2021. Illiteracy must be ended, he affirmed. He took a crash programme of compulsory and free primary education to bring all five-year-old children to primary school. The numbers of primary and secondary schools and colleges would be increased. New medical colleges and engineering and general universities would be set up as a priority. It must be ensured that poverty should not prevent anyone from receiving quality education, he said.

Educating a nation in a dilapidated condition of the country was a very challenging job but Bangabandhu's courage and enthusiasm did not fail him to take the step of drafting an education policy. Soon after the independence, he, on July 26, 1972, formed the National Education Commission, headed by the eminent scientist/ educationist Md. Quadrat-e-Khuda (QK Commission). On the occasion of inaugurating the work of the commission on September 24, 1972, Bangabandhu urged the 18-member commission to carry out its task independently and meticulously to rebuild the education





system of the country. The commission formally presented its report to Bangabandhu on May 30, 1974 and asked for his advice and guidance. Bangabandhu's response was very straight. He told that it was the job of the educationists to examine the report's pros and cons—his job was to see what could be done to materialise the goals of the policy proposed by the educationists.

Bangabandhu's remarks showed his understanding of the respective roles of political leadership and expertise and specialised knowledge as well as his typical humility. Nonetheless, the QK Commission report was an expression of the spirit and philosophy that had inspired the birth of the new nation. This ideology was enshrined in the Constitution of the country formulated and adopted in record time under Bangabandhu's vigilant watch, and guided by his vision of the new state and the nation.

In stating the goals and purposes of education, the commission asserted, based on the four fundamental principles of the Constitution, education must serve the goals and purposes of nationalism, socialism, democracy, secularism, patriotism and good citizenship, humanism and global citizenship, moral values, and be the tool for transforming society. In the report, the commission also laid out how the purposes could be realised.

The commission, for example, proposed that all institutions including madrasas should follow a common unified curriculum up to grade 8. Beyond that, madrasas should provide vocational education to meet the demand for services such as Imams and Muezzins of mosques, instructors for maktabas or family-based religious instruction, and registrars of Muslim weddings and so on. It was not to be a parallel education system from pre-primary to tertiary.

The QK Commission foresaw Bangla as the medium of education at all levels. It accorded a high priority to English as the window to the world of science, technology and research. It saw secondary

education as the stage for acquiring English proficiency; enabling all students completing secondary education to become bilingual. A paper of a hundred marks for English and Bangla is taught at the university undergraduate level to attain the required language skills.

After the assassination of the Father of the Nation in August 1975 the QK report was locked by the red ribbon of oblivion. The various regimes that followed set up at least eight bodies to look into education reforms. The common feature of those was that few of the substantive recommendations were implemented.

The present government took initiative to edit an education policy in relation with the Bangabandhu's education policy of 1974. After hard work of a group of educationalists, the commission headed by Kabir Chowdhury, the eminent professor of Dhaka University presented the report to authority. The National Education Policy (NEP) 2010 was approved by the parliament in December 2010. Its remit was to provide a framework for the role of education in the nation's development in light of the 1974 report and subsequent recommendations.

On the occasion of the 50th year of independence, it is imperative to rededicate the education endeavours of the country to the four fundamental principles of the constitution—the high ideals of nationalism, socialism, democracy and secularism—and to fulfill the fundamental aim of the state to realise through the democratic process into a socialist society, free from exploitation, a society in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equality and justice, political, economic and social, will be secured for all citizens.

The initiative taken by Bangabandhu can no way go futile. It is a responsibility of us all to implement the vision of the Father of Nation in education. Abiding by the principles reflected in Bangabandhu's vision indicates a continuing progress of the education system.







## Music behind Freedom

**Humayed Tahsin Haque**

Class-XII, Section-A, Roll-20



Awar can be ruinous, harsh and fatal, while songs are mostly sentimental, soothing, touching and stimulating. In spite of that, music has been an integral part of warfare and soldiers' lives since the dawn of history, which functions as a means of communication and a psychological weapon. The Liberation War of Bangladesh also had its fair share of influences and inspirations from songs. In fact, the post-massacre songs are some of the most politically conscious and influential tracks in our language. Apart from the political struggle and the war waged by the Mukti Bahini, music served as a great tool of motivation for the nation as a whole. Swadhin Bangla Betar Kendro also played a major role in helping to diffuse these revolutionary tunes and lyrics into the minds of every Bengali listening to them. Here's a list of some songs, which helped to uplift the spirits of the freedom fighters, and console the martyrs' families afterwards:

“Joy Bangla Banglar Joy” Written by Gazi Mazharul Anwar, composed by Anwar Parvez and sung by the renowned singer Mohammad Abdul Jabbar, the song carries optimism and inspiration in every word. “Joy Bangla Banglar Joy” soon became the signature tune of the Swadhin Bangla Betar Kendro during the war.

“Mora Ekti Phulke Bachabo Bole Juddho Kori” With Gobindo Haldar's lyrics and Apel Mahmood's composition, this track is arguably one of the most influential songs of the Liberation War. This song narrates how the fighters of this nation were ready to sacrifice themselves in order to save their beloved land.

“Teer Hara Ei Dheuer Shagor” Written by Gobindo Haldar, this song was composed by Apel Mahmood and sung by Rothindranath Roy. Because of its powerful lyrics, the song has inspired many freedom fighters. The war has ended but “Teer Hara Ei Dheuer Shagor” has sustained as the symbol of youth, valour and diligence to date.

“Shono, Ekti Mujiborer Theke” Written by Gauri Proshonno Majumdar and composed by Angshuman Roy, this song spread the message of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman and inspired freedom fighters to fight for their country.

“Purbo Digante Shurjo Utheche” Written by Gobindo Haldar and composed by Samar Das, the song was labelled as the “Shongramer Gaan” (The Song of Liberation), and helped to motivate freedom fighters at that time.

“Karar Oi Louho Kopat” Written and composed by our national poet Kazi Nazrul Islam, this song is also known as “Bhangar Gaan”. The Rebel Poet is believed to have written this song while he was in prison.

“Nongor Tolo Tolo” Written by Nayeem Gohor and composed by Samar Das “Nongor Tolo Tolo” inspired the general people to raise the anchor, because it was time for the patriots to sail for freedom.

“Bhebo Na Go Ma Tomar Chelera” Written by Mostafizur Rahman and composed by Samar Das, the song consoles the mothers of the



countless martyrs and ensures that their death will always be remembered, along with the spirit they gave up their lives for.

“Rokto Diye Naam Likhechi” Written by Abdul Kashem Shondhip and composed by Sujeyo Shyam, the song narrates the sacrifice and determination to achieve independence, which we have gained in exchange of the blood of the martyrs.

“Chol Chol Chol, Urdhogogone Baajey Madol” written by our national poet, Kazi Nazrul Islam, this song has turned into our national war anthem.

“Banglar Hindu, Banglar Buddha, Banglar Christian, Banglar Musolman” written by Gauri Proshonno Majumdar and composed by Shamar Roy, the song speaks about a united Bangladesh, which accommodates religious differences. It urged every citizen of the country, from all walks of life and religion, to take up arms and fight for their independence.

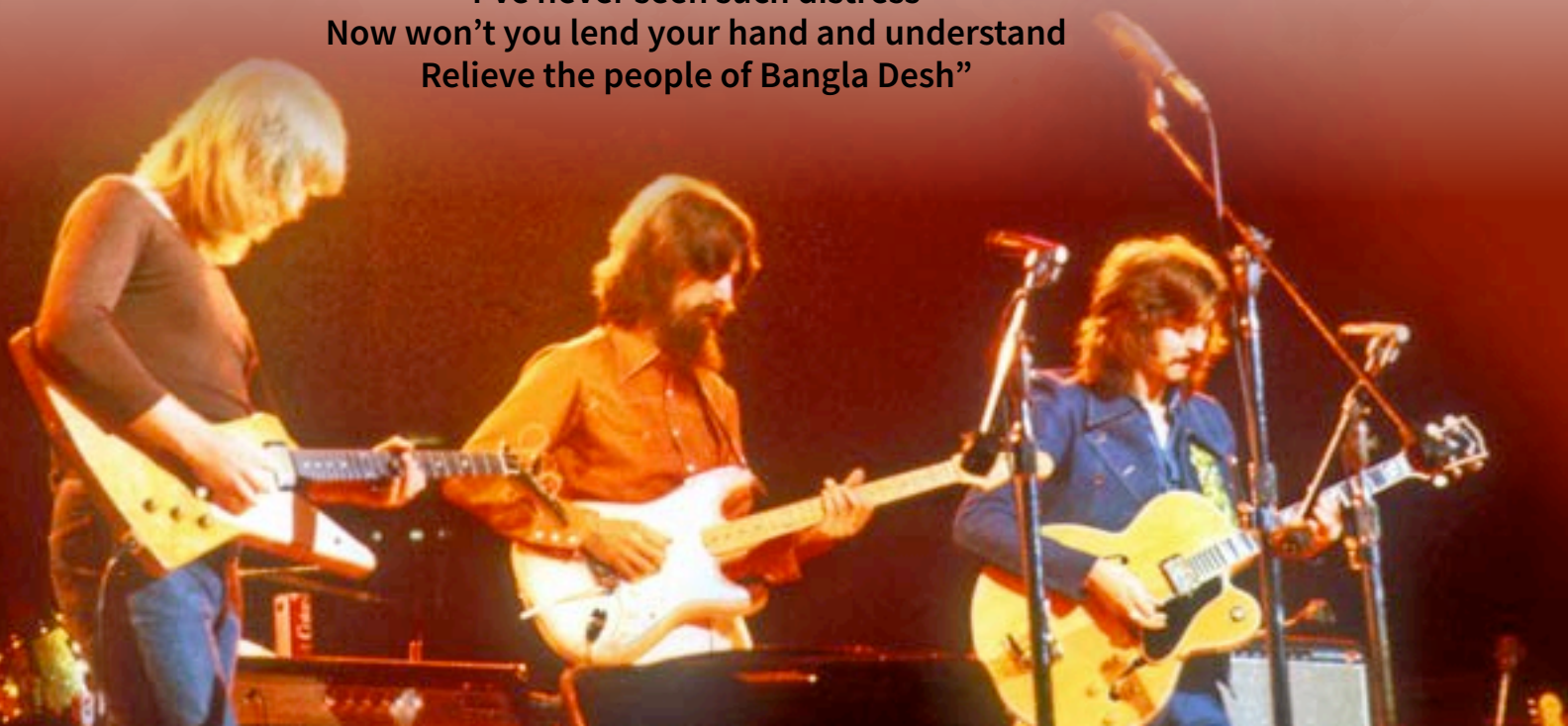
The Concert for Bangladesh: It was a pair of benefit concerts organised by former Beatles guitarist George Harrison and Indian sitar

player Ravi Shankar held at 2:30 and 8:00 pm on Sunday, 1 August 1971, at Madison Square Garden in New York City, to raise international awareness of, and fund relief for refugees from East Pakistan, following the Bangladesh Liberation War-related genocide. The event was the first-ever benefit of such a magnitude and featured a supergroup of performers that included Harrison, fellow ex-Beatle Ringo Star, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell and the band Badfinger. In addition, Shankar and Ali Akbar Khan – both of whom had ancestral roots in Bangladesh – performed an opening set of Indian classical music. The Concert for Bangladesh is recognised as a highly successful and influential humanitarian aid project, generating both awareness and considerable funds. Actually, in one day, the whole world knew the name of Bangladesh.

On the eve of the Golden Jubilee of our liberation we express our heartiest respect and gratitude to the valiant heroes who fought with their voice and pen.

Source : Online news portals.

**“Bangla Desh, Bangla Desh  
Where so many people are dying fast  
And it sure looks like a mess  
I’ve never seen such distress  
Now won’t you lend your hand and understand  
Relieve the people of Bangla Desh”**







## Oath in Golden Jubilee of Liberation

**Fabiha Bintey Sarif**

Class-XII, Section-A, Roll-240



It's 2021. As we all know, we achieved our independence in 1971, this year is our golden jubilee. The golden jubilee refers to the 50th anniversary year of the liberation from Pakistan. We called it in Bangali "Suborna Joyanti". In these golden moments we achieved so many things. We are becoming a developing country within 2026. Our country's development is rising day by day. This is what our father of nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman wanted. He has always wanted to make our country a developed one. He wanted to make it a role-model country for the whole world. It's true that we are developing day by day. But even after all these years we can't overcome some of our social crisis which are the obstacles to our development. Drug addiction, early marriage, eve-teasing, corruption, population problem, illiteracy are the main social crises.

If we want to make our country peaceful and developed which Bangabandhu has always dreamed of, we have to take responsibility. We, young generations are the future of this nation. So, it's our responsibility to eradicate these crises. If we, the students stood up against these problems and take some initiative, we would be able to minimize those problems. On the eve of the Golden Jubilee of Liberation, we should take some oaths-

\* We will not take drugs and will stand against it, because taking drugs is the main problem of the young generation. It's spreading quickly. If we are aware of drugs, we can save us.

\* Early marriage is a common problem in our country. We have to act against it. If we can make people aware and tell them about the bad effect of early marriage, it will be in control.

\* Eve-teasing is a problem for which girls suffer a lot. To avoid this malpractice, boys should be motivated not to tease girls and show respect to them.

\* Illiteracy is another social problem which hinder our development. First, we have to study hard. Then we have to make people aware of the importance of education. We can also start education for aged people.

\* Corruption is dishonest behaviour by abusing power and scope. As a student, we have to take an oath that we will be honest and will not be involved in corruptions. We will also stand against it.

So, these are the responsibilities and oaths for us. If we, the young generation do these things properly, we will be able to make our country a developed one and then our country will be the role model for the world. We will be able to fulfill Bangabandhu's dream to build up 'Sonar Bangla.'





# শিক্ষকবৃন্দের মনন থেকে

“আমলা নয়, মানুষ তৈরি করুন”  
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান







## করোনাকালীন সিপিএসসিএম

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান  
উপাধ্যক্ষ (কলেজ)

বৈশ্বিক দুর্যোগকালেও যথানিয়মে বহমান রয়েছে সময়। আর সময়ের অধীন আমরা সবাই। তাই যত দুর্যোগই আসুক না কেন সময়কে আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামিনের সেরা সৃষ্টি মানুষ। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার সামর্থ্যও তিনি মানুষকে দান করেছেন।



পৃথিবীর এই ঘোর অসুখের দিনে COVID-19 আক্রান্ত বন্ধ্যাসময়ের এই কঠিন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের কোটি কোটি ঘণ্টা কী আমরা এমনিতেই নষ্ট হতে দেব? দেওয়া উচিত কী?

প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শ্রেণিপাঠদান ব্যহত হলেও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সেনাবাহিনীর শিক্ষা পরিদপ্তর এর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালনাপর্যদ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের সাগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিকল্প উপায়ে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জুম অ্যাপস ভার্চুয়াল ক্লাসের পাঠদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কেবল পাঠদান নয়, অব্যাহত রয়েছে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কার্যাবলী। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে দূরে থাকলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি কখনো। শিক্ষকবৃন্দ কেবল অনলাইনে পাঠই দিচ্ছেন না, পাঠের গুরুত্রে বা শেষে COVID-19 ঠেকাতে নির্দেশনাও দিয়েছেন।

বিশ্বব্যাপী মহামারির এ তীব্র সংকটকালে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে-নৈরাশ্যবাদীদের এমন মতকে

আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অবদানে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিচিত্র কর্মপদ্ধতি ও কলাকৌশলের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষার্থীমাত্রই সময়ের সাথে অভিযোজনে সমর্থ। বৈশ্বিক এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে জোড়-কদমে এগিয়ে চলতে সিপিএসসিএম শিক্ষাপরিবারের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়ুক্তিক সহায়তা তথা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা যখন আমাদের গৃহবন্দি করে দিয়েছে, তখন প্রযুক্তির জানালা খুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি নিভৃত গ্রামে থেকেও আজ উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করছে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সমন্বয়যোগী উদ্ভাবনসমূহকে স্বাগত জানানোর ইতিবাচক মনোভঙ্গি অর্জন সকলের জন্য অপরিহার্য। অদূর ভবিষ্যতেই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায়ুক্তিক উদ্ভাবন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাদের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে তারা নেই প্রতিষ্ঠানে, সবাই যার যার বাড়িতে অবস্থান করছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের জন্য শিক্ষক হিসেবে আমাদের কী করণীয়, প্রতিষ্ঠানের কী করণীয় তা নিয়ে ভাবা এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব শুধু শ্রেণিকক্ষে ক্লাস পরিচালনা করা আর খাতা দেখাই নয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা। সিপিএসসিএম শিক্ষাপরিবার সকল স্থবিরতার বিরুদ্ধে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাবার সকল আয়োজনে অবস্থান দৃঢ় রাখতে বদ্ধপরিকর।

সিপিএসসিএম কর্তৃক COVID-19 পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

**১। কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও দায়িত্ব বণ্টন:** COVID-19 পরিস্থিতিতে প্রতিটি শিক্ষাকার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কমিটি গঠন এবং দায়িত্ব বণ্টন। সংশ্লিষ্ট



কমিটির শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই কাজগুলো সম্পাদন করেন।

**২। ভার্চুয়াল পাঠদান:** সেনা পরিদপ্তরের সুপরিকল্পিত দিকনির্দেশনায় রুটিন অনুসরণ করে অনলাইন জুম অ্যাপ-এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল পাঠদান চলমান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় যদিও শিক্ষার্থীরা শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে পারছে না, কিন্তু শ্রেণিপাঠদানের অন্য সব সুবিধা তারা ভোগ করছে। অনেকটা শ্রেণিকক্ষে ক্লাস নেওয়ার মতোই, বরং আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে, যেগুলো সরাসরি ক্লাসে থাকে না। এই প্ল্যাটফর্মে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সবাই সবাইকে দেখছেন, শুনছেন, প্রশ্ন করছেন এবং উত্তর দিতে পারছেন। প্রয়োজনে চ্যাট বক্সে যেকোনো কमेंট, সাজেশন ও প্রশ্ন লিখে রাখতে পারেন। সব আলোচনা-পর্যালোচনা, কमेंট ইত্যাদি অটোমেটিক্যালি রেকর্ড এবং ভিডিও করার ব্যবস্থা আছে। উল্লেখ্য এই ব্যবস্থায় বাড়ির কাজ দেওয়া ও আদায়, শ্রেণি-অভীক্ষা গ্রহণ, প্রতিদিনের উপস্থিতি রেকর্ড, শিক্ষার্থীদের কুশলাদি খোঁজ নেয়া ইত্যাদি করা হচ্ছে, যা স্বাভাবিক শ্রেণিকক্ষে করা হয়।

**৩। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম:** শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বিশেষ করে রুদ্ধদ্বার দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা যেন হাঁপিয়ে না ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনলাইন পাঠদানের পাশাপাশি অনলাইনে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিতেও উদযাপন করা হয়েছে সকল জাতীয় দিবস সমূহ। অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ। উদযাপন করা হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। প্রতিটি উৎসবেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনলাইনে আন্তঃহাউজ বাংলা ও ইংরেজি বিতর্ক এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থার এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সিপিএসসিএম এর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

**৪। যোগাযোগ ও অবিচ্ছিন্নতা:** প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার্থীদের নিবিড় যোগাযোগের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি শ্রেণির সকল শাখার শ্রেণিশিক্ষকের সাথে রয়েছে অনলাইন মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এর ফলে প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের রয়েছে

সার্বক্ষণিক যোগাযোগ। দিনে বা রাতে যে কোনো সময় শিক্ষার্থীরা মেসেঞ্জার/হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে যে কোনো প্রয়োজনে শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। এই গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ সার্বক্ষণিক খোঁজ রাখতে পারছেন এবং যে কোনো নির্দেশনা পৌঁছে দিতে পারছেন। কেবল শিক্ষক-শিক্ষার্থী নয় মেসেঞ্জার গ্রুপ রয়েছে শিক্ষকবৃন্দের এবং শিক্ষকবৃন্দের সাথে প্রশাসনের। এর ফলে যে কোনো জরুরি সিদ্ধান্ত ও মতামত মেসেঞ্জার গ্রুপের মাধ্যমে মুহূর্তে শিক্ষকবৃন্দের মাঝে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং যে কোনো বিষয়ে তাঁদের মতামত জানাও সহজ হচ্ছে।

**৫। অভিভাবক সমাবেশ:** শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে অভিভাবকদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণে অনলাইনে জুম অ্যাপস-এর মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে সমাবেশের ব্যবস্থা নিয়মিত চলমান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে অভিভাবকদের সমাবেশ এবং প্রত্যেক শ্রেণির শাখাভিত্তিক শ্রেণিশিক্ষকের সাথে অভিভাবকদের সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবক শিক্ষার্থী-শিক্ষক এই ত্রি-পক্ষের মেলবন্ধনে সিপিএসসিএম তার সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

**৬। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমাবেশ ও ওরিয়েন্টেশন:** শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ এছাড়াও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রেণি শিক্ষকের নিয়মিত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

**৭। শিক্ষক সমাবেশ:** সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন শাখা প্রধানদের সাথে শিক্ষকবৃন্দের সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ ও জরুরি নির্দেশনা বা পরামর্শের প্রয়োজনে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শিক্ষকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

**৮। শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** অনলাইনে পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দের অধীত জ্ঞানকে শানিত করতে এবং প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবনকে করায়ত্ত করতে সহায়তা দেওয়ার জন্য অনলাইন জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ের মাস্টার ট্রেনার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।



৯। **ভর্তি কার্যক্রম:** COVID-19 পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে ১১শ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং অনলাইনে ভার্সুয়ালি শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশনও সম্পন্ন হয়। এছাড়াও স্কুল শাখার বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

১০। **Google Forms Apps ব্যবহার করে Online Awareness Test** এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন: অনলাইন পাঠদানের জুম ক্লাসে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিমাসে ‘অনলাইন অ্যাওয়ারেনেস টেস্ট’ গ্রহণ চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকগণ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন।

১১। **স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রাখা:** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক যাবতীয় কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় সপ্তাহের পাঁচ কর্মদিবসে পূর্ণকালীন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দপ্তর খোলা রয়েছে।

১২। **২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপ:** ২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৩। **মানবিক সহায়তা:** মহামারি করোনার ছোবলে দেশবাসী বিপর্যস্ত। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এসময় মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। গত ২০২০ সালে সিপিএসসিএম পরিবারের শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের বেতনের একটি অংশ মানবিক সাহায্য হিসেবে প্রদান করে। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় সকলকে সচেতন হতে হবে এবং জীবনযাপনে ও চলাফেরায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। “নিজে সুস্থ থাকি, অন্যকেও সুস্থ রাখি” - সিপিএসসিএম এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী।

১৪। **মানসিক স্বাস্থ্যসেবা:** COVID-19 মহামারিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত কাউন্সিলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট কর্তৃক বিভিন্ন অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারের বাইরেও প্রতিষ্ঠানের সাইকোলজিস্ট এর কাছ থেকে যে কোনো সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ প্রয়োজনীয় মানসিক ও অন্য কোনো সমস্যার সহজ সমাধানসহ মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছে।

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোনো সহায়তা দেবার জন্য সদা প্রস্তুত। এই দুর্যোগ কাটিয়ে আবারো এ শিক্ষাঙ্গন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পদভারে আনন্দময় ও মুখরিত হয়ে উঠেছে। মহান আল্লাহর কাছে আমরা সকলেই দোয়া করি যেন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা জয়ী হই এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি।







## ড্যাকসিন-২০২১

নাহিদ আরা  
সহকারী অধ্যাপক



মুখ্যিগা

ছোটবেলায় কবে vaccine দিয়েছিলাম মনে নেই কিন্তু তার প্রমাণ বা উপস্থিতি আমার বাম হাতের উপরের অংশে একটা ছোট স্ফীত অংশ ও আরেকটা চাকতির মতো অংশ রয়ে গেছে। এই অংশ দুইটায় যখনই চেখে পড়ে তখনই ছোটবেলার স্কুলের কথা মনে পড়ে। যখন স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলাম তখন হঠাৎ হঠাৎ টিকা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা আসতো। টিকা দেওয়ার পূর্বে সূঁচটা আগুনে পুড়িয়ে নিতো এবং যে অংশে দিবে সেখানে ঐ সূঁচ দিয়ে ৩/৪টা খোঁচা দিতো। আমরা মেয়েরা কেউই এই কাজে সহজে রাজি হতাম না। নানান অজুহাত ধরতাম যেমন- আমার জ্বর, আমার পেটের অসুখ ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ বাথরুমে অবস্থান নিতো। যদি কখনো নোটিশ হতো যে আগামীকাল টিকা দিতে স্কুলে স্বাস্থ্যকর্মীরা আসবেন, তাহলে ঐ দিন উপস্থিতির হার আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যেতো। স্কুল জীবনে টিকা দেওয়ার চিত্রটা এই রকমই ছিলো।

COVID-19 vaccine প্রসঙ্গে আসি, আমি শুরু থেকেই মানসিকভাবে তেমনটা আগ্রহী ছিলাম না vaccine নেয়ার বিষয়ে। আমার মনে হতো, আমি কখনই COVID-19 এ আক্রান্ত হবো না। বাকি-আল্লাহ ভরসা। এর মধ্যে আমার সহকর্মীরা, পরিচিতজনেরা মোবাইলে জিজ্ঞেস করা শুরু করলো আমি vaccine নিবো কী না? আমি দোমনা উত্তর দেই। দেখি কী হয়-এই টাইপের।

ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে শারীরিক সমস্যার জন্য চিকিৎসকের কাছে যাই। চিকিৎসকের চেম্বারের দৃশ্যটা ছিল এমন-মাঝখানে কাঁচের দেয়াল, কাঁচের দেয়ালের একপাশে চিকিৎসক এবং অন্যপাশে আমি। মুখের সামনে মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোনে চিকিৎসক আমাকে আমার

সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি মাইক্রোফোনে আমার সমস্যা বললাম। এক পর্যায়ে চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন, আমি vaccine দিয়েছি কিনা? আমার না বোধক উত্তর শুনে তিনি তখন ৩-৪ মিনিট vaccine এর ভালো দিকগুলো নিয়ে কথা বলেন। শেষে যে কথাটা বললেন, সেটা হচ্ছে যতদিন আমরা সচেতন না হবো, vaccine না নিবো ততদিন মাঝখানে কাঁচের দেয়াল রেখে কথা বলতে হবে, মুখোমুখি কথা বলতে পারবো না।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার। সকাল ৮টার দিকে আমার ভাগনি আমার মোবাইল সেট এবং NID নেয় vaccine প্রদানের Registration এর জন্য। আমার ভাগনি ম.মে.ক.হা. এর একজন চিকিৎসক। আমি মনে মনে ভাবি, Registration হোক date পড়ুক পরে দিবো। এর মধ্যে নয়টার দিকে সে ফোন দিয়ে বলে, এক্ষুনি চলে আসো। vaccine দিয়ে যাও। ৯.৫০ মিনিটে আমার ক্লাস। কী করি? তড়িঘড়ি করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়ামের সামনে গিয়ে দেখি উৎসবমুখর পরিবেশ। সাজ-সাজ রব। মনে হলো, একটা আনন্দ উৎসবে যোগ দিচ্ছি। আমার মনের ভয় ও দ্বিধা নিমিষেই উধাও। ৯.১৯ মিনিটে vaccine দিয়ে ১০ মিনিট observation room এ অবস্থান করি। এই সময়ের মধ্যে উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে vaccine নেয়ার বিষয়টি অবহিত করি।

আজ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, আল্লাহর রহমতে সবার দোয়ায় ভালো আছি। কোনো উপসর্গ, কোনো খারাপ লাগা নেই। আমি সুরক্ষিত। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কী সুরক্ষিত?





## একজন আতা স্যার

ফাতেমা খাতুন  
সিনিয়র শিক্ষক

“প্রকৃতি মানুষের নীরব শিক্ষক  
প্রকৃতি মানুষের নিঃস্বার্থ বন্ধু”

এই শিরোনামে ভাবসম্প্রসারণ লিখে আনতে বাড়ির কাজ দিলেন আতা স্যার। ৭ম শ্রেণির সিলেবাসে এই শিরোনামে কোন ভাবসম্প্রসারণ নেই। তবে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত আতা স্যারের ক্লাসে অভ্যস্ত শিক্ষার্থীরা জানে প্রতিমাসে এমন সিলেবাস বহির্ভূত ভাবসম্প্রসারণ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক বাড়ির কাজ। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থীরা লিখে আনতে চাইতো না। আর এখন রীতিমতো প্রতিযোগিতা। কে কতো চমৎকারভাবে লিখে স্যারের কাছ থেকে পুরস্কার নিবে।

কুশরিয়া হাই স্কুলের গণিত বিষয়ের শিক্ষক মোঃ আতাউর রহমান মানিক। সুদীর্ঘ ২২ বছরের কর্মজীবনে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার চাদরে ডাকনাম মানিক ঢাকা পরে গেছে কবে তা কেউ বলতে পারে না। কুশরিয়া ইউনিয়নের এমন লোক খুব কমই আছে যারা আতা স্যারকে চেনেন না। বিনয়ী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, কাজ পাগল এই মানুষটির সাথে থাকলে তবেই বোঝা যায় প্রাণশক্তি কাকে বলে। দিলখোলা হাসি দিয়েই যেন সব সমস্যাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন সর্বদা সত্য-সুন্দর পথে চললে জীবন কখনো জটিল হতে পারে না। প্রায় বাইশ বছর আগের একটি দিনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না আতা স্যার। দ্বিতীয় পিরিয়ডে ৯ম শ্রেণিতে ক্লাস নেওয়া প্রায় শেষ। এমন সময় পিয়ন এসে জানালো হেড স্যারের জরুরি তলব।

- এক্ষুণি হেড স্যারের রুমে যান। এলাকার চেয়ারম্যান সাব আইছে।

এলাকার চেয়ারম্যান খন্দকার মিনহাজ তালুকদারের ছেলে মিরাজ ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। এই ছেলের কাছ থেকে গণিত বিষয়ের বাড়ির কাজ আদায় করা তার জন্য অনেক কষ্টকর একটি ব্যাপার। অবশ্য এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কঠিন কঠোর শাসন বলতে যা বুঝায় তা তিনি করেননি। চেয়ারম্যান



সাহেব তবে হঠাৎ স্কুলে কেন? একথা ভাবতে ভাবতে আতা স্যার হেড স্যারের রুমে প্রবেশ করলেন।

-আসসালামু আলাইকুম।

-ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনিই তাহলে আতাউর রহমান স্যার?

-জি

-আসলে মাস্টার সাব আমার ছেলেটার পড়াশোনায় মনোযোগ একটু কম, আর অংকের মাথাও তেমন ভালো না। তো ছেলের মুখে শুনলাম আপনি নাকি অংক ক্লাসে বাংলা পড়ান। খালি বাংলা না, আপনি নাকি অংক করানো বাদ দিয়ে ক্লাসে অনেক গল্প করেন?

এতগুলো কথা একবারে শুনে ঠিক কীভাবে গুছিয়ে কিংবা বুঝিয়ে কথা শুরু করবেন তা ভাবতে ভাবতে আতা স্যার একটু চুপ হয়ে রইলেন।

-আপনার স্কুলের মাস্টাররা কোন ক্লাসে কী পড়াচ্ছে, কেমন পড়াচ্ছে এগুলো কি আপনি তদারকি করেন না? প্রধান শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে চেয়ারম্যান সাহেবের এমন কথা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না আতা স্যার।

-আসলে স্যার আমাকে যদি একটু সুযোগ দেন আর বেয়াদবি মনে না করেন তবে দুটো কথা বলতাম-

-বলেন, আপনার এমন উদ্ভট কাজের কারণ শোনার জন্যই তো আসলাম। বলেন, কী বলবেন?

আতা স্যার চেয়ারম্যান সাহেব আর হেড স্যারের মুখের দিকে একটু সময় তাকালেন। এরপর জানালা দিয়ে স্কুলের বারান্দার পাশে লাগানো কলম দেওয়া মাঝারি আকৃতির কতগুলো আমগাছ দেখিয়ে বললেন- স্যার, ঐ যে দেখতে



পাচ্ছেন আম গাছগুলো, অল্প সময়ে যেন অধিক ফল দেয় এজন্য তাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করা হয়েছে। এই গাছগুলো ৫-৬ বছর প্রচুর ফল দেবে আমাদের। এরপর এর ফলন কমে যাবে আর সামান্য বাড়-বৃষ্টিতে গাছগুলো ভেঙ্গে পরবে। কিন্তু ঐ যে বড় কাঁঠাল গাছটা দেখতে পাচ্ছেন তা প্রাকৃতিকভাবে একা একা বড় হয়েছে। ফল দিতে একটু দেরি হবে হয়তো কিন্তু দীর্ঘদিন ফল দেবে। আবার ২০-২৫ বছর পর যখন গাছটি আর ফল দিবে না তখন গাছটি ক্লান্ত পথিককে ছায়া দেবে। যখন ছায়া দেবার সামর্থ্য তার থাকবে না তখন এর কাঠ দিয়ে দামী আসবাব বানানো যাবে। ঠিক তেমনি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস আর মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাস করাতে পারবো। তারপর তারা টাকা উপার্জনের যান্ত্রিক মেশিনে পরিণত হবে। তারপর একসময় ঐ কলম দেওয়া আমগাছটির মতো একদিন মুখ খুবড়ে পরে যাবে।

আতা স্যারের কথা শেষ হতে না হতেই এক ব্যক্তি হেডস্যারের রুমে প্রবেশ করার অনুমতি চেয়ে জানালেন তিনিও আতা স্যারের সাথে দেখা করতে চান। হেডস্যার মনে মনে প্রমাদ গুনলেন- আবার কোন অভিযোগ!

-আমিই আতাউর স্যার।

এরপর লোকটি জানালেন যে, তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আরিফের বাবা। স্যার, আপনার কথা ছেলের মুখে অনেক শুন। স্যার, আপনি নাকি ক্লাসে গল্পে গল্পে বলেছেন- মশা সৃষ্টিকর্তার অতি ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টি। আমরা যখন আমাদের চারপাশের পরিবেশ নোংরা ও দূষিত করি তখন বন্ধ-নোংরা পানিতে এই মশার জন্ম হয়। ডেঙ্গুর মতো ভয়ানক জ্বর এই ডেঙ্গু মশার কামড়েই হয়। আর আমরা যদি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি তবে এই মশার ভয় আর থাকবে না। আর অন্যদিকে মানুষ হলো সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রত্যেক মানুষের মাঝেই রয়েছে কোন না কোন গুণ। ক্লাসে তিন বিষয়ে ফেল করা ছাত্রের মাঝেও কোন না কোন গুণাবলী নিশ্চয়ই রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে সেই সেরা। তাই আমাদের সেই গুণটিকে খুঁজে বের করতে হবে। জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সেই গুণের বিকাশ ঘটাতে হবে। আর আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গিয়ে কোনো একক বিষয়ে অনুশীলন করে প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই কোনো পরীক্ষায় ফেল করা একজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

-স্যার, এরপর থেকে পড়ায় অমনোযোগী ছেলেটা আমার নিয়মিত পড়তে বসছে। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানানো স্যার।

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে আরিফের বাবা আবেগাপ্ত হয়ে গেলেন। তখন আতা স্যার বললেন-না, না ঠিক আছে। এগুলো আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকেই করি। আর এজন্য সপ্তাহের একদিন একটা ক্লাসে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে বাচ্চাদের গল্পের ছলে জীবনবোধ, আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, করণীয়-বর্জনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। কষ্ট করে স্কুলে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এরপর আতা স্যার হেডস্যারের অনুমতি নিয়ে ক্লাসে চলে গেলেন। পরিবেশ হালকা ও স্বাভাবিক করার জন্য হেড স্যার চেয়ারম্যান সাহেবকে বললেন- বোঝেনই তো মাত্র পড়াশুনা শেষ করে চাকুরিতে যোগদান করেছে। বাচ্চাদের নতুন কিছু শেখানোর ঝোঁকটা একটু অন্য রকম। আপনি এ নিয়ে টেনশন করবেন না। আমি বিষয়টা দেখছি।

এইতো কিছুদিন আগেই স্যার-ম্যাডামদের সহযোগিতা নিয়ে স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ এর আয়োজন করলেন আতা স্যার। সেখানে আতা স্যার অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বললেন- “আদর্শ মানুষ হতে হলে মানবিক গুণের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য সৃজনশীল কাজে যেমন: ছড়া-কবিতা, নাচ-গান, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক, কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। সৃজনশীল কাজে আত্মবিশ্বাস অর্জন আর অধ্যবসায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা ভালো ছাত্র যেমন চাই, তেমনই ভালো মানুষও চাই।”

আতা স্যার তার চমৎকার উপস্থাপনা দিয়ে কথা বলে চলেছেন। কিন্তু কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে, তিনি গল্প করছেন! কী সহজ-সরল আর প্রাণ ছোঁয়া উপস্থাপনা!

গল্প সবাই বলতে পারে না। সবার গল্প আবার সবাই শুনতেও চায় না। গল্প বলার ছলে ভালো কিছু শেখা হলে ক্ষতি কী?

আতা স্যার গল্প বলে চলেছেন- জীবনের গল্প, মানুষ গড়ার গল্প।

মোঃ আতাউর রহমান মানিক,

সবার প্রিয় আতা স্যার!





## মনের যত কথা

এম. এন. তামান্না

কাউন্সেলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট

**ঘটনা ১:** একজন শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন ক্লাসে তেমন একটা আসে না বা আসলেও ক্লাসে অমনোযোগী। শ্রেণিশিক্ষক তাকে আমার কাছে পাঠালেন। খুব শীঘ্রই তার এইচ.এস.সি. পরীক্ষা। আমার কাছে আসার পর তাকে অনেকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং ক্লান্ত মনে হলো। তার সাথে কথাবার্তা শুরু হওয়ার পরে আস্তে আস্তে সে তার সমস্যার কথা বলা শুরু করে। অল্প কিছুক্ষণ পর সে নিজে থেকেই তার সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলতে লাগল। মনে হচ্ছিলো সে অনেকদিন ধরে এই কথাগুলো নিজের মধ্যে জমিয়ে রেখেছিলো কিন্তু কাউকে বলতে পারছিলো না। নির্ধারিত সেশন শেষ হওয়ার পর তাকে পরবর্তী সেশনের তারিখ এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হল। সে পরবর্তী সেশনে নির্ধারিত সময়েই এসে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় সেশনে প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে কেমন আছে? তার উত্তর ছিলো, “ম্যাডাম, গতদিন আপনার সাথে আমার সমস্যাগুলো শেয়ার করার পর থেকে আমার নিজেকে খুব হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে, আমার সমস্যাটা অনেকটাই সমাধান হয়ে গেছে।” তার চেহারাতেও সেই রকমটাই প্রতিফলিত হচ্ছিলো। গতদিনের চেয়ে ফ্রেশ এবং উৎফুল্ল মনে হচ্ছিলো।

**ঘটনা ২:** একজন এইচএসসি. পরীক্ষার্থীকে তার শ্রেণিশিক্ষক আমার কাছে পাঠালেন, কারণ বেশ কিছুদিন ধরে সে লেখাপড়ায় বেশ অমনোযোগী। তার বিগত পরীক্ষার রেজাল্টগুলো যথেষ্ট ভালো, কিন্তু তার বর্তমান পারফরমেন্স আশানুরূপ নয়। তার সাথে প্রথম সেশন নেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় সেশনের সময় জানিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সেশনের একদিন আগে শ্রেণিশিক্ষকের সাথে আমার দেখা হয়। স্যার বললেন, “ম্যাডাম, আমার ছাত্র আবার আগের মতোই লেখাপড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস হয়ে উঠেছে।”

একজন সাইকোলজিস্ট হিসেবে আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু করিনি, শুধু মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা ছাড়া। এইখানে শুধু প্রথম সেশনে কথা বলা হয়েছে। এই সেশনে কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো থেরাপিতে যাওয়া হয়নি। তাদের মনের জমানো কথাগুলো কেবল শোনা হয়েছে। এই যে ব্যক্তি নির্দিধায় তার মনের কথাগুলো স্বাধীনভাবে বলতে পারছে সাইকোলজির ভাষায় এটাকে বলা হয় ‘ইমোশনাল ভেন্টিলেশন’। এই ইমোশনাল ভেন্টিলেশন সাইকোলজিক্যাল সেশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ।



আপনি কীভাবে আপনার অনুভূতিগুলো অনুভব করছেন এবং প্রকাশ করছেন, তা আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয়ে থাকে, Emotional ventilation is the backbone of a healthy body, mind and spirit.

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই আমরা বিভিন্ন ধরনের আবেগ অনুভব করি। সব আবেগ প্রকাশ করতে পারি না। ফলে সেই না বলা আবেগ বা কথা বা চিন্তা আমাদের মাঝে জমতে থাকে। আমরা সবাই এখন অনেক ব্যস্ত থাকি। একটা কাজ শেষ হওয়ার পর আরেকটা কাজ, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা, অনেক সময় আবার একসাথে ২/৩ টা কাজ করছি। ব্যস্ত থাকাটা খারাপ না। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য অনেক সময় আমরা নিজেকেই সময় দিতে পারছি না। অথবা নিজের কাছের মানুষগুলোকে সময় দিতে পারছি না। নিজের কথাগুলো কাউকে বলার বা অন্য কারো কথা শোনার মতো সময় সুযোগে থাকছে না। ফলে আমাদের অনেক কথাই আমাদের নিজেদের মধ্যে চাপা থাকছে এবং আস্তে আস্তে তা সমস্যার রূপ নিচ্ছে।

আবার অনেক সময় যখন কেউ তার সমস্যার কথা বলছে তখন “আরে! এইটা কোনো সমস্যাই না” অথবা “দুইদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।” অথবা “তোমার দেখি শুধু সমস্যা আর সমস্যা” অথবা “আমার অত কথা শোনার সময় নেই, যা বলার দ্রুত বলো” অথবা “তুমি এমনটা করেছে বলেই তোমার সাথে এমনটা হয়েছে মানে তুমিই

দায়ী।” -ইত্যাদি মন্তব্য করে ফেলি। অথবা দেখা যায় ব্যক্তির সমস্যার কথা সম্পূর্ণ না শুনেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বা সমাধান জানিয়ে দেই। এসব কারণে ব্যক্তির মনের কথাগুলো অপ্রকাশিতই থেকে যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি তার মনের কথাগুলো আর প্রকাশ করতে পারে না বা প্রকাশ করতে চায় না। তখন তার এই কথাগুলো জমতে থাকে। এভাবে জমতে জমতে এক সময় তা বিস্ফোরিত হয় বিভিন্ন আচরণগত সমস্যার মাধ্যমে বা মানসিক সমস্যার মাধ্যমে।

তাই মনের কথাগুলো কারো সাথে শেয়ার করলে ভালো হয়। হতে পারে সেটা মা-বাবা, ভাই-বোন, কাছের কোনো আত্মীয় বা কোনো বন্ধুর সাথে। আর কেউ যখন তার সমস্যার কথা বলে তখন তার সম্পূর্ণ কথা না শুনেই কোনো মন্তব্য করা উচিত না অথবা তার উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত না। সাইকোলজিক্যাল সেশনগুলোতে সেশনের গুরুত্ব দিকে ক্লায়েন্টকে ভেন্টিলেট হওয়ার সুযোগে দেওয়া হয়। এতে করে তার স্বস্তিবোধ হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি তার সমস্যা সম্পর্কে আরো সুনিশ্চিত হয় এবং তা সমাধানের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অনেকের মাঝে এমন ধারণা থাকে যে, সাইকোলজিস্ট কোনো কাজ করে না। শুধু বসে বসে কথা শুনে। আসলেই কিন্তু সাইকোলজিস্ট বসে বসে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে। আর এটাকে বলা হয় ক্লায়েন্টকে ভেন্টিলেট হতে দেওয়া যা সাইকোলজিক্যাল সেশনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ।







## স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমাদের অঙ্গীকার

সাগরিকা সরকার অরুনা  
মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট

বাংলাদেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খাত সাধারণত দুটি উপশাখায় বিভক্ত, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা শিক্ষা। সুস্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম প্রধান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ লাভ সবার মৌলিক অধিকার। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ এ লক্ষ্যে এখনও পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা, এই সময়ে তারা টিন এজে অবস্থান করে বিধায় তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। দ্রুত পরিবর্তনশীল শারীরিক ও মানসিক গঠনের সাথে সাথে তারা অতিক্রম করতে থাকে বয়ঃসন্ধিকাল। তাই তাদের চিন্তা-চেতনায় এ সময় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একেক জন একেক রকম আচরণ করে থাকে। অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অবাধ্য হবার প্রবণতা। শুনতে চায় না উপদেশ এবং মানতে চায় না আদেশ-নির্দেশ। গুরু করে বেপরোয়া দুরন্তপনা, দেখায় ভয়াবহ দুঃসাহস। নিজে যা ভালো মনে করে, তাই সঠিক বলে ধরে নেয় এবং তাই করার চেষ্টা করে। বাধাভাঙা গতিতে ধাবিত হতে থাকে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি। সামান্য প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানে হয়ে যায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, প্রকাশ করে অস্বাভাবিক রাগ-অভিমান। সামান্যতেই বোধ করে অপমান, হুটহাট করে ফেলে আত্মহণনের মত জঘন্য কাজ। লেখাপড়ায় হয়ে ওঠে অমনোযোগী। পাল্টে যায় চলন-বলন ও সাজ পোশাকের ধরন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কেউ হয়ে ওঠে অতিরিক্ত আগ্রহী, কেউবা লুকিয়ে যায় নিজের ভিতর। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এ সকল বিষয়ের প্রতি যত্নশীল না হলে তারা হয়ে যেতে পারে বিষণ্ণ, জড়িয়ে যেতে পারে অপকর্মে, বিপদে হারাতে পারে মনোযোগ, ছিটকে যেতে পারে লেখাপড়া



থেকে। তাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে শিক্ষক ও অভিভাবকের হতে হয় অত্যন্ত যত্নশীল।

শিক্ষার্থীর শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। আসলে সুস্থতা বলতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উভয়কেই বোঝায়। শিক্ষক ও অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কিছু করণীয় নির্ধারিত থাকা আবশ্যিক। যেমন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত ইন হাউস ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এফেট্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে। শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে রয়েছেন একজন কাউন্সিলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে রয়েছেন একজন মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট। প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল ইমার্জেন্সি রুমে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে। সিপিএসসিএম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় বদ্ধপরিকর।



# অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের কনম থেকে



## আমার স্মৃতিতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাঈ

লায়লা হোসনে আরা  
সিনিয়র শিক্ষক (অবঃ)

ক্যান্টনমেন্টে চাকরি করবো, বা চাকরি হবে- এমনটি কখনো ভাবিনি। কারণ এ স্কুলটা প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন স্কুলে সাক্ষাৎকার দেয়া বা স্বল্পকালীন চাকরি করছিলাম। তারমধ্যে ছিল পুলিশ লাইন স্কুল, মুকুল নিকেতন, নতুনকুড়ি। তবে স্কুলে কাজ করবো এটাই সিদ্ধান্ত ছিল। ভাল ও প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সহজে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে চায় না, তাও আবার বিষয়- বাংলা। একেবারেই সস্তা বিষয়।

যাহোক, তখন ঢাকায় ছিলাম কোন একটা চাকরির সাক্ষাৎকারের ডাক পেয়ে। দুপুর ১২টা বাজে। আমার হাজব্যান্ড দৈনিক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে হঠাৎ ডাকাডাকি শুরু করলেন। বললেন, সব গোছাও, এখনই ময়মনসিংহে যাব। বললাম, কি ব্যাপার হঠাৎ এত তাড়া? উনি বললেন, আরে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে দরখাস্ত

করার শেষদিন আজই। আমি বললাম, তাতে কি হলো? উনি বললেন, আরে এটাই তোমার জন্যে শেষ সুযোগ। যাহোক, যেহেতু চাকরির সুবাদে ঢাকা যাওয়া, কাগজপত্র সাথেই ছিল। একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে ময়মনসিংহের পথে বাসে উঠলাম। ময়মনসিংহে এসে যখন নামলাম, তখন বেলা ৪টা বাজে। ক্যান্টনমেন্টে খোঁজ নিতে গেলাম, গিয়ে শুনি সময় শেষ। সব দরখাস্ত চলে গেছে। আশাহত হয়ে ফিরে আসছিলাম। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবো, সে মুহূর্তে একজন আর্মি ভাইয়ের সাথে দেখা। জিজ্ঞাসাবাদ করে উনি বললেন, আপনার দরখাস্তটা দিন। ৫টা পর্যন্ত আমি আছি। শেষ মুহূর্তের যে কয়টা দরখাস্ত পরবে আমিই নিয়ে যাব। স্যারেরা আছেন মধুপুরে এক্সারসাইজে। ওখানেই বাছাই হয়ে ইন্টারভিউ কার্ড ছাড়া হবে। “আলহামদুলিল্লাহ” বলে আমার হাজব্যান্ড দরখাস্তটা আর্মি ভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন।



সেই সময় আমি নতুনকুড়ি স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন চাকরি খুঁজছিলাম। যাহোক, দুইমাস অতিক্রান্ত হল। আশাহীন আমি। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত জানুয়ারির (১৯৯৪) দিকেই হবে আমার ইন্টারভিউ কার্ড এলো। একটু নয়, খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। শেষবেলার, শেষ মুহূর্তের, শেষ আশা পূরণের ক্ষীণ আলোর একটা আভাস যেন মনকে আস্তে আস্তে অনেকটাই শক্তি জুগিয়েছিল।

এর আগে বেশ ক’টি স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। আমার একটা আত্মবিশ্বাস, আমাকে কখনোই কোন ইন্টারভিউ নার্ভাস করে না। ব্যস, যথারীতি লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদ, সবই হলো। আমি সম্ভ্রষ্ট। ভুল কোনো কিছু বলিনি, নার্ভাস হইনি। এখন আল্লাহর ইচ্ছা, আর কর্তৃপক্ষের মর্জি। নিয়োগপত্র পেলাম, জয়েন ১৯৯৪ এর ২১ মার্চ। এই স্মৃতি আমার জীবনের যে চমকপ্রদ অনুভূতির জন্ম দিয়েছে তা অবিস্মরণীয়।

মোমেনশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল আমার চাকরিজীবনের অর্জন, বিসর্জনের পীঠস্থান। এখানে যা শিখেছি, গ্রহণ করেছি, তা নেহাত কম নয়। তবে যা গ্রহণ করতে পারিনি তা আমারই অযোগ্যতা। তবে একথা নির্দিষ্ট স্বীকার করি, স্কুল-কলেজের পরিবেশটাই এমন ছিল যা থেকে ভাল কিছু নেবার সুযোগ বেশি ছিল। চাইলেও নেতিবাচক কিছু চিন্তা করার উপায় ছিল না। কারণ সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় যেমন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের পথ চলাটা হয়ে ছিল সহজ, তেমনি শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা করতে গিয়ে শিক্ষকগণকেও সতর্কতায় পথ চলতে চলতে পথভ্রষ্ট হবার ভয়টা ছিল না।

আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে আমার জীবনের ২২ বছরের প্রতিটি দিনই ছিল স্মৃতিময়, বেদনার নয়তো আনন্দের। শিক্ষক পরিবারটায় ভারী সুন্দর একটা একাত্মতা ছিল। যা আজও আমাকে স্মৃতিকাতর করে। স্কুল-কলেজের সকলের সঙ্গেই ছিল সৌহার্দ্য। প্রতিটি কাজেই দুটি শাখার সদস্যদের সম্মিলিত মতামতে হয়ে উঠতো অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও আনন্দময়। যেমন সারা বছরই কাজের মধ্যে সময় অতিবাহিত হতো, তেমনি এর মাঝেই চলতো বিনোদনমূলক ভ্রমণ, খাওয়া দাওয়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। তখন কাজকে আর ভারবহ একঘেয়ে মনে হতো না।

একটা কথা না বললেই নয়, টিচারদের আবাসিক পরিবেশটা ছিল চমৎকার। আমাদের বাচ্চাদের ক্যাম্পাস লাইফটা

ছিল খুবই নিরাপদ ও ঘরোয়া। সব বাচ্চাই সেখানে আপন ভাইবোনদের মত বেড়ে উঠেছে, যা আমাদেরকে এক পরিবারভুক্ত করেছে। বাচ্চাদের জন্মদিন, মা-বাবার বিবাহবার্ষিকীতে একসাথে আনন্দ আর খাওয়া দাওয়ার ভাগাভাগিটা তুলনাহীন ছিল।

আমার জন্যে এটি শুধু স্মৃতিচারণই নয়, যা কখনো বলা হয়নি সেই সত্যভাষণও বটে। আসলে আমাকে যে বিষয়গুলো ক্যাম্পাসে থাকার স্থায়িত্ব বা স্বস্তি দিয়েছে তাই ব্যক্ত করেছি। সবকিছুরই দুইপিঠ থাকে। এখানেও ছিল না যে, তা নয়। তবে আমি মনে করি যা পেলাম না, তা আমার পাওয়ার ছিল না। তাই তা নিয়ে দুঃখ নেই। যা পেয়েছি তা সকলের সহযোগিতা, সখ্যতা, সহমর্মীতাতেই পেয়েছি। সকল সহকর্মীই ছিল আমার কাছে অনেক প্রিয়, বন্ধুসুলভ, স্নেহভাজন। প্রশাসনের সচেতনতায় আমরা অনেক সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করেছি। অনেক সময় এমন কিছু সুবিধাও প্রশাসন দিয়েছে যা স্নেহভাজন অভিভাবকসুলভ। আমি তাঁদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা না বললে আমার স্মৃতি রোমন্থনই অপূর্ণ থেকে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি লাইন দিয়েই বলতে ইচ্ছে করছে-

“রাজপথ দিয়ে চলে এতলোকে,  
এমনটি আর পড়িল না চোখে  
আমার যেমন আছে।”

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর শিক্ষার্থীদের মেধা, শিষ্টাচারের তুলনা অন্য কোথাও মেলে না। বাংলাদেশের যেখানেই গিয়েছি সেই মেধাবীমুখগুলোর দেখা পেয়েছি। কর্মে-সাফল্যে আজ ওরা প্রতিষ্ঠিত। যা আমাকে এক অন্য রকম ভালো লাগায় আশ্বস্ত করেছে।

প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য ও আমার সুপ্রিয় সহকর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

সবশেষে

“মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক

আমি- তোমাদেরই লোক।

আর কিছু নয়

এই হোক শেষ পরিচয়।”



# অভিভাবকদের কথা

“সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।”

-প্রমথ চৌধুরী







## আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মুহাম্মদ বাছির উদ্দিন

পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, ময়মনসিংহ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্র সর্বদাই সচেষ্ট। যার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র সরকারি ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করছে। প্রত্যেক মা-বাবা তাদের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজেদের সামর্থ্য ও আওতার মধ্যে সবচেয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি ও লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করেন। এরূপ হাজারো মা-বাবার ন্যায় আমাদের সেই চেষ্টা ও স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায় যখন আমাদের বড় ছেলে মুহাম্মদ ইরফান তানজিম ফারদিন পিইসি পরীক্ষায় সফলতার সাথে গোল্ডেন GPA-5 পেয়ে ২০১৬ সালে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পায়।

একজন অভিভাবক হিসেবে সন্তানের জন্য আমার চাওয়া এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ পাবে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাকে ভাবতে হয়েছে স্কুলের পরিবেশ, লেখাপড়ার গুণগতমান ও নিরাপত্তার বিষয়টি। এসব মাপকাঠির মূল্যায়নে মোমেনশাহী ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি অর্জিত বিভিন্ন মানবিক গুণাবলী যেমন, নীতি-নৈতিকতা ও সু-শৃঙ্খল আচরণ যা ভবিষ্যতে তাদের একজন সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং তার পথিকৃত হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে অধ্যয়নরত আমার সন্তানসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফলের নেপথ্য কারণটি হল প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নেতৃত্বে থাকা সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা। অধ্যক্ষ মহোদয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, দূরদর্শী ও নির্দেশনামূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে সৃজিত শিক্ষা পরিবেশ এবং অর্জিত গুণগতমান ও ফলাফলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী দেশের একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক অবস্থান অর্জন

করেছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে নিরলসভাবে শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি Home task প্রদান এবং সেগুলো তদারকি করে থাকেন। শ্রেণি শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের পাঠদানে আন্তরিকতা ও নিয়মিত তদারকির ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের Curriculam এর বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝে ও অনুধাবন করে পরীক্ষায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারছে বলে তারা ভাল ফলাফল করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেদের কেবল প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অভিভাবকদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ত্রিমুখী যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে- যা সমস্যা সমাধানমূলক এবং অত্যন্ত আন্তরিক শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, কর্তৃপক্ষের উন্নত ব্যবস্থাপনা ও যোগ্য নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা Academic, Extra Curriculam বিষয়ে (যেমন-খেলাধুলা, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ইত্যাদি) ভাল ফলাফল করতে সক্ষম হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শ্রেণি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার ফলে তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে সরকারি নির্দেশনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তে অধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থানায় অনলাইন ভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম চালু রেখেছেন, যা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার মধ্যে ধরে রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ।

এভাবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী সৃজনশীল শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক ও দেশপ্রেমিক আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে। আমি এই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সফলতা এবং সেখানে কর্মরত সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্তৃপক্ষের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।





## সিপিএসসিএম আমার সন্তানের ভালো নাগা

ডাঃ এ.এস.এম সফিকুল ইসলাম

জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন),

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ

প্রায় এক যুগ আগের কথা। ছোট স্রন হঠাৎ করেই যেন বড় হয়ে গেল। ঘরবন্দী জীবনের বৃত্ত ভেঙে বাইরে বেরুবার প্রবল নেশায় ক্রমেই যেন অস্থির হয়ে উঠল। সমবয়সী অনেকের দেখাদেখি ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যাওয়ার আবদার নিয়ে রীতিমত কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। কোন স্কুলে ভর্তি করাব? কে নিয়ে যাবে? কীভাবে আসা যাওয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

আমরা দু'জনেই চাকরিজীবী, দুজনেই ডাক্তার। নিজস্ব সময় বলতে কিছুই নেই। নিজেদের পড়াশোনা এবং চাকুরি নিয়ে সারাক্ষণ অস্থির সময় পার করি। সন্তানের জন্য সময় কোথায়? তাই ভাল স্কুলের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে লাগলাম। খোঁজ নিয়ে যা জানলাম তা মোটেই সুখকর নয়। নামকরা বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই নামসর্বস্ব, ফলাফল বা ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকে অতি নগন্য। পরিচর্যার পুরো দায়িত্ব যেন পরিবারের উপর। বাবা-মা সময় না দিলে বা সচেতন না থাকলে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ভালো ফলাফলের তো প্রশ্নই আসে না। এমন নেতিবাচক তথ্যের পরও ভাল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশায় সময় পার করতে লাগলাম।

অবশেষে পেয়েও গেলাম এমন একটি প্রতিষ্ঠান। যেখানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন এবং আন্তরিক পরিচর্যার চমৎকার সমন্বয়। সর্বোপরি দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিশ্চিত থাকার সুবর্ণসুযোগ। কিন্তু সমস্যা একটাই-দূরত্ব। আমরা থাকি শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এবং প্রতিষ্ঠানের অবস্থান উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। যেন এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি, মাঝখানে যানজটের বহতা নদী। প্রতিদিন এই যানজট ঠেলে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম

কীভাবে সম্ভব? তাও আবার দিনের পর দিন বছরের পর বছর!

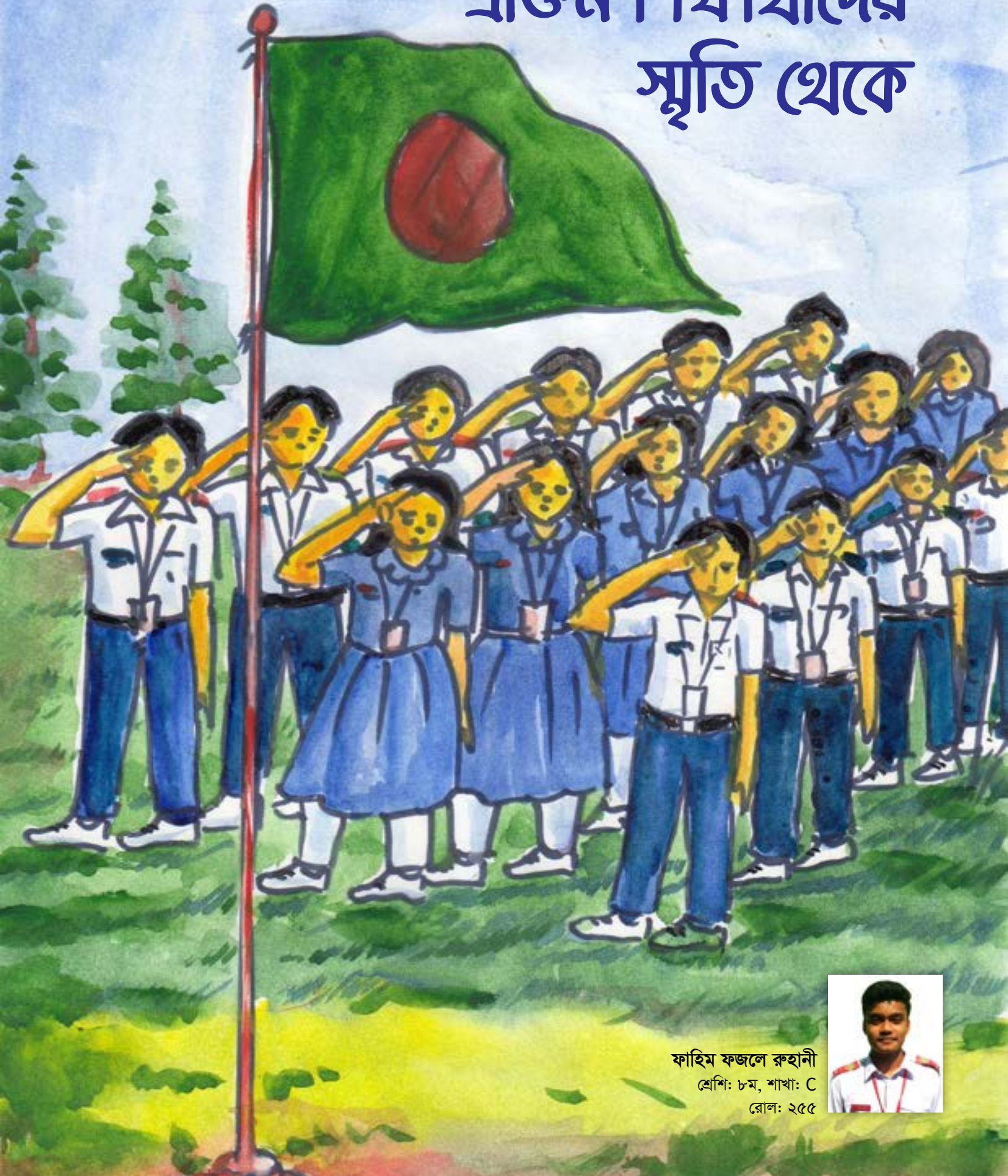
তারপরও সন্তানের আত্মহের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানলাম। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিলাম। তাও আবার ইংলিশ ভার্সনে। ভর্তি পরপরই নিন্দুকের নানা কথায় সন্তানের উৎসাহ ধরে রাখা রীতিমত কঠিন হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের পরামর্শও কেউ কেউ দিতে থাকল। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলাম। দেখি কত দূর যেতে পারি, আর কত ভাল ভাবে তার ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারি। এক, দুই, তিন করে এখন ১২শ শ্রেণিতে এবং ইংলিশ ভার্সনেই। তবে মাঝে মাঝে মনের মাঝে উঁকি দিতে থাকল, ভুল করলাম না তো?

সর্বশেষ এসএসসির ফলাফলে প্রাপ্ত নম্বর-১২২৪। স্মরণীয় না হলেও ঈর্ষণীয় নিশ্চয়ই। মানুষ হিসেবে কতটুকু গড়তে পেরেছি, তা ভালো বলতে পারবে তার সহপাঠী এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী। পরিবারের বাইরে তার এই অবস্থান ধরে রাখার পেছনে যে প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য তার নাম সিপিএসসিএম। স্রন যেমন আমাদের সন্তান সমভাবে সিপিএসসিএম-এরও সন্তান। আমরা অন্তত তাই মনে করি। আমাদের ভালো লাগা, ভালো বাসা যেমন স্রনের প্রতি, তেমনি স্রনের ভালোলাগা-ভালোবাসা তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান-সিপিএসসিএম এর প্রতি। তবে এত দিনের পথ চলাতে আমি নির্দিধায় একটি কথা বলতে পারব যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের জীবনে এবং স্রনের জন্য সিপিএসসিএম-কে আলোর দিশারী হিসেবে উপহার দিয়েছেন। জয় হোক এই প্রতিষ্ঠানের, জয় হোক সকল সন্তানের।





# প্রাঙন শিফার্থীদেব স্মৃতি থেকে



ফাহিম ফজলে রুহানী  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: C  
রোল: ২৫৫







## ফিরে চল মাটির টানে

শান্তা পত্র নবীশ

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
(শিক্ষাবর্ষ ২০০৫-০৬), মানবিক বিভাগ

‘স্বপ্ন সেটা নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন হল সেটাই যেটা প্রণয়ের প্রত্যাশা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।’ এ পি জে আবদুল কালামের এই উক্তিটিকে আমি আমার জীবনদর্শন বলে মেনে নিয়েছি। তবে সব স্বপ্ন দেখারই একটা সূচনা থাকে। আর আমার স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে। এই কলেজে এসেই পরিচিত হয়েছিলাম বৃহৎ একটি পরিসরের সাথে, পড়াশোনার বাইরেও যে অন্য একটি জগৎ রয়েছে, তার সাথে। এসএসসিতে মোটামুটি ফলাফল নিয়ে এই কলেজে ভর্তি হলেও এই কলেজ থেকে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিলাম। (উল্লেখ্য যে, কলেজে মানবিক বিভাগ থেকে প্রথমবারের মত ২০০৭ সালে আমি সহ মোট দুইজন জিপিএ-৫ পেয়েছিলাম।) হয়ত সেদিনই আমি আমার স্বপ্ন সোপানের প্রথম ধাপটি অতিক্রম করেছিলাম। আর এটা সম্ভব হয়েছিল আমার কলেজের শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষকদের সহায়তার কারণে। খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর গলায় বলতে পারি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকদের মত ছাত্র-ছাত্রী বৎসল, সহযোগী মনোভাবাপন্ন শিক্ষক আজকের সমাজে বিরল। এই বিদ্যাপীঠ থেকে যে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা পেয়েছি, তা আজও আমার চলার পথের পাথেয়। এই কলেজের সাথে ভালবাসার বন্ধন এতটাই অবিচ্ছেদ্য যে এখনও কলেজের ড্রেস, আইডি কার্ড, নজরুল হাউসের লাল রঙে অঙ্কিত আমার নেইমপ্লেট সবই সংরক্ষণে আছে। কলেজ থেকে যখন শিক্ষা সফরে গিয়েছিলাম তখন শিক্ষা সফরের স্লোগান ছিল

‘ফিরে চল মাটির টানে’ -এই স্লোগান সংবলিত কাগজটিও নাড়ির টানেই আমার কাছে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। এখনও যখন কলেজ ক্যাম্পাসে পা রাখি সাথে সাথে ফিরে যাই সেই স্বর্ণালী দিনে। মনে পড়ে যায় বাংলা ক্লাসে স্যারের মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিমায় কপিলার আকৃতির উপস্থাপন, ‘আমারে নিবা মাঝি লগে?’ পরিসংখ্যান, সমাজকল্যাণ, অর্থনীতি ক্লাসের অসংখ্য রঙিন স্মৃতি মনের কোণে উঁকি দেয়। কলেজ জীবনের সুন্দর স্মৃতিময় দিনগুলোকে কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করার বৃথা প্রয়াস না করাই যুক্তিযুক্ত, এগুলো বরং তোলা থাক স্মৃতির মণিকোঠায়।

একটা কথা না বললেই নয়, বর্তমানে আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা তাদের কলেজজীবন অতিবাহিত করেছে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে। যখন তাদের কাছে শুনতে পাই তারা আমার কথা শুনেছে আমার কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে, তখন গর্বে বুক ভরে যায়। কোনো এক বাঁধভাঙা আনন্দে চোখের কোণ চিকিচিক করে। মনে হয় মানুষের জীবনে হয়ত এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়ার নেই। মুদ্রার একপিঠের কথা বললে স্বাভাবিকভাবেই অপর পিঠের প্রসঙ্গও প্রাসঙ্গিক। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষ ভর্তি কমিটিতে কাজ করি তখন ময়মনসিংহের কোন ছাত্র-ছাত্রী পেলেই জানতে চাই, ‘তোমার কলেজ কোনটা?’ এটা কি নিছকই জানতে চাওয়া, নাকি প্রিয় কলেজের নাম শোনার অবচেতন মনের বাসনা? এই রহস্য না হয় গুপ্তই রইল...







## With Regard to CPSCMIANS

### Major Rad Shahmat Bin Islam

President Guard Regiment (PGR), Dhaka Cantonment

EX CPSCMIAN (SSC 2010, HSC 2012), EX College Prefect 2011-12

From birth to death a human being passes through many stages of life. At the very early stage a kid grows up by his parents. But at a certain time only parents cannot help him/her to be socialized and make himself/herself a good human being. Here it comes the need of an educational institution. In our country there are a number of institutions which can make a student educationally qualified but there are some certain institutions which can produce all-rounder. Here comes the name of our alma mater, CPSCM.

As a student I was so lucky that I could pass my school and college days in CPSCM. It was a wonderful Journey of 14 years as I studied here from class Nursery up to XII. This is the institution which made us all-rounder. That all-rounder who can score good marks in the examination, who can participate in cultural competition and who can earn medals in games and sports. It's the contribution of all the learned and affectionate teachers of this institution which encouraged us to participate in so many events like sports, debates, cultural activities side by side our studies.

If I start from the school life, I could very well recollect the achievement of CPSCM in zonal and national events during our time. Some of them are:

- Winner in National Television Debate 2009.
- Broke all the previous records of total number of GPA-5 from CPSCM in SSC exam 2010.
- Quarter Finalist in Inter School Football Tournament 2010.
- Winner in Inter Cantt Public Debate Competition (Ghatail Area) 2011.

- Semi Finalist in Inter College Football Tournament 2011.



- Champion in Inter College Football Tournament 2012 and it was the first champion trophy for our college.
- Broke all the previous records of total number of GPA-5 from CPSCM in HSC exam 2012.

If I compare these achievements with the present scenario, these achievements may not look so big. But it was the base from where the achievements started to come to this institution. To achieve all those were not that easy. It took a lot of hard work of us as well as our teachers. We had to study and side by side we had to participate in various inter house co-curricular activities. Our beloved teachers never compromise with our studies for achieving the trophies. Moreover, we had those feelings for our institution that we must uphold the name and fame of our institution outside in academics as well as in co-curricular activities. With this zeal and enthusiasm, we always tried to win wherever we had participated.

I know the students of these days are more enthusiastic and more knowledgeable than us. But as a well-wisher I just want to highlight a





few points which you may take as a guideline to become all-rounder. Remember it's your duty to adjust your studies in accordance with the co-curricular activities to enhance the name and fame of your institution.

- a. Do not miss classes in your student life. Because classes can make you 50% prepared for the exam.
- b. Consider teachers as your best friend. Share everything with them. Because the teachers of this institution are not only here to teach you the lessons. They are here to guide you and relieve all your pains.
- c. Tried to participate in co-curricular activities as much as you can. If you have no knowledge in any event don't stop, go for the audition and learn. It will help you in subsequent days.
- d. Never sit tight in class. Speak and try to share your ideas. Make it an interactive one.
- e. If you are a good student try to help the weak in studies remember if you help your friend your marks in exam will not decrease.
- f. Always motivate yourself. Remember, you are your own best motivator. Your motivation must come from within yourself. Others may try to encourage you. But you are the only one who can attain what you desire. You must convince yourself- you can!
- g. Sleep properly at night. Don't underestimate the importance of those seven hours of sleeping every night. Getting a good night's rest will sharpen your focus and improve your memory.
- h. Do not waste your afternoon by sleeping. Use your afternoon for playing. If you are not interested in playing at least go to the field and have a walk. It will refresh your mind and help you to maintain a sound health.
- i. Try to participate in games and sports. It will give you pleasure and break your monotony.

- j. Always respect your teachers. Remember if they are harsh with you, it's only for your betterment.
- k. Keep your body fit. Because if you are physically fit you will be able to take hardships both physically and mentally.
- l. And finally Love your Country and work for your country. If you work for your country then yourself, your family, friends everyone will get the benefit.

As a student the most important thing to remember is that laziness is your worst enemy and hard work is your best friend. Study like there's no tomorrow because if you keep putting off your studies for tomorrow, you'll probably be too late. Time can be your best friend and your worst enemy depending on whether you use it or waste it.

Do not focus on what you cannot do; take a look at what you are capable of. You will feel confident and learn new things along your way. Always look for how much progress can be made rather than perfection. Life will be a lot easier. Do not give up no matter what, always try just one more time, and eventually you will be successful. Let your talent shine bright and blind everyone out with its aura. Hold positivity in heart and do well. Being a good student is less about the ability to rote and more about the desire to learn. As an ex-student of CPSCM I always take the pride. The love, affection, guidance I received from this institution and its teachers are simply irreplaceable. As a student of CPSCM anyone can take pride because this institution will teach you how to take pride being the best of the best.







## প্রেরণায় সিপিএসসিএম

তানজিনা আক্তার

সিনিয়র সহকারী জজ, নেত্রকোণা

(শিক্ষাবর্ষ ২০১০-১১), মানবিক বিভাগ

এই তো সে দিনের কথা। মফস্বল শহরের একটি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে ময়মনসিংহ জেলা শহরে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য কলেজে ভর্তি হওয়া। শুধু পড়া-শোনাই নয় যেন নিয়ম-শৃঙ্খলার জালে আবদ্ধ হওয়া। কিছুটা ভয় ও চোখে অবিরাম স্বপ্ন নিয়ে কলেজের প্রথম দিনে ইংরেজি শিক্ষক সাবিনা ফেরদৌসি ম্যামের ক্লাসে উপস্থিত হই। কলেজ জীবনের প্রথম দিনটিতে শিক্ষকদের স্মার্টনেস ও দক্ষতা আমাকে অনেক বেশি মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছিল। সম্মানিত শিক্ষকগণের স্নেহমাখা শাসন ও দিকনির্দেশনায় ধীরে ধীরে আমার ভয় অনেকটাই কেটে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার প্রতি আমার যে খুব একটা আগ্রহ ছিল এমনটা নয়, কিন্তু আমার কলেজের সম্মানিত শিক্ষকগণ বিভিন্নভাবে পড়াশোনার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মাতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেন। এখনো মনে পড়ে আমার শ্রেণিশিক্ষক এবং ইংরেজি ও যুক্তিবিদ্যার শিক্ষকসহ মানবিক শাখার অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর কথা, যারা আমাকে একাডেমিক সময়ের বাহিরেও অনেকটা সময় দিয়েছেন পড়াশোনার ব্যাপারে। উনাদের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে পড়ামুখী হয়েছিলাম, উপলব্ধি করতে পেরে ছিলাম- আমাকে অনেক বড় হতে হবে, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল

করতে হবে এবং সে জন্যে পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। সত্যি বলতে এরপর আমি আর পিছু ফিরে তাকাইনি। পড়াশোনার প্রতি আমার একমুখী আগ্রহ তৈরি হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুলআল-আমীন এর দয়া ও রহমতে অবশেষে আমি আমার কাজক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছি।

পুরো দেশ ঘুরে ঘুরে মানুষ হয়ে মানুষের বিচার করি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনি। বঞ্চনা দূর করতে শক্ত হাতে ন্যায়ের দণ্ড সমুন্নত রাখি। আমার জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পিছনে আমার পরিবার, আমার কলেজের অবদান কৃতজ্ঞচিত্রে স্মরণীয়। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজ আমি আমার ভালোলাগা ও ভালোবাসার জায়গা থেকে বলতে পারি, সিপিএসসিএম আমার জীবনের প্রেরণা। যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন, এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও গৌরবের সংবাদ আমাকে আপ্তত করে, একটা অন্য রকমের ভালোলাগা নিজের ভিতরে অনুভব করি। আমি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের, অধ্যক্ষ মহোদয়ের, শিক্ষকমণ্ডলীর ও আমার অনুজ শিক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।





“আমাদেরকে সোনার দেশের সোনার মানুষ হতে হবে।”

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



## শিক্ষার্থীদের চেতনা থেকে



স্নেহা সরকার দিশা  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: A  
রোল: ৮৪





## ভালো লাগা থেকে প্রাপ্তির গল্প

ঈশান দে

শ্রেণি-৫ম, শাখা-A, রোল-১৮৮

প্রথমেই স্মরণ করছি মহান সৃষ্টিকর্তাকে যিনি আমাকে পরিপূর্ণ রূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং অজস্র মানুষের ভালোবাসা পাবার সুযোগ দিয়েছেন।

আমি মনে করি, প্রতিটি মানুষের জীবন কিছু ভালোলাগার বিষয় থাকা খুব জরুরি। যেমন খেলাধুলা করতে ভালো লাগা, গল্প-কবিতা লিখতে বা পাঠ করতে ভালো লাগা, সংগীত এবং নৃত্য চর্চা করতে ভালো লাগা, বাগান করতে ভালো লাগা, ঘর গোছানো বা পরিষ্কার করতে ভালো লাগা, পশু পালন করতে ভালো লাগা, মানুষের উপকার করতে ভালো লাগা এ ছাড়াও আরো অনেক অনেক ভালো লাগা থাকতে পারে যা আমাদের জীবনকে আনন্দময় করতে এবং সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করে। আমার কাছে মনে হয় শুধু বইয়ের অক্ষর মুখস্থ করাই একজন শিক্ষার্থীর সব কিছু নয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীর সংস্কৃতিমনা হওয়াও খুব জরুরি একটি বিষয়।

এবার আসি আমার ভালো লাগার কথা নিয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার ভালো লাগার বিষয় হলো গান শেখা ও গান গাওয়া। আমার বাবা-মা সাউন্ড সিস্টেম এ পুরনো দিনের গান শুনতে পছন্দ করতেন। সেই সুবাদে আমি অনেক ছোট বয়স থেকেই গান শুনতে অভ্যস্ত। সেখান থেকেই গুরু গানের প্রতি ভালো লাগা। আমার গান শেখার প্রথম অনুপ্রেরণা আমার বাবা-মার কাছ থেকেই পেয়েছি। ২০১৫ সালে নার্সারি শ্রেণিতে আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ভর্তি হই। তখনও আমি গান শেখা শুরু করিনি। কিন্তু সব থেকে মজার বিষয় হলো ভর্তির প্রাথমিক বাছাই পর্বে আমাকে উপাধ্যক্ষ স্যার জিঙেস করেছিলেন তুমি কি গান গাইতে জান? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ জানি। স্যার বললেন ঠিক আছে, তুমি আমাদের একটা গান শোনাও। আমিও শুরু করে দিলাম শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্যারের গাওয়া কালজয়ী গান “আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়- কাটেনা সময় যখন আর কিছুতে বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না” বাসায় গানটি প্রায়ই বাজতো আর শুধু শুনতে শুনতে দু’তিন লাইন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। সেই থেকেই সাহস করে গেয়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। মা’র কাছ থেকে শুনেছি সেই

সময় বাছাই পর্বে উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিদায়ী প্রিন্সিপাল লেঃ কর্নেল মোঃ লুৎফর রহমান স্যার এবং সদ্য যোগদান করা প্রিন্সিপাল লেঃ কর্নেল শহীদুল হাসান। আমার গান শুনে প্রিন্সিপালদ্বয় আমাকে অনেক আদর করলেন এবং কোলে নিয়ে চকলেট দিলেন। আমার কাছে মনে হয়েছিল চকলেটটি আমার গানের প্রথম পাওয়া উপহার। সেই ভালোলাগার অনুভূতিকে সাথে নিয়েই বাবা-মা আমাকে স্কুলের পাশাপাশি একটি সংগীতশিক্ষা স্কুলেও ভর্তি করে দিলেন। শুরু হলো শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতের চর্চা এবং ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন। স্কুলের স্যার এবং ম্যাডামদের আন্তরিক উৎসাহ প্রদান, সংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ, সুসজ্জিত এবং সুবিশাল অডিটোরিয়াম এ বিভিন্ন সময় আমাদেরকে নিপুণভাবে অনুশীলন করিয়েছেন আমাদের কালচারাল শিক্ষকমণ্ডলী। আন্তঃ হাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৬ আমার জীবনের প্রথম কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা। আমি সেই প্রতিযোগিতায় ‘ছড়া গান’ গেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করি। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় গানের প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে গেলো। গুরুত্ব দিয়ে আমি নিয়মিত সাধনা করতে থাকি। ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ সালে আমি বিভিন্ন সময় স্কুলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি এবং প্রতিবারই সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়েছি। যখনই প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছি, আমি আমার মাঝে আমার স্কুলের সম্মান রক্ষার চেষ্টাকে ধারণ করেছি আর যখন সাফল্য পেয়েছি তখন





আমার স্কুলের ইউনিফর্ম সবার সামনে তুলে ধরার আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। বিজয়ের আনন্দে কখনও চিৎকার দিয়েছি আবার কখনও আনন্দে কেঁদেও ফেলেছি। গর্বে মনটা ভরে যেতো যখন আমার নামের সাথে আমার স্কুলের নামটা উচ্চারিত হতো।

আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান গেয়ে ২০১৯ সালে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর পদক-২০১৯’ জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছি। ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৯’ এ উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ এ উচ্চাঙ্গ সংগীতে এবং ভাব সংগীতে এ বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি। করোনা মহামারীর জন্য জাতীয় প্রতিযোগিতা অপেক্ষমান রয়েছে।



উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করে এককভাবে অন্তত ১৩টি প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ সালে উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ‘বিজয় ফুল উৎসব’, ‘শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায়’ স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করে দলীয়ভাবে আরও চার বার শীর্ষস্থান অর্জনে সমর্থ হয়েছি। এছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অন্তত ৩০টি (A+) মান অধিকার করার সনদ ও পুরস্কার অর্জন করেছি। করোনা মহামারীতেও থেমে নেই প্রাপ্তি। ২০২০ ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক মহান বিজয় দিবসে আয়োজিত অনলাইন প্রতিযোগিতায় দেশব্যবোধক গেয়ে ১ম স্থান অধিকার করেছি। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ১৫ আগস্ট এ গানের বিভিন্ন ইভেন্টেও একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছি। এরই মধ্যে আমন্ত্রণ আসতে শুরু হলো দেশের এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন ফেইসবুক পেইজ এ লাইভে এবং ইউটিউব লাইভ এ গান গাওয়ার জন্য। অনলাইন এর সুবাদে দেশীয় পেইজে লাইভ এ গান করেছি তিনটি পেইজে, ভারতীয় চারটি পেইজে এবং কানাডার

দুইটি পেইজে। অনলাইনে গান শোনে অনেকেই খুব প্রশংসা করেছেন এবং ভালোবাসা স্বরূপ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই পাঠিয়েছেন উপহার। পুরস্কার গ্রহণ করেছি সরাসরি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ দেশের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের হাত থেকে। এভাবে পুরস্কার গ্রহণের অনুভূতি আমার কাছে যে কী আনন্দের তা বলে বুঝানো যাবে না। আমি চাই আমার স্কুলের শিক্ষার্থীরা যেন সংগীত সাধনা করে ভবিষ্যতে আমার মতোই স্কুলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করে। যে কথাটি না বললেই নয়, আমার এ অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর সর্বাত্মক সহযোগিতা আর আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ। আমার স্কুলের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সেই সাথে যে সমস্ত সংগীত গুরুদেব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অবদান রয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে বলতে হয়, এই সমস্ত অর্জনের জন্য আমাকে অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। ধৈর্যসহ অনুশীলনের পাশাপাশি ত্যাগ করতে হয়েছে আইসক্রিম বা ঠাণ্ডা জাতীয় অনেক প্রিয় খাবারও। তাই যারা অনুজ, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে যদি তোমরা ভাল গান গাইতে চাও, তবে নিয়মিত অন্তত এক ঘণ্টা গলা সাধন এবং সময় নিয়ে অনুশীলন, এগুলোকে গুরুত্ব দিবে। আর আইসক্রিম বা ফ্রিজের ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। নিয়ম মেনে সাধনা করলে অবশ্যই তোমরাও পারবে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের হয়ে, দেশের হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে।







## মিপিএসমিএম আমার বিতর্ক চর্চার প্রেরণা

মোঃ মুশফিকুর রহমান

শ্রেণি-১০ম, শাখা-F, রোল-৮৪

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের একটি জগদ্বিখ্যাত উক্তি হলো-“তোমার মতামতের সাথে হয়তো আমি একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি।” বিতর্কের রূপ ও সৌন্দর্য ঠিক এই উক্তির মাঝে নিহিত।

বিতর্ক হলো একটি প্রাচীনতম বাকশিল্প। বিশ্বের অভিজাত, দূঢ়, শক্তিশালী সৃজনশীল, সমাদৃত ও যৌক্তিক শিল্পসমূহের মাঝে বিতর্ক অন্যতম। যুক্তির আলোকে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করা ও ভিন্নমতকে গঠনমূলক পন্থায় সমালোচনার শিল্প হলো বিতর্ক। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিতর্ক মানে কারোর মতের শুধুই বিরোধিতা করা নয় বরং এর ভাষা হতে হবে যৌক্তিক ও সর্বজনবিদিত। এই বিতর্ক এমন একটি শিল্প যা একজন মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম; যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমি নিজেই।

ছোটবেলা থেকে মঞ্চ সর্বদা আমাকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ক্লাসের সকলের এবং বলাই বাহুল্য গোটা স্কুলের দৃষ্টির অগোচরে থাকা ছেলেটিও তখনো পর্যন্ত আমিই ছিলাম। সময়টি ২০১৫ সাল, স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভাইয়ের বক্তব্য শুনে এই আকর্ষণ আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে ভাইয়াকে আমার আগ্রহ এবং মঞ্চে সকলের সামনে কাজ করার ইচ্ছার কথা জানিয়ে পরামর্শ চাইলাম। তখন তিনি আমাকে কেবল একটি কথাই বলেছিলেন তা হলো ‘তুমি বিতর্ক চর্চা শুরু কর।’ ভাইয়ের সেই পরামর্শ গ্রহণ করেই মঞ্চে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আত্মবিশ্বাসহীন আমিই পরিবর্তীতে মঞ্চে উঠে একের পর এক দিয়ে গিয়েছি বক্তব্য, করেছি যুক্তির লড়াই। তৈরি করেছি আমার জীবনের আনন্দময় ও একই সাথে শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলো। দোয়া এবং আশীর্বাদে সিত্ত হয়েছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে।

এখন প্রশ্ন আসে, ‘আমি কীভাবে বিতর্ক চর্চা শুরু করতে পারি?’ বিতর্ক ঠিক কীভাবে আমার ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করবে?’ বিতর্ক চর্চা শুরু করার জন্য সর্বপ্রথমেই বেশ কিছু মৌলিক অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেমনঃ

- ক। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। যার ফলে নিজস্ব শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে।
- খ। স্প্রিট নির্ভর না হয়ে যেকোনো বিষয়কে সহজ এবং সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য নিজে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।
- গ। নির্ধারিত বিষয়কে সাধারণভাবে না দেখে একটু আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা করতে হবে। যার ফলে বিশ্লেষণী দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- ঘ। বিতর্ক সংক্রান্ত নিয়মকানুন জানার জন্যে অন্যদের বক্তব্য শুনতে হবে ও এ সংক্রান্ত বই পড়তে হবে।
- ঙ। নিজস্ব বক্তব্যকে যথাসম্ভব তথ্য ও যুক্তিনির্ভর করতে হবে।

বিতর্ক সংক্রান্ত এসকল চর্চার ফলে একজন শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা আশাতীত হারে বৃদ্ধি পাবে। এর সত্যতা স্বীকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন-“বিতর্ক যেন একটি অভিযান, তার পদে পদে নব নব আবিষ্কার, নতুনতর অভিজ্ঞান।” বিতর্ক চর্চার ফলে-

- ক। নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়।
- খ। চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায়।
- গ। জনসম্মুখে কথা বলার ভীতি দূর হয় ও গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা অর্জিত হয়।

আর এসকল দক্ষতার ফলেই একজন বিতর্কিক অন্যদের থেকে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকে। এমন কি অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রেও এই সংক্রান্ত দক্ষতাই সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে থাকে। তবে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়াই যেন কেবল বিতর্ক চর্চার উদ্দেশ্য না হয়। ধৈর্য এবং অনুশীলনের পথ ধরে নিজেকে একজন যুক্তিবাদী ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তাহলেই আগামী দিনের যুক্তিস্নাত সেই রাঙা প্রতিভার স্ফূরণ আজকের বিতর্কিকদের হাত ধরেই ঘটবে।





## সুন্দর জীবনের জন্য স্কাউটিং

তাসমিম আক্তার রিশা

শ্রেণি-১০ম, শাখা-F, রোল-৯৭

দিনটি ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭, এই দিনটি আমার জীবনের একটি অন্যতম দিনও বলা যেতে পারে। অনন্য এই দিনটিতে আমি আমার জীবনে প্রথম স্কাউটিং এ প্রবেশ করি। শুরু হয় কঠোর পরিশ্রম, সারা দিন অনুশীলন করার পর রাতগুলো ছিল এক সেকেন্ড এর মতো, আর এক সেকেন্ডেই যেন সকাল হয়ে যেত। সেই সময়ে আমাদের লিডার ছিল রিশা আপু। আমার অনেক ভালবাসার ও সম্মানের ব্যক্তি এই রিশা আপু। আমাকে সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। আমাদের মিলটা অনেক বেশিই ছিল। যেমন- দুজনের নামে এবং বাবার নামেও। এমনটা সাধারণত দেখা যায় না। ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ সাল এভাবেই গেল- সোসাইটি, প্যারেড ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য কুচকাওয়াজ আরো কত কী! আমাদের সফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে শ্রদ্ধেয় কাদিরুজ্জামান স্যারের দিক নির্দেশনা ও কঠোর অনুশীলন। সুন্দর, সুশীল জীবনের জন্য স্কাউটিং কতটুকু জরুরি তা বলে হয়তো শেষ করা যাবে না। সিনিয়র আপুদের কাছ থেকে আমরা অনেক শিখেছি। সবচেয়ে আনন্দময় ছিল সেই দিনটি, যে দিন আমি রেহানা ম্যাডাম ও আমাদের লিডার রিশা আপুর মাধ্যমে ২০২০-২০২১ সালের জন্য লিডার নির্বাচিত হই। হয়তো বিগত ৩ বছরের কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়ের কারণেই আমি তা পেয়েছি। একজন লিডারের উপর নির্ভর করে গ্রুপ এর বাকি সদস্যদের পরিশ্রম, কর্ম-দক্ষতা ও উন্নত মানের প্যারেড। ফাইনাল প্যারেডের আগে পর্যন্ত আমি আমার দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে তা শিখিয়েছি। কেবল শাসন নয়, ভালবাসার মাধ্যমে তাদের

বুঝিয়েছি। তারা আমাকে যেমন অনেক ভালবাসে, আমিও তাদের তেমনি ভালবাসি। আমরা একটি পরিবার স্বরূপ। ২০২০ সালের ফাইনাল খেলা শেষ হবার পর আমাদের প্রতিষ্ঠানে মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য ৬ষ্ঠ উপজেলা স্কাউট সমাবেশের আয়োজন করার জন্য প্রতিষ্ঠানে চিঠি আসে। আয়োজনটি ছিল ক্যাম্পিং করার। স্কাউটদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় উক্ত ক্যাম্পিং ২৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০২০ সার্কিট হাউজ মাঠ ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে আমাদের স্কুলের ৭ জন বয়েজ স্কাউট ও ৭ জন গার্লস ইন স্কাউটিং রোকসানা পারভীন ও মোঃ নজরুল ইসলাম স্যার এর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করে। এই সমাবেশে আমাদের জন্য ১২টি চ্যালেঞ্জ ছিল। উক্ত চ্যালেঞ্জগুলোতে অংশগ্রহণ করে সার্টিফিকেট অর্জন করি। পাঁচ দিন পাঁচ রাত তাবুতে থাকা, ভোর পাঁচটায় উঠা, তিন বেলা রান্না করে খাওয়া এই বিষয়গুলো যেমন ছিল অনেক আকর্ষণের তেমনি ছিল অনেক কষ্টদায়ক। আমি, নুজহা, জুঁই, সুইটি, ইরা, সাবরিনা ও তৃষা সবাই উক্ত ক্যাম্পে অনেক মজা করেছি। বাঁশ কেটে জুতা রাখার সেল্ফ, কম্বল রাখার জন্য সেল্ফ বানিয়েছি। এগুলোকে গ্যাজেট বলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে আনন্দদায়ক ছিল ‘শেষ রাতের জলসা ঘর’ আয়োজনটি এবং মাঠের মাঝখানে আগুন জালিয়ে চারদিকে ময়মনসিংহের ৫০টি স্কুলের স্কাউটদের গানে-নাচে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি। স্কুল জীবনের একটি অংশ হচ্ছে আমার স্কাউটিং। অনেক না জানা কাজ এখানে জেনেছি ও শিখেছি।





# ‘সোনার বাংলা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য’

শেখ হাসিনা



## উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফাহিম নুজহাত জাহিন

শ্রেণি-১২শ, শাখা-A, রোল-২৩৭

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও হাজারো ত্যাগ-তিতিক্ষায় বাংলাদেশ আজ স্বপ্নোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের মাইল ফলক অর্জন করেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কল্যাণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান আজ দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বদরবারে প্রসংশিত ও স্বীকৃত। ‘রূপকল্প-২০২১’-এর মধ্যম আয়ের বাংলাদেশকে ‘রূপকল্প-২০৪০’ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি উন্নত, আধুনিক, সমৃদ্ধ, অসম্প্রদায়িক কল্যাণকামী রাষ্ট্রে গঠনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশ পরিচালনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ :

‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০’ প্রণয়ন, ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ উৎক্ষেপণ, স্বপ্নের পদ্মাসেতু নির্মাণ, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ, ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে উড়াল সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য ‘ফোর্সেস গোল-২০৩০’ পরিকল্পনা গ্রহণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে একটি মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই





স্বপ্নকে হৃদয়ে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় ও ঐকান্তিক আগ্রহে ২০১৮ সালে লাল-সবুজ পতাকা অঙ্কিত ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ মহাকাশে উড্ডয়ন করে। মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এক অনন্য মর্যাদা ও উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।



দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার ২০১৩ সালে ঢাকায় মেট্রোরেল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এছাড়াও যানজটের ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে নির্মাণ করা হয়েছে ৭টি উড়ালসেতু। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহে দেশে প্রথমবারের মতো কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণ করা হচ্ছে টানেল। নির্মাণাধীন এই টানেলের নামকরণ করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল।’ পদ্মা



সেতু আজ আর স্বপ্ন নয় বাস্তব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পদ্মার দু’পাড়ের জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে গেঁথেছেন ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতু দিয়ে।



বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী ‘ফোর্সেস গোল-২০৩০’ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর আকার বৃদ্ধি, আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ১৯৬১ সালে রূপপুরে একটি পারমাণবিক



বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞায় আজ বাস্তবায়নের পথে। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ প্রবেশ করলো পারমাণবিক জগতে।

গণমানুষের সুহৃদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের জীবন-মানের উন্নয়ন ও তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঠু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে উন্নীত হবে।







## মঠামারি পরবর্তী কলেজ প্রাঙ্গণে কাঙ্ক্ষিত প্রথম দিন

সাবরিন সুজানা প্রমি

শ্রেণি-১২শ, শাখা-B, রোল-২২২

যখন আমি মাধ্যমিকে পড়ি তখন থেকেই কলেজ শব্দটার প্রতি একটা চুম্বক আকর্ষণ অনুভব করি। বড় আপু, ভাইয়ার কাছ থেকে শুনেছি কলেজ জীবনটা নাকি বড়ই মধুর। কিন্তু সময়টা খুবই অল্প, তার মাঝেই লেখাপড়া, খেলাধুলা, ভালো বন্ধু পাওয়া, আড্ডা, হৈ-হুল্লোড়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছু। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলো। সবকিছু স্বাভাবিক নিয়মেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঝড়ে সব যেন স্থির হয়ে গেলো। ‘করোনা’ নামক ভয়ংকর একটি ভাইরাস যেন সাজানো-গোছানো পৃথিবীটাকে অস্থির করে দিল। বদলে গেলো স্বাভাবিক নিয়মে চলা জীবন-যাপনের ধরণ। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেলো। ছাত্রজীবনে একজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণ তার শিক্ষাপ্রাঙ্গণ। কিন্তু এক অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে সবকিছুই বদলে গেল। শুরু হলো অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম। কলেজ জীবনের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা যেন ঐ মুহূর্তে ফানুসের মতো উড়ে গিয়েছিলো। স্বপ্ন দেখেছি ‘নবীন বরণ’ হবে, নতুন নতুন বন্ধু হবে, কিন্তু হায়!

অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চলেছে। আমি একজন আদর্শ ছাত্রীর মতই অনলাইনের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলাম। ভর্তি হওয়ার দিন শুধু কলেজের ভিতরে ঢুকতে পেরেছিলাম। আমার কলেজ এতটাই

সুন্দর যে, তা দেখে আমার কল্পনার জগৎ আরও বিস্তৃত হলো। আমি স্বপ্ন দেখতাম যেমন কলেজে পড়বো, আমার কলেজটা তার থেকেও বেশি সুন্দর। মনে মনে ভেবেছিলাম এত সুন্দর কলেজে যাওয়ার সৌভাগ্য কি আমাদের হবে! বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই অনলাইনে ক্লাস করা শুরু করলাম। শিক্ষকদের স্নেহসুলভ আচরণ, শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্ন নেওয়া, খেয়াল রাখা, নিয়মিত পাঠদান করা সবকিছুই চলছিল খুবই সাবলীলভাবে। কখনো মনেই হয়নি ক্লাসরুমের বাহিরে আছি। তবুও সরাসরি কলেজে যাওয়ার আনন্দটাই অন্যরকম। যেহেতু তখন সরাসরি কলেজ যাওয়ার সুযোগ ছিল না, তাই একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে তীরে উঠলাম।

দিনটা ছিল রবিবার, তারিখটা ছিল ১২ই সেপ্টেম্বর। সত্যি বলছি, আমার কাছে এই দিনটি ঈদের দিনের চেয়ে কোনো অংশে কম মনে হয়নি। সে এক অন্যরকম অনুভূতি। এতোদিনের অপেক্ষা অবশেষে শেষ হলো। প্রথম কলেজে যাব বলে কথা, নতুন পোশাক, প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র ক্রয় করা। নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছি। ১২ সেপ্টেম্বরের জন্যই যেন সব কল্পনা, সব প্রতীক্ষা। কিন্তু এবার তা আর কল্পনা নয়। অবশেষে



রাত পোহালো। ভোর হলো, নতুন সূর্য উঠলো আকাশে। কলেজে যাওয়ার আনন্দে ঘুম যেনো উধাও। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পরিপাটি হয়ে, প্রার্থনা শেষ করে, উৎফুল্ল এবং উচ্ছ্বসিত মন নিয়ে রওনা দিলাম কলেজের উদ্দেশ্যে। সে যে কী আনন্দ! অবশেষে কলেজ প্রাঙ্গণে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে উপস্থিত হলাম। স্বপ্নের কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলাম।

দীর্ঘ ১৮ মাস পর ১২ সেপ্টেম্বর কলেজে প্রবেশ করার সময় আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ রজনীগন্ধা দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে আমাদের বরণ করে নেন। এক অপূর্বরূপে কলেজ প্রাঙ্গণকে দেখতে পাই। ধীরে ধীরে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করি। প্রথম ক্লাসরুমে প্রবেশ। শ্রেণিশিক্ষক আমাদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানান। ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনে কলেজ প্রাঙ্গণ মুখরিত। সবার উপস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় শ্রেণিশিক্ষক আমাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন। অতঃপর শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলেজ জীবনের প্রথম দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলো। যেহেতু দুই পিরিয়ড ক্লাস, তাই দ্বিতীয় পিরিয়ডে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আমাদের আগমনকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে কলেজ প্রাঙ্গণকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিলো। এই বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়,

অধ্যক্ষ স্যার ও উপাধ্যক্ষ স্যারসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা। অবশেষে স্বপ্ন হলো সত্যি। এভাবেই নতুনত্বকে সঙ্গী করে প্রতিদিন ক্লাস করে যাচ্ছি। প্রতিদিন নতুন নতুন বন্ধুদের সাথে পরিচিত হওয়া, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শোনা, কলেজ জীবনকে উপভোগ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রতিটি দিন শুরু হয় কলেজে যাওয়ার আনন্দ দিয়ে।

হার না মেনে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই সাহসীদের কাজ। আজকের দিন কঠিন ভেবে বসে থাকা যাবে না কারণ আগামীতে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে তা আমরা কেউই জানি না। মহামারি পরবর্তী সময়ে কলেজ প্রাঙ্গণে সশরীরে উপস্থিত হতে পেরে আনন্দবোধ করছি। শুধু তাই নয় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর একজন শিক্ষার্থী হতে পেরে গর্ববোধ করছি। পরিশেষে এতটুকুই বলতে চাই, মাঝে মাঝে জীবনে কিছু পরিবর্তন আসা জরুরি। করোনা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। মহামারির এই দুঃসময় অতিক্রম করে পুনরায় শিক্ষাঙ্গণে ফিরে আসতে পারাটাই করোনাকালীন এই সময়ের সবচেয়ে বড় অর্জন।







## আমিও হতে চাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য

সামিও আহমদ প্রব

শ্রেণি-১২শ, শাখা-D, রোল-৯৭

“বল বীর চির উন্নত মম শির”

বিদ্রোহী কবির এই বাণীতে সদাপ্রদীপ্ত প্রত্যেক সেনাসদস্য সদা নিয়োজিত জাতি ও দেশের স্বার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগে। এ জাতি বীরের জাতি। নিজের দেশমাতৃকার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে এ জাতির।

এই পেশায় মাতৃভূমির স্বার্থে সর্বদা ও সরাসরি নিয়োজিত থাকার কোনো বিকল্প নেই। সুশৃঙ্খল মহৎ ও গৌরবময় এই পেশা শৈশবকাল থেকে ছিল আমার আকর্ষণের কেন্দ্র। শৈশব থেকেই যে স্বপ্ন দেখেছি আজও তা আমার মনে উঁকি দেয়। অনুভূতি জাগে দেশমাতৃকার স্বার্থে নিজেকে প্রস্তুত করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর। ছেলেবেলায় বাবার চাকুরিসূত্রে সাভার অবস্থানকালীন বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে পড়া শুরু হয়। আমার প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক। চেয়ারম্যান মহোদয় থেকে শুরু করে সকলেই ছিলেন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম, কানুন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ দেখে কী যে মোহিত হয়েছি! সেই প্রতিষ্ঠানটিতে তিন বৎসর পড়াশোনা করার পর আমার ময়মনসিংহে আসা। কৈশোর বয়সে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের ঝোঁক যেন আরো বেড়ে গেল। সেই অনুপ্রেরণা থেকে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ভর্তি হই।

বই পড়ে ও নিজ আগ্রহ থেকে জানতে পারলাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর স্থল শাখা। এই বাহিনীর প্রধান কাজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও উন্নয়নে এই বাহিনী জনবল নিয়োগ ও কাজে বদ্ধপরিবর্তন। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে ৭টি কোর নিয়ে যাত্রা শুরু করে এই বাহিনী। ১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম শর্ট কোর্স পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতার অমর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবীন সেনা অফিসাররা দেশমাতৃকার সেবা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। কুমিল্লা সেনানিবাসে এই পাসিং আউট অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ ও বর্হির্বিশ্বে সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাউন্টার ইন্টালিজেন্স অভিযানে জড়িয়ে পরেছে সেনাবাহিনী শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে, যারা উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য লড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য সেনাবাহিনী প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ঐসব এলাকার মানুষদের খাদ্য ও ঔষধসহ সকল ধরনের সাহায্য সেনাবাহিনী পৌঁছে দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উদ্ধার অভিযান পরিচালনাসহ ত্রাণ বিতরণের



মতো দুঃসাধ্য কাজে দায়িত্ব পালন করে যায়। ২০২০ সালের করোনা মহামারিতেও সেনাবাহিনীর অবদান ছিল প্রশংসনীয়। সেনাসদস্যরা দুস্থ মানুষের খাবার পৌঁছে দেয়া, মাস্ক বিতরণ, জনসচেতনতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম এর মধ্যে ১ মিনিটের বাজারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিম্ন আয়ের মানুষকে খাবারের যোগান ও গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে। এতে এক ঘন্টায় ২০০০জন মানুষ বিনামূল্যে উপহার স্বরূপ খাদ্যসামগ্রী পেয়েছে।

বহির্বিশ্ব শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কার্যক্রম অতি প্রশংসনীয়। ১৯৯১ সালে ১ম উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২,১৯৩ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি দল সৌদি আরবে এবং কুয়েতে যায় পর্যবেক্ষক হিসেবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এছাড়াও নামিবিয়া, কম্বোডিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, মোজাম্বিক, হাইতি লাইবেরিয়া, তাজিকিস্তান, পশ্চিম সাহারা, সিয়েরা লিওন, কঙ্গো, আইভেরি কোস্টসহ বিশ্বের অনেক দেশে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী যেখানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না, ঠিক সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও সম্মানের স্থান। সিয়েরালিওনের

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা মর্যদা পেয়েছে। শান্তি রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গেরও বহুল ঘটনা রয়েছে আমাদের সেনাবাহিনীর। এ পর্যন্ত ৮৮জন সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের উচ্চ পদগুলোতে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারীদের অবদানও কোনো অংশে কম নয়। ২০০০ সাল থেকে নারীরাও সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস দল প্যারা কমাণ্ডোতেও নারীরা স্থান করে নিয়েছে। ২০১০ সালে আর্মি মেডিকেল কোরে প্রথম নারী মেজর জেনারেল হিসেবে ডাঃ সুসানে গীতি পদোন্নতি পান। দুইজন নারী বৈমানিকও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে ২০১৭ সালে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল বাহিনীতে যোগদান করে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো গৌরবময় কাজে অংশগ্রহণ করতে চাই আমি। পেতে চাই গৌরবময় জীবনের স্বাদ। সেবাব্রতে যুক্ত থেকে নিজের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে এই পেশার কোনো বিকল্প নেই। তাই আমিও হতে চাই বাংলাদেশ সেবাবাহিনীর একজন গর্বিত সেনা সদস্য।







## লকডাউনে আমার প্রাপ্তি

আলফি আরিয়ান

শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-B, রোল-৩৬

আমার বয়সী ছেলেরা যখন বাই-সাইকেল চালিয়ে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে যেত, আমার তখন বাই-সাইকেল চালাতে খুব ইচ্ছে করত। একদিন আমার সেই কাজিফত সাইকেলটি পেয়ে যাই আমার একমাত্র মামার কাছ থেকে।

আমি ভাবতাম, সাইকেল চালানো কী কঠিন কাজ?

চালাতে গিয়ে আমার মাথায় পড়েছে বাজ!

কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বিতীয় দিনেই আমি সম্পূর্ণ প্যাডেল ঘুরিয়ে সাইকেল চালাতে সক্ষম হয়েছি। সবাইতো অবাক, এত দ্রুত শিখে গেছি! অধ্যবসায়ই সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু এর জন্য মূল্যও কম দিতে হয়নি। যেমন-হাতে পায়ের বিভিন্ন জায়গায় কাটা-ছেড়ার চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। শহরে সবাই যখন লকডাউনে তখন গ্রামে এসে আমি মুক্ত-স্বাধীন। নতুন এই সঙ্গীটি আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে করোনাকালীন এ সময়ে।

আমার জন্মদিনে মামা দিয়েছিল বাই সাইকেল আর বাবা কিনে দিয়েছিল কালো রঙের মাছ ধরার ছিপ (Fishing Rod) Discovery চ্যানেলে আমি যখন Jeremy wade এর River Monsters অনুষ্ঠান দেখি তখন মনে মনে একটি (Fishing Rod) কেনার ইচ্ছে পোষণ করেছি। দু'একবার তা বাবাকে বলেও ছিলাম। আর জন্মদিন উপলক্ষে সেটা হাতে পেয়ে আমি খুশিতে

আত্মহারা। আমাদের সব থেকে বড় পুকুরটাতে বাবা নিয়ে গেল মাছ ধরতে। পুকুরের চারপাশটা ঘেরা আছে সুপারির বাগানে। বাবা চার ফেলে ছিপটি আমার হাতে ধরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর যেইনা পাত্র কাঠিটি নড়তে শুরু করল ঠিক তখনি হেঁচকা টানে মাছটি বড়শিতে গেঁথে নিলাম। এরপর চলল মাছটার সাথে আমার মিনিট দশকের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই। সার্বক্ষণিক নজরদারিতে বাবা আমার পাশেই ছিলেন। অবশেষে ৩ কেজি ওজনের একটি রুই মাছ শিকার করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমি।

আমার বয়সী ছেলের জন্য ৩ কেজি ওজনের মাছ শিকার করা যথেষ্ট বৈকি।

বন্ধুরা, তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি কখনও একা একা মাছ ধরতে যেও না। সাঁতার না জানলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে।

লকডাউনের সময়কালে আমার জীবনের কিছু ভাল লাগা এবং আনন্দের অনুভূতি গুলো তোমাদের কাছে বলতে চেয়েছি এই লেখার মধ্য দিয়ে। শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে গ্রাম্য পরিবেশে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছি। যেখানে আছে বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, আর সুনির্মল বাতাস। লকডাউনে এটা আমার বড় প্রাপ্তি।

ভয়কে জয় করে পরিবারের সহযোগিতায় করোনাকালীন এই সময়টা মুক্তচিত্তায় আর মুক্তপরিবেশে থাকতে পেরেছি।







## অহংকার পতনের মূল

তামিমা নুসরাত

শ্রেণি-৯ম, শাখা-B, রোল-১১৮

কাঁঠালতলা লেনে পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি একতলা দালান, অপরটি টিনের ছাউনি বেড়ার ঘর, দালানে থাকেন এ্যাডভোকেট মারুফ সাহেব, আর বেড়ার ঘরে থাকেন এক প্রাইভেট ফার্মে চাকুরীজীবী নূর মিয়া। মারুফ সাহেবের কনিষ্ঠ মেয়ে শিরীন আর নূর মিয়ার প্রথম মেয়ে জিন্নাত-দুই জনেই প্রায় সমবয়সী, মাত্র তিন চার মাসের ব্যবধান, মারুফ সাহেব নূর মিয়ার চেয়ে অবস্থাপন্ন লোক বলে মেয়ে শিরীনকে কিভারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করেছে। কিন্তু নূর মিয়ার পয়সা কম বলে মেয়েকে প্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করেছে। দশ বছরের মেয়ে জিন্নাতকে ঘরের অনেক কাজে তার মাকে সাহায্য করতে হয়। কেননা জিন্নাতদের ঘরের কাজের লোক নেই, জিন্নাতকে বাইরের কল থেকে পানি আনতে হয়, দোকান থেকে সওদাপাতি আনতে হয় ইত্যাদি। ঘর ভাড়া দিতে, আর চাল-ডাল-তেল-নুন কিনতেই নূর মিয়ার সব পয়সা ফুরিয়ে যায়। তাই মেয়েকে ভালো জামা-জুতোও কিনে দিতে পারে না নূর মিয়া। আর এদিকে শিরীনকে ঘরের কোন কাজ করতে হয় না বরং তার সব কাজ তার আম্মা, বোন ও কাজের লোকেরা করে দেয়। শিরীনকে তার বাবা-মা দামি দামি জামা ও জুতো পরায়। এক কথায় ঐশ্বর্য এবং অতিরিক্ত আদর-আবদার তাকে ছোটবেলা থেকেই অহংকারী করে তুলেছিলো। লেখাপড়ায় এনে দিয়েছিল অবহেলা, কাজের প্রতি এনে দিয়েছিল অনীহা আর ঘৃণার ভাব। যার ফলে সে তার সমবয়সী জিন্নাতের সাথে মিশতে ঘৃণা করতো, খেলতে চাইতো না এবং কথা বলতো না, জিন্নাতের একারণে খুব মন খারাপ থাকতো।

এতো কাজের মাঝে এবং এতো অনাড়ম্বর জীবনের মাঝে থেকেও জিন্নাত কখনো পড়াশোনায় অবহেলা করতো না। যার ফলে দেখা গেলো প্রত্যেক বছর জিন্নাত ক্লাসে প্রথম হয় আর শিরীন কাটায় কাটায় নাম্বার পেয়ে পাশ করত।

পঞ্চম শ্রেণিতে উঠার পর জিন্নাত তাদের স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেলো। আর শিরীন বৃত্তি পরীক্ষায় ফেল করলো। শিরীনের মা-বাবার অনেক মন খারাপ হলো। শিরীনকে

তার মা রাগ করে বলেন, অতিরিক্ত সোহাগে তুমি বখে যাচ্ছ, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। এতো সুযোগ-সুবিধা পেয়েও লেখাপড়ায় ভালো করতে পারছ না। জিন্নাত এত অসুবিধার মাঝেও ভালো করেছে। তুমি অতিরিক্ত আদরে অহংকারী হয়ে উঠেছো। জিন্নাতকে ঘৃণা করার যে অহংকার তোমার, সে অহংকার তোমাকে ভাঙতে হবে, কাউকে তুমি ঘৃণার চোখে দেখবে না। সব মানুষের সাথে তুমি মিশবে, না হলে তুমি কোনদিন পড়াশোনায় উন্নতি করতে পারবে না। জীবনে উন্নতি করতে পারবে না, কারণ অহংকার পতনের মূল। আল্লাহ তায়াল্লা অহংকারীদের পছন্দ করেন না। মায়ের কথা শুনে শিরীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেক কাঁদলো। তার এই ছোট্ট জীবনে সে আগে কোনদিন বকুনি খায়নি। তাই আজ মা-বাবার বকুনি খেয়ে অভিমানে তার ছোট হৃদয়খানি ভেঙ্গে গেলো। সেই সাথে ভেঙ্গে গেলো তার ছোট মনের অবুঝ অহমিকা। শিরীন এখন আর অহংকার করে না। জিন্নাত তার খুব ভালো বন্ধু। এখন মা-বাবার কথা শুনে মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে এবং ধীরে ধীরে লেখাপড়ায় উন্নতিও করেছে। শিরীনকে তার মা-বাবা এখন আগের মতোই ভালোবাসে।







## প্রশান্তি

ইমরান হাসান

শ্রেণি-১২শ, শাখা-D, রোল-১৬৭

মনের মাধুর্য মাখিয়ে কোনো কিছু লেখার সামর্থ আমার নেই। তবে নিজের অভিজ্ঞতা সাবলীল ভাষায় কিছুটা বর্ণনা করতে পারি। সেরকম একটা অভিজ্ঞতার কথাই না হয় আজ বর্ণনা করি। সেটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। তখন সবেমাত্র ক্লাস ফাইভে উঠেছি। আমার স্কুলটা আমার বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে ছিল। সেটি আমার গ্রামে নয়, অন্য গ্রামে অবস্থিত। ঘটনাটা সে গ্রামেরই একজন প্রবীণ বৃদ্ধাকে নিয়ে। বৃদ্ধার বয়স আনুমানিক পঁচাত্তর বছর হবে। গ্রামের বৃদ্ধ মহিলা তাই বয়সের ভারে কাবু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের টিফিন বিরতির ঠিক কিছুক্ষণ পর সে প্রতিদিনই আমাদের ক্লাসের সামনে মাঠে এসে দাঁড়াতো। কিন্তু কখনো মুখ ফুঁটে আমাদের কিছু বলতো না। একদিন আমরা তার সম্পর্কে জানার জন্য তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর জানলাম, তার স্বামী মারা গেছে কয়েক বছর আগে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েতো শ্বশুরবাড়ি থাকে। আর ছেলেটাও

ঠিক মতো খাবার দেয় না। আত্ম সম্মানে লাগে তাই কারো কাছে হাত পাততেও পারে না। সেদিনের পর থেকে আমরা বন্ধুরা টিফিনের অর্ধেক টাকা তার জন্য জমাতাম। প্রতিদিন সে যখন আসতো তখন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা তার হাতে দিয়ে দিতাম। তবে একটা জিনিস আমাদের সব সময় হতাশ করতো, সেটা হলো তিনি প্রতিদিনই এক কাপড় পরে আসতো। মানে এ থেকে এতটুকু বুঝেছিলাম যে তার সম্ভবত আর কোনো কাপড়ই ছিল না। তাই একদিন বন্ধুরা মিলে তাকে চমকে দেয়ার জন্য টিফিনের টাকা জমিয়ে তার জন্য সুন্দর দেখে একটা কাপড় কিনে আনলাম। পরদিন সে যখন আসলো তখন তাকে কাপড়টি দেয়ায় সে নিল ঠিকই কিন্তু খেয়াল করলাম তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেছে। পরদিন সে নতুন কাপড়টা পরে আমাদের সামনে এসে সবাইকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। সে হাতের ছোঁয়ায় যে প্রশান্তি পেয়েছিলাম সেটা আর কখনো কোনো প্রাপ্তিতে পাই নি। হয়তোবা আর কখনো পাবোও না।







## পিয়ালের গাছ

তাসনোভা তাবাসসুম অরিন

শ্রেণি- ১২শ, শাখা- F, রোল- ৫৩৩

ছুটির পর স্কুলের সামনে একটা গাছের গোড়ায় বসে মিনিট বিশেক ধরে অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে গেলে সে। ছুটির পরে বসে বসে পুরোনো হোমওয়ার্ক করে। তাপসী আপা অন্য আরেকটা ক্লাস শেষে বাড়ির কাজ দেখে তারপর তাকে ছুটি দেন। মাঝে মাঝেই বাড়ির কাজ না এনে তাপসী আপার কাছে শান্তি পায় হিমেল। তবু যদি শোধরায়। অথচ প্রতিদিন বিকেলে বাড়ির কাজ ফেলে খেলতে যায়। গাছের গোড়া চারপাশ থেকে ইট সিমেন্ট বাঁধানো। তাই বসতে সুবিধা। তা ছাড়া ঝিরিঝির বাতাসে দারুন লাগে। দুচোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। শনিবারে বাবা ওকে নিতে এলে এই গাছের গোড়ায় বসে অপেক্ষা করেন। হিমেলের আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? আরেক পশলা ঝিরিঝির বাতাস বয়ে গেল। পিয়ালের বেশ ভালো লাগে। গাছটাকে ধন্যবাদ দেয় সে। ধন্যবাদ পেয়ে গাছটা খুশি হল। তার এত বয়স হল, এত এত লোক তার ছায়ায় বসে ক্লান্তিতে শরীর জুড়াল, কিন্তু কারও কখনও ধন্যবাদ দেবার কথা মনে এল না।

অথচ এই ছেলেটা কিনা!

-‘তোমাকেও ধন্যবাদ।’

চমকে আশেপাশে তাকাল পিয়াল। ও গাছটাকে ধন্যবাদ দিল, ওকে আবার কে ধন্যবাদ জানাল!

গাছটা বলল, ‘আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তুমিই প্রথম আমার ছায়ায় বসে আমাকে ধন্যবাদ দিলে। তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানালাম।’ অবাক চোখে গাছটাকে দেখল পিয়াল।

-‘এতো অবাক হচ্ছে কেন? আমি কি তোমার সাথে কথা বলতে পারি না?’

পিয়াল বলল, ‘না, অবাক হচ্ছি তোমাকে কখনও কেউ ধন্যবাদ জানায়নি শুনে।’

-ঠিকই বলেছি। ধন্যবাদ দেবার মন থাকলে কি আর এমন করে আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখত?’

-‘বেড়ি পরিয়ে রেখেছে কোথায়?’ পিয়াল জানতে চাইল।

‘বেড়ি নয় তো কি? দেখছ না আমার গোড়াটা কেমন ইট সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে। একবার ভাবো, আমার কী কষ্ট! তা ছাড়া ভালো খেয়ে-দেয়ে স্বাস্থ্যটা একটু ভালো হলেই সমস্যা! তখন এই ইট সিমেন্টের বেড়ি আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে চেপে ধরে। আমার বেশ কষ্ট হয় তখন। তাই তো আমি এখন কম কম খাই। কিন্তু এরকম কম খেলে আমি তো এক সময় পুষ্টির অভাবে মরে যাব।’

-গাছের কথা শুনে চমকে উঠল পিয়াল। এভাবে একটা গাছ মরে যাবে! না না, তা কেমন করে হয়! পিয়ালের দৃষ্টি গেল আশেপাশের অন্য গাছগুলোর দিকে। আরেকবার চমকে উঠল সে। এ কী! ছোট-বড় সব গাছেরই তে একই অবস্থা। ইট সিমেন্ট দিয়ে গাছের গোড়াগুলো এমনভাবে বাঁধিয়ে রেখেছে যেন ওরা আর বড় হবে না! ইতিমধ্যে হিমেল এল। এসেই বলল,

-‘দূর আজকেও দেরি হয়ে গেল।

-‘শোন, একটা কাজ করতে হবে আমাদের।’

-‘কী কাজ?’ বিরক্তি মেশানো গলায় হিমেল জানতে চায়। গাছগুলোকে দেখিয়ে পিয়াল বলে,

-‘ওদেরকে মুক্ত করতে হবে’। হিমেল হেসে বলল,

-‘কী বোকার মতো কথা বলছিস? গাছগুলো কি বন্দি?’ হিমেলকে সব বুঝিয়ে বলে পিয়াল। সব শুনে হিমেল বলে,

-‘ঠিক বলেছিস, সত্যিই কষ্ট হচ্ছে গাছগুলোর জন্য।’ পরদিন ক্লাস শেষে তাপসী আপাকে পিয়াল বলে,

-‘আপা, একটা কথা বলব কি?’

তাপসী আপা আত্মহের সঙ্গে বললেন, ‘বলো, কী বলবে।’ ‘কিন্তু কথাটা বলার আগে আপনাকে একটু স্কুলের গেটের বাইরে যেতে হবে। তাপসী আপা ভেবেছেন পড়াশোনা নিয়ে কথা। কিন্তু বাইরে যেতে হবে শুনে অবাক হলেন স্কুল গেটের বাইরে আবার কীসের কথা! পিয়ালকে নিয়ে আপা যখন পা বাড়াবেন, তখন হিমেল বলল,



-‘আপা, আমিও যাব।’ পিয়াল আর হিমেল স্কুল গেটের বাইরে এসে আপাকে গাছগুলোর কষ্টের কথা বলল। সব শুনে আপা বললেন,

-‘খুবই ভালো একটা কথা বলেছ পিয়াল। আমি আজই হেড স্যারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে বলব।’

সে দিনের অ্যাসেম্বলি শেষে তাপসী আপা বললেন, ‘হেড স্যার আজ তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন।’

সবাই কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হেডস্যার বললেন, ‘চোখ মেলে আমরা চারপাশে তাকাই ঠিকই। কিন্তু ভালো করে সব কিছু দেখি না। অথচ অনেক কিছুই আছে, যাতে নজর না রাখলে আমাদেরই ক্ষতি। তেমনি একটি বিষয় নজরে এনেছে আমাদের স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র এহসানুল হক পিয়াল।’ হেডস্যার পিয়ালের নামটি উচ্চারণ করতেই লাইনে দাঁড়ানো সব ছাত্রছাত্রীর চোখ পিয়ালকে খুঁজতে শুরু করে। অনেকগুলো মাথা এক সঙ্গে ঘুরে যায় ক্লাস ফোরের

লাইনটির দিকে। হেডস্যার বললেন, আমাদের স্কুলের সামনের গাছগুলোতে ইট-সিমেন্টের বেড়ি পরানো। এতে গাছগুলো ঠিক মতো বেড়ে উঠতে পারে না। শুধু আমাদের স্কুলের সামনে নয়, সারা দেশে ইট সিমেন্টের বেড়ি পরানো এমনি অনেক গাছ রয়েছে। এই বেড়ি থেকে গাছগুলোকে মুক্ত করতে হবে। তাই আমি আশা করব, পিয়ালের মতো যে যার এলাকায় এমন অসহায় গাছগুলোকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসবে। কারণ আমাদের প্রকৃতি আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। আমরা খুব দ্রুত আমাদের স্কুলের সামনের গাছগুলোর বেড়ি খোলার ব্যবস্থা করব।’ তারপর একদিন সত্যিই স্কুলের সামনের গাছগুলোর ইট পাথরের বেড়ি তুলে ফেলা হল। এখন গাছগুলোর দিকে তাকালেও বেশ হালকা লাগে। যেন বুক থেকে পাথর নেমে গেছে। যে গাছটার কারণে অন্য গাছগুলোও বেড়ি থেকে মুক্তি পেল, সবাই তার নাম দিল ‘পিয়ালের গাছ’। শুনে পিয়ালের অনেক আনন্দ হল। গাছগুলো বেড়িমুক্ত হয়েছে, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে!







## মনে পড়ে স্কুলের দিনগুলি

উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়া

শ্রেণি-১২শ, শাখা-F, রোল-৪৫৭

ক্লাস টেনে ওঠার পর আমার খেয়াল হলো আমি ইশকুল জীবন প্রায় পেরিয়ে এসেছি। প্রথমে ‘মুন শাইন’-সাদা শার্ট আর ছাইরঙা স্কার্ট পরে নানাভাইয়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় হেড স্যারের থেকে গোটা কয়েক চকলেট নিয়ে বাসায় ফেরা। বছর চারেক এভাবেই কেটে গেল।

ক্লাস টু’তে ওঠার পর শুনলাম আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হবে। আরো শোনা গেল, ক’মাস পর থেকে আমাকে নাকি সেখানেই রাতে থাকতে হবে। এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে এবং মার বাম হাতে মাথা না রেখে ঘুমোনো আমার পক্ষে তখন অসম্ভব। আরো শুনলাম সেখানে কোনো ছুটি নেই, বিকেলে বালুতে খেলা যাবে না, অশ্রু বিসর্জনে মিলবে না কোনো নতুন বই। এসব কষ্টের চেয়ে বড় কষ্ট ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠা। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেকে তখন বন্দি রাজকন্যার চেয়েও বেশি দুঃখী বলে মনে হতো। আমি হাজার কাঁদলেও আমার চোখ লাল হতো না, খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে চোখ লাল করতাম শুধু আম্মুর মুখে “হইসে থাক, চেচানো লাগবে না, ঘুমা গিয়ে” এই কথা শোনার জন্য। ভর্তি হলাম। প্রথমেই সেখানে আমার নাম পাল্টে ফেলা হলো। উম্মা’র বদলে আমার নাম রাখা হল উম্মে। মাদ্রাসাতেই আমার প্রথম জ্বীনেধরা রোগীর সাথে সাক্ষাৎ। তবে জ্বীনেধরা রোগীর চেয়ে আশেপাশের অন্যদের কাছে আমি-ই বেশি আনন্দদায়ক প্রাণি। আমি যাই করি, সবাই তাতেই মজা পায়। আমিই একমাত্র, যার বাসা থেকে বলা আছে যাতে তাকে কোনো প্রকার মারধোর না করা হয়। সুতরাং আমাকে দেখে বিনোদন পাওয়াটা মোটেও দোষের না।

আট মাস পর ভাইয়ার তুমুল আন্দোলনের মুখে আমার মাদ্রাসার ল্যাঠা চুকলো। আমাকে ভর্তি করানো হল শাহীন কোচিং সেন্টারে। আমার ক্লাসরুমটা ছিল এক কোণার দিকে। ঘিঞ্জি আর অন্ধকার একটা রুম। সেখানে টুশির হাতের চেয়ে ইনকার চুলের বেণী মোটা কিনা তাই ভাবতে-ভাবতে একটা বছর চলে গেল। আম্মুর মনে হল আমি ধাই করে বড় হয়ে গেছি, ক্লাস ফোরে আমাকে মানায় না। সিক্স-সেভেনে দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু সেটা যেহেতু সম্ভব না সেহেতু ফাইভ-ই সই।

এবার আমার গন্তব্য আম্মুর স্কুল, ভাবখালী। বছরে শুধু পরীক্ষা দিতে, নয়তো আম্মুর সাথে ঘুরতে স্কুলে যাই। ক্লাস করার বালাই নেই, মাঠের মাঝে আম গাছটা ঘিরে চক্কর দিই, নয়তো বাচ্চাদের “আকাশ ভেঙে পড়া” টাইপের বই পড়ি।

পিইসি’র পর এবার ‘হলি ক্রিসেন্ট’। দীর্ঘ তিন বছর পর আবার স্কুল ড্রেস। ‘মুন শাইন’ আর ‘হলি ক্রিসেন্টের’ ড্রেসের রঙ এক, তবে ড্রেস এক রকম না। স্কুল ড্রেসে নিজেকে কেমন দারোগা-দারোগা লাগে। একদিন যাই তো পরদিন আমার অবধারিতভাবেই চোখ ব্যথা, দাঁত ব্যথা, কান ব্যথা ইত্যাদি অজুহাতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ। ‘ডানপিটে ডাবলু,’ ‘ইতিকথা’ পড়ি আর সেভেনে উঠার জন্য ভেতরে-ভেতর উন্মুখ হয়ে রই। এভাবে পার হল একটা বছর। তারপর ক্লাস সেভেন। ঠিক হল স্কুল পাল্টানো হবে। ভাইয়ার কথায় এবার আফরোজ খান মডেল স্কুলে ভর্তি হলাম।

ফেব্রুয়ারির, ২০১৬। আম্মুর সাথে গিয়ে ভর্তি হলাম। আজিজ স্যার চার তলায় নিয়ে গিয়ে ক্লাসরুম দেখিয়ে দিলেন। কোনো দিকে না তাকিয়ে শেষের আগের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। কারোর সাথে কোনো কথা নেই। টিফিনে মালিহা ছুটিকে বগলদাবা করে নিয়ে আমার কাছে হেলতে-দুলতে এসে উপস্থিত। ধপ করে সামনের বেঞ্চটায় বসে আমার গালটা ধরে টান দিয়ে ছুটির উদ্দেশ্যে বললো, “ইয়াল্লা দেখ কতো কিউট!” এমনিতেই আমি ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে। এই মেয়েটাও দেখা যায় মাশাল্লাহ আমার মতোই। সে আমাকে তার সাথে নিয়ে প্রথম থেকে দ্বিতীয় বেঞ্চটায় বসালো। আমি নতুন তাই কোন রকমে চুপ করে আছি। পেটের ভেতর কথা গুড়গুড় করছে অথচ বলা যাচ্ছে না। মালিহা নীচের তলায় নাকি অন্য কোথায় জানি গেছে। এসময় সামনের বেঞ্চ বসা সামিহা তার বেঞ্চ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললো “তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে তাইনা?” আমি বেশ থতমত খেয়ে গেলাম। নাম জিজ্ঞেস করা বা ফর্মালিটির ধার দিয়ে না গিয়ে এই মেয়ে আমাকে কী সব প্রশ্ন করে! কিন্তু সবার কাছে “ফাস্ট গার্ল হইসে তো, তাই বেশি ভাব নেয়া”-সেই মেয়েটা আস্তে-আস্তে আমার বেশ কাছের হয়ে গেল। তবে ভাব যে সে নিতো না, তা না।



স্পোর্টসের দিন আমি-ই ওর পিছু-পিছু ঘুরে জিজ্ঞেস করেছি পিকনিক বাসে সে আমার সাথে বসতে আগ্রহী কিনা? কিন্তু সে কিছুই বলেনি সে দিন। অথচ আমার পাশে বসা নিয়ে পিকনিকের দিন সামিহা ও মালিহার মধ্যে তুমুল ঝগড়া। বর্ণা, শশী, প্রত্যাশার সাথে সেভেনে তেমন ভাব ছিল না। অতিরিক্ত চুপচাপ প্রত্যাশা নামের এই মেয়েটাকে প্রথমবার ফোনে যখন জোরে হাসতে শুনেছিলাম, বেশ অবাকই হয়েছিলাম। শেষের দিকে প্রত্যাশার সাথে আমার সখ্যতা বেড়ে গেল। নাইনে বার্ষিক মিলাদের দিন থেকে কাছের মানুষ হয়ে গেল মম। যদিও এদের সবারই তখন ধারণা আমার সব চেয়ে প্রিয় বান্ধবী হলো নিশাত, অর্থাৎ সুপ্তি মানে সামান্য।

আস্তে-আস্তে আমাদের ৬ জনের গ্রুপটার সারাক্ষণ কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকা শুরু। একসাথে গল্প করি, নিজেরটা বাদে মানুষের সমালোচনা করি। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একসাথেই পথবন্ধু নিয়ে কী কী করা যায়- তাই নিয়ে গবেষণা করি। করিডোরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে “মানবো না, আমি মানি না” গাই। সিসি টিভি নেই, এমন রুমে গিয়ে “আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম” গানে হাত-পা ছুঁড়ে নাচি। ক্লাসরুমে বসে গলার রং ফুলিয়ে জেমসের গান গাই। ঝগড়া করি, বাসায় এসে কান্নাকাটি করি, মনে মনে মান-অভিमानে মাতি, পরদিন আবার ঝামেলা মিটে যায়।

ক্লাস টেনে উঠে মনে হল, এবার অন্তত রেগুলার স্কুলে যাওয়া উচিত। সেভেন-এইট-নাইন তো চলেই গেল। আর ক’দিন পর জোছনা রাতে ছাদে বসে “দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না” গান ধরতে হবে। গ্যাস্ট্রিক-ট্যাস্ট্রিক যাই থাক, তবুও স্কুলে যাই। গাঙ্গিনারপাড়ে বই কিনতে যাই, রিকশায় উঠে বসলেই কান্না পায়। ক্লাসে হাসাহাসি হচ্ছে, হট করে কষ্ট লাগে। গান ধরবো একসাথে, কেমন জানি লাগে। হারানোর কষ্ট, ছেড়ে যাওয়ার ভয় জেকে বসে হৃদয়ে। তবে কখনোই বলবো না যে, স্কুল আমাদের সুখস্মৃতি ছাড়া কিছু দেয়নি। এ কথা বললে প্রতিদিন সিটি

দিতে দিতে ক্লান্ত হাতদুটোর সাথে স্নেহ বেইমানি করা হবে। তবে এইটুকু সত্যি যে এখান থেকে পাওয়ার খাতাটা মোটেও শূন্য নয়।

কয়েক বোশেখ পর হট করে মনে পড়বে, এখানে প্রত্যাশা সামিহা আর মম’র মতো অসাধারণ কয়েকটি মুখ ছিল। এখানে আজাদ স্যারের মতো অসাধারণ টিচার আর আফরোজ স্যারের মতো বটবৃক্ষ ছিল।

জীবনের তিনটা বসন্ত একসাথে কেটে গেল। গত তিনটা শ্রাবণ আমরা একসাথে বৃষ্টি দেখেছি। হুড ফেলে চিৎকার করে “বৃষ্টি ছুঁয়ে” গেয়েছি। গত তিনটা ফাল্গুন একে-অন্যের মনের অদ্ভুত সব অদেখা রঙের সাথে পরিচিত হয়েছি। তিন চৈত্রের উত্তাপ মাথায় নিয়ে পালা করে “চৈত্রের দ্বিতীয় দিবস” পড়েছি। ক্লাসে “কোন কথা না বলা লক্ষ্মী মেয়ে” উপাধিতে ভূষিত হয়ে ১০ মিনিটে লেখা ৩৭টা নোটের দিকে চেয়ে মাথা নুইয়ে হেসেছি। সাদামাটা ছয়টা চেহারায় আমরা বর্ষার আকাশ দেখেছি হাজারো বার। নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে কক্সবাজারে যাবার সময় কোন কোন গান গাওয়া হবে তার লিস্ট করেছি। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নাহা রোডের মোড়ের চা খেয়েছি। ডিবেটের সময় আয়াতুল কুরসী পড়ে একে অন্যকে ফুঁ দিয়েছি। মাথা নিচু করে ছলছল চোখে “কথোপকথন” আর “বছর চারেক পর” আবৃত্তি করেছি। ছোট-খাটো এসব গল্পগুলো এখন প্রতিদিনকার রোজনামা। একটা বছর পর আর চাইলেও এভাবে প্রাণখোলা হাসিতে একসাথে মেতে ওঠা যাবে না। বেঁচে থাকার এত-শত প্রেরণার পরও মিথিলা আবেগপ্রবণ হয়ে বলছে “দোস্ত, বাঁচতে সত্যি আর ইচ্ছা করে না রে!” অথচ মিথিলা এখনও দিবি বেঁচে আছে, ভালো ছাত্রী হয়ে।

বুকের ভেতর এসব ছেঁড়া স্মৃতি নিয়ে বছর বিশেক পৃথিবীর বুকে এমনি বেঁচে থাকা যায়। সত্যি স্কুল জীবন বাঁধনহারা প্রদীপ্ত সম্ভাবনাময় জীবনের আরেক নাম। ভালো থাক প্রিয় স্কুল, ভালো থাক প্রিয় মুখগুলো।







## নানি-নাতি করোনা পজিটিভ

সায়মা আক্তার

শ্রেণি-৭ম, শাখা-D, রোল-১৬৮

[সময় : ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

স্থানঃ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

কুশীলব : নানি ও নাতি]

নানি: নাতি তরে আজকে এমন লাগতাকে কেন?

নাতি: তুমিই কও নানি আগে এই হানে কত মানুষ দেখছি পাশা-পাশি বইসা আছে। আর অহন দেহ, হগলের মুখে একটি কইরা পড়ি বাঁধা, বইছে কত ফাঁকে ফাঁকে। এইহানে হাজারের বেশি মানুষ থাকার কথা।

নানি: ওরে তুই কী করোনার কথা ভুইলা গেছস?

নাতি: ভুলি কেমনে? এই করোনাই তো এইভাবে বসাইতে কইছে। নানি, তোমার যদি করোনা টেস্টে পজিটিভ আসে তাইলে তুমি করোনা রোগী, তুমি একা হইয়া যাইবা। থাকার খুপরিতো একটা। আলাদা থাকবা কেমনে?

[নাতির প্রশ্নবানে নানি পেরেশান]

নাতি: নানি, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে? এমন ঘামতাছ ক্যান? জ্বর ছাড়ছেন?

নানি: কী প্রশ্ন?

নাতি: হাট্টিমাটিমটিম এটা কোন ধরণের প্রাণী?

নানি: আরে বেয়াকুপ সব জানছ, এইটা জানছ না? হাট্টিমাটিম টিম বইলা কোনো প্রাণী নাই।

নাতি: কিন্তু পৃথিবীতে এত প্রাণী থাকতে এই মিথ্যা প্রাণী দিয়া শিক্ষা দিতাকে কেন?

নানি: তাতে অসুবিধাটা কি?

নাতি: আবার দেখ 'অ'-তে অজগর, যা দেখলে বাচ্চারা ভয় পায়। 'অ'-তে কী অন্য কোনো প্রাণী ছিল না?

নানি: তর প্রশ্ন শুনতে গেলে পেশার হাই হইয়া যায়। আমি যাই, তুই থাক। আমার নাম ডাকতেছে।

নাতি: নানি, তুমি হুদাহুদি টেস্ট করাইতাছো। তুমি এমনেই পজিটিভ।

নানি: আমি পজিটিভ হইলে, তুই কী নেগেটিভ?

নাতি: না, হেই লাইগাইতো আমি টেস্ট করতাই না। তুমি পজিটিভ হইলে আমিও পজিটিভ। ২০০ টাকা বাঁচল। চাইর বেলা খাইতে পারমু হেই টেকা দিয়া।

নানি: কইলাম আমার কিছুই হয় নাই, তাও তুই এখানে লইয়া আইলি।

[১০ মিনিট পর]

নানি: বুঝলি নাতি, নাকের ভিতর ইয়া বড় কাটি দিয়া কী জানি দেখল।

নাতি: দেখল না, নিলো।

নানি: হুম, ল'বাড়িত যাই। (উভয়ের প্রশ্নান)

[১ দিন পর]

নাতি: নানি, 'পথশিশু' স্কুলের আরমান স্যার আইছিল। কইছে মোবাইলে ম্যাসেজ আইছে, তুমি পজিটিভ।

নানি: এখন কী করবি? আমার অইবোডা কী?

নাতি: কোয়ারেন্টাইনে থাকতে অইবো। তার আগে আরেকটা কাজ করতে অইবো।

নানি: কী কাজ?

নাতি: দরজায় নোটিশ ঝুলাইতে অইবো- 'নানি-নাতি করোনা পজিটিভ।'







## ঘুরে এনাম কক্সবাজার

এস, এম, যায়ান জামান  
শ্রেণি-৩য়, শাখা-A, রোল-২৫

একদিন বাসার ড্রইং রুমে বসে আমি, দাদাভাই ও মা-বাবা মিলে টেলিভিশন দেখছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম পানির ঢেউ অনেক উপর দিয়ে আসছে। তখন আমি মা'র কাছে জানতে চাইলাম পানি কেন এমন হচ্ছে? মা বললেন এটা সমুদ্র। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, সমুদ্র কি? মা বললেন, সমুদ্র হল লবণাক্ত পানির পরস্পর সংযুক্ত জলরাশি যা পৃথিবীর উপরিতলের ৭০ শতাংশেরও বেশি অংশ আবৃত করে রেখেছে। সমুদ্র পৃথিবীর জলবায়ুকে সহনীয় করে রাখে এবং পানিচক্র, কার্বনচক্র ও নাইট্রোজেনচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি মার কাছে আবদার করলাম, আমি সমুদ্র দেখতে যেতে চাই। মা তখন বাবা-র সাথে কথা বলে জানালেন যে আগামী সপ্তাহে আমরা সমুদ্র দেখতে যাব। মা বললেন, তোমার জন্য আরও সারপ্রাইজ আছে। আমি বললাম, কী? মা বললেন, এখন বলা যাবে না। পরবর্তীতে দেখবে।

ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে করে আমি, দাদাভাই, মা-বাবা পরের সপ্তাহে ঢাকা যাই। পরদিনই ছিল আমার জন্য সারপ্রাইজ। সেদিন আকাশ ছিল সুন্দর। গাড়িতে করে আমরা বাসা থেকে বের হই। আমি জানতে চাইলাম, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি মা? বাসস্ট্যান্ডে নাকি রেল স্টেশনে? মা বললেন, একটু পরেই দেখতে পারবে। একটু পরে দেখি আমরা যেখানে এসেছি সেটি হল হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা। আমি তো অবাক! টেলিভিশনে এতদিন যা দেখে এসেছি তার সামনে আমি আজ দাঁড়িয়ে, জীবনের প্রথম প্লেনে উঠবো। আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছিল তখন। আনন্দও লাগছিল একটু একটু। বাবা টিকিট নিয়ে আসল। আমরা প্লেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের প্লেন উড্ডয়নের সময় ছিল দুপুর ২.১৫ মিনিট। বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সে চড়ার জন্য এয়ারপোর্ট থেকে বাসে করে প্লেনের কাছে গেলাম। প্লেনটি ছিল অনেক বড়। সিঁড়ি দিয়ে প্লেনে উঠলাম। আমাদের সিট ছিল সামনের দিকে। আমি জানালার পাশে বসি। প্লেন যখন চলতে শুরু করল তখন আমার একটু ভয় লাগছিল। হঠাৎ করে দেখি প্লেনটা একটু ধাক্কা দিয়েই মাটি থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। নিচে ঘরবাড়ি, মাঠ-ঘাট, গাড়ি সব ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে। একটু পরে দেখি

মেঘের মাঝে আমাদের প্লেন। কী সুন্দর সে দৃশ্য! মেঘ দেখতে তুলোর মতো লাগছিল। আমার খুব মজা লাগছিল। আমি শুধু আকাশ আর মেঘের দিকে তাকিয়ে আছি। পলক ফেলতেও পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো এই বুঝি শেষ হয়ে যাবে। প্লেন যখন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখছিলাম শুধু পানি আর পানি। যখন প্লেন কক্সবাজার এয়ারপোর্টে নামছিল তখন জোরে একটু ধাক্কা লেগেছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভয় পেয়ে মার হাতটা শক্ত করে ধরেছিলাম।

কক্সবাজার এয়ারপোর্ট থেকে আমরা হোটলে যাই। হোটেলের নাম ছিল 'সি প্রিন্সেস'। হোটেলটা ছিল অনেক বড়। হোটেল থেকে আমরা সমুদ্রে যাই। সমুদ্র যে এত বড়, তা দেখে আমি তো অবাক! সমুদ্রের পানিতে গোসল করলাম, বড় বড় ঢেউ এসে আমাদের ডুবিয়ে নিতে চায়। ভয়ে আমি মার হাত ধরলাম। দাদা ভাইকে আমি সমুদ্রের পানিতে ভেজাই। সে সময় আমরা অনেক ছবি তুললাম।





সূর্য অস্ত গেলে আমরা হোটেলে চলে আসি। সমুদ্রের এত পানি দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম- কোথা থেকে আসে এত পানি? বাবা বললেন, পানি চক্রের মাধ্যমে অর্থাৎ জোয়ারের সময় পানি আসে ও ভাটার সময় চলে যায়। তখন আমি জানতে চাইলাম পানিচক্র, জোয়ার-ভাটা এগুলো কি? বাবা বললেন, বড় হলে সব জানতে পারবে।

তারপর হোটেলে এসে ফ্রেশ হয়ে আমরা ফিশ ওয়ার্ল্ড এ যাই। ওখানে চার তলা পর্যন্ত মাছ আর মাছ। মাছগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমি আর দাদা ভাই মাছকে খাবার খাওয়াই। এত মাছ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। বাইরে রাতের খাবার খেয়ে আমরা হোটেলে চলে আসি। সমুদ্রের পানিতে ভিজে রাতে আমার ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালে আমরা আবার সমুদ্রে যাই। গোসল করি। তারপর ১১টার দিকে মেরিন ড্রাইভ দিয়ে আমরা হিমছড়ি যাই। রাস্তার একপাশে সবুজে ঘেরা পাহাড়; আর অন্যপাশে সমুদ্র। হিমছড়িতে ঝর্ণা আছে। আমি ঝর্ণার কাছে যাই, ছবি তুলি ও পানি ধরি। অনেকে ঝর্ণার পানিতে গোসল করছিল। হিমছড়িতে পাহাড়ের উপরে উঠার জন্য প্রায় ২৫০ টার মত সিঁড়ি আছে। আমি, বাবা-মা ৬০টি সিঁড়ি উঠে নেমে পড়ি। দাদা ভাই তখন নিচে বসে ছিল। সেখান থেকে আমরা কক্সবাজারে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে আসি।

বিকালে বাবা-মা আর আমি আবার সমুদ্রে যাই। সেখানে মোটর সাইকেলের মত গাড়ি আছে। ওটা আবার চার চাকার। গাড়িতে আমি দুইবার উঠি। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে গাড়ি শৌ শৌ করে এগিয়ে চলে। মনে হচ্ছিল বাতাস আমাকে গাড়ি থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমি সামনের হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরেছিলাম। সমুদ্রে ছাতার নিচে বাবা-মা আর আমি বসে সূর্যাস্ত দেখি। দাদা ভাই ক্লান্ত থাকায় হোটেলে ছিল। রাতে হোটেল থেকে সমুদ্র দেখি। চাঁদের আলো এমনভাবে সমুদ্রে পড়েছিল যেন মনে হচ্ছিল চাঁদ আমার খুব কাছে। হাত দিয়ে ধরে ফেলা যাবে। কিন্তু মনটা পরক্ষণে খারাপ হয়ে গেল। আজ রাতই যে এখানে থাকার শেষ রাত। রাতে যতবার ঘুম ভেঙেছে ততবারই সমুদ্রের গর্জন শুনে মনে হচ্ছিল সমুদ্র যেন চিৎকার করে বলছে- যেও না, যেও না।

পরদিন সকালে গ্রীন লাইন পরিবহনের বাসে চট্টগ্রাম আসি। কক্সবাজার ছেড়ে আসার সময় মনে হচ্ছিল এখানেই থেকে যাওয়া যায় না? যদি থাকতে পারতাম, তাহলে প্রতিদিন সমুদ্র দেখতে পারতাম গোসল করতাম, কত মজা হত! চট্টগ্রাম থেকে সোনার বাংলা ট্রেনে আমরা ঢাকায় আসি।

পেছনে পড়ে থাকল শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। ট্রেনে বসে মনে হচ্ছিল আমি বোধ হয় কক্সবাজার যাচ্ছি। বাসায় ফিরে আসার পরও আমার কানে বাজে সমুদ্রের পানির গর্জন, চোখে ভাসে শুধু বড় বড় ঢেউ আর পানি। স্বপ্নের আমি মাকে মাঝে মাঝে নিয়ে চলে যাই সমুদ্রে। আবারও যেতে ইচ্ছে করে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে।







## হাওর ভ্রমণ

মাসতুরা মেহজাবীন তাসনিম

শ্রেণি-৩য়, শাখা-A, রোল-৩৫

“দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া  
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া  
একটি ধানের শিষের উপরে  
একটি শিশিরবিন্দু।”

বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী! এই পৃথিবীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে প্রকৃতি। প্রকৃতি আমার খুব প্রিয়। আর প্রকৃতিতে নিবিড়ভাবে দেখার একমাত্র উপায় হলো ভ্রমণ। সপরিবারে ভ্রমণ করার মত সুখ আর কোথায় আছে? স্কুলের ছুটিতে সুযোগ পেলেই বের হই ভ্রমণে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। কিন্তু এবার ভ্রমণটা ছিল কিছুটা ভিন্ন। কারণ আমরা যেখানে যেতে চাই সেখানকার পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় বর্ষাকালে। কিন্তু আমরা শুকনো মৌসুমে ভ্রমণে বের হয়েছি। ডিসেম্বর ২০২০। কিশোরগঞ্জ ছেড়ে সেই প্রত্যাশিত স্থান ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। সেখানে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য অপূরণীয়। আছে বর্ষাকালে পানির ঢল আর সাদা মেঘের নিবিড় আলিঙ্গন। কিশোরগঞ্জের পূর্বদিকের ঐ এলাকাটিকে বলা হয় ইটনা ও মিঠামইন। পূর্ব ও দক্ষিণের এলাকাটিকে বলা হয় অষ্টগ্রাম। কিশোরগঞ্জ থেকে ইটনা ও মিঠামইন এর দূরত্ব ২১ কি.মি. ও অষ্টগ্রামের দূরত্ব ৩০ কি.মি। ইটনার আকাশে ঘন নীলের ফাঁকে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। ঘন সবুজের বুকে মিঠামইন এর রাস্তায় আমাদের সাথি হলো ঝিরঝির বৃষ্টি। ধনু নদীর মনোহর রূপ আর দলছুট মেঘেদের উচ্ছ্বাস দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যত দূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ তো দেখে আমি আনমনে হারিয়ে গেলাম প্রকৃতির উদারতায়। এই সবই যেন আমাকে আরো বেশি ভ্রমণ পিয়াসী করে তুললো। প্রাকৃতিক শোভার কারণেই ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এত স্বনামধন্য।

হাওয়ার পথে আমরা দেখলাম ইটনা বাজার। এখানকার নদীগুলোতে মাছের আনাগোনা অনেক বেশি। তাই ইটনা বাজারেও রয়েছে মাছের প্রচুর সমাগম। এখানে রয়েছে বাহারি রকমের মাছ। যেমন- বোয়াল, চিতল, রুই, কাতলা, কালবাউশ, গুলশা, গুজিকাটা, সরপুটি, গলদা চিংড়ি, টেংরা, চাপিলা, চাঁদা, বাইম, চিকড়া ও নানা প্রজাতির মাছ দেখা যাবে অনেক মাছের নামই আমার অজানা। এত স্বাদের মাছ

দেখে লোভ সামলাতে না পেরে বেশ কিছু মাছ কিনে আমাদের ঝুলিতে পুরে নিলাম। এরই মধ্যে রসমালাই দিয়ে নাস্তা করে নিলাম। খাঁটি দুধের রসমালাই কি যে সুস্বাদু! এবার রওয়ানা দিলাম রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের বাড়ি দেখতে। রাষ্ট্রপতির বাড়ি দেখতে গিয়ে পার হলাম দুটি ব্রিজ। একটি অনেক উঁচু আর একটি মাঝারি। বড় ব্রিজটিতে নামার সময় খুবই মজা লেগেছে। তাছাড়া বড় ব্রিজটিতে উঠে সূর্যের আলোয় সোনা বর্ণ ধান আরো উজ্জ্বল হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যতো আরো সুন্দর, আরো মনোমুগ্ধকর। দুটি ব্রিজ পার হয়ে গেলাম রাষ্ট্রপতির বাড়ি। রাষ্ট্রপতির বাড়িতে গিয়ে জানলাম, তিনি ৭ বার নির্বাচিত জন প্রতিনিধি। ২ বার নির্বাচিত জাতীয় সংসদের স্পিকার। ২ বার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর মতন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির বাড়িতে এসে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠল। এবার ফেরার পালা। ফেরার পথে দেখা হলো এক আত্মীয়ের সাথে। তাই আতিথ্য গ্রহণ করতেই হলো। অতিথি আপ্যায়নে আনা হলো, নকশি পিঠা, পাকন পিঠা, পাপড়া পিঠা, পাতা পিঠা, শামুক পিঠা ইত্যাদি। কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য ডুবু ডুবু। এবার রওয়ানা দিলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে।

হাওর অধ্যুষিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার অপার সৌন্দর্যে যে কেউ বিমোহিত হতে বাধ্য। তাইতো সরকার এই এলাকাটিকে পর্যটন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিশোরগঞ্জের অবহেলিত হাওরবাসির গাড়ি পারাপারের জন্য ফেরি উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরের সঙ্গে হাওর অধ্যুষিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগের এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে। শুকনো মৌসুমে এলাকাটির মাঠের পর মাঠ সবুজ আর সবুজের সমারোহে আচ্ছাদিত। চারপাশে তাকিয়ে রবি ঠাকুরের কথায় কণ্ঠ মিলিয়ে বলতেই হয় “অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি, ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।” আর বর্ষাকালের কথাতো বলাই বাহুল্য। নিজের চোখে না দেখলে বুঝা যাবে না। তাই বলছি, যারা ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন তারা আমার নিজের এলাকা ইটনা-মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ঘুরে আসতে ভুলবেন না যেন।



# কবিতা

“কবিতায় আর কি লিখব?  
যখন বুকের রঙে লিখেছি  
একটি নাম বাংলাদেশ।”  
-মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান







## আমার তে

জাফিরাহ্ রহমান রাইহা

শ্রেণি-কেজি, শাখা-A, রোল-৭২

একটি হাঁস ভালো  
গায়ের রং কালো।  
নাম দিয়েছি তৈ  
সে আমার সই।  
সকাল-সাঁঝে ডাকি তারে  
তৈ তৈ তৈ।



## একুশ

রাজ সাহা

শ্রেণি-কেজি, শাখা-C, রোল-৩০

একুশ মানেই ভালোবাসা  
একুশ মানেই বাংলাভাষা।  
একুশ মানেই বাঙালির প্রাণ  
একুশ মানেই শহীদের জীবনদান।  
একুশ মানেই বাঙালির গৌরব  
একুশ মানেই ভাষার সৌরভ।



## স্কুল

অনিরুদ্ধ দাস

শ্রেণি-৩য়, শাখা-B, রোল-২৩

স্কুল মানে স্কুলের মাঠে বন্ধুদের আড্ডা।  
স্কুল মানে পরীক্ষার আগে পাশ-ফেলের ভাবনা।  
স্কুল মানে বইয়ের বোঝা, আলাদিনের দৈত্য।  
স্কুল মানে স্কুলে শেখা কবিতা-গান-নৃত্য।  
স্কুল মানে টিফিনে জলখাবার অল্প।  
স্কুল মানে বাড়ি ফিরে বন্ধুদের গল্প।



## স্বপ্ন

তাসমিয়া ইসলাম (মায়া)

শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-D, রোল-৯৮

আমার একটি স্বপ্ন আছে  
ডাক্তার আমি হবো,  
গরীব-দুঃখী সবার পাশে  
সেবা-ব্রতে রবো।  
বাবার দোয়া, মায়ের দোয়া  
সদাই চেয়ে নেব,  
গুরুজনকে শ্রদ্ধা দিয়ে  
মন ভরিয়ে দিব।  
স্বপ্ন আমার সত্যি হবে ভাই  
পড়াশোনা যদি করে যাই।





## করোনা ডাইরাস

নুসরাত জাহান

শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-E, রোল-৮

করোনা ভাইরাসে কাঁপছে এ বিশ্ব  
মাত্র সে কয়দিনে করে দিল নিঃশ্বাস।  
কমছে না বাড়ছে সে, দেশে দেশে প্রতিদিন,  
বহুদেশে বহুবার পাল্টেছে নিজের জিন।  
হচ্ছে সে প্রাণঘাতি, মানছে না হার কিছুতেই  
লেগে আছে সর্বদা মানুষের পিছুতেই।  
থেমে নেই বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের দল-বল  
এত সব গবেষণা, মিলছে না কোনো ফল।  
কত দেশে লকডাউন, স্কুল-কলেজ বন্ধ  
করোনাকে নিয়ে দেশে-দেশে কত দ্বন্দ্ব।  
চলো সবাই মেনে চলি করোনার প্রটোকল,  
নিজে ভালো তো দেশ ভালো, বিশ্বটা পাবে ফল।



## সত্য সুন্দর

রাফিয়া তাসনিম মিমি

শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-A, রোল-২২

সত্য সুন্দর, সত্য ভালো  
সত্য ছড়ায় আলো,  
সত্য ছাড়া জীবন কারো  
হয় না কভু ভালো।  
সত্য পথে, সদাই চলে  
ন্যায়ের স্লোগান তোল,  
ভাষার মাসে এই প্রতিজ্ঞা  
বুকে ধারণ করো।



## অনলাইন ক্লাস

সেহরিশ রেজা অহনা

শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-B, রোল-৭

মহামারির মহাতঙ্কে  
স্কুল যখন বন্ধ  
ঘরের কোণায় বন্দী জীবন  
হারিয়ে ফেলে ছন্দ।  
ক্লাস নেই, নেইকো মজার  
ক্লাস শেষের ঘণ্টা  
ভাবতে গেলে দুঃখে যেন  
ভরে ওঠে মনটা।  
লেখাপড়া চলছে বটে  
প্রতি সকাল-সন্ধ্য  
মন ভরে না কোনো মতেই  
ভুগছি নানান দ্বন্দ্ব।  
অবশেষে অনলাইনে  
ক্লাস করার আনন্দে  
ঘরে বসেই জীবন আবার  
নাচে আপন ছন্দে।







## ঝিরিঝিরি বৃষ্টি

সামিয়া বিনতে মাহবুব  
শ্রেণি-৫ম, শাখা-C, রোল-৩০৭

নীল আকাশে

হলো মেঘের সৃষ্টি।

গুরু হলো

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি।

এসব বৃষ্টি

লাগে অনেক মিষ্টি।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, যেন এক

নতুন জগৎ সৃষ্টি।



## ছোট খোকাই রয়

মুনতাহিনা মামুন  
শ্রেণি-৭ম, শাখা-D, রোল-১৫৩

আজকে তুমি জজ-হাকিম

যতই বড় হও,

মায়ের কাছে কিন্তু তুমি

ছোট হয়েই রও।

অনেক বড় শিল্পী তুমি

অনেক ছবি আঁক,

কিন্তু তুমি মায়ের কাছে

দুষ্ট সোনাই থাক।

রাস্তা দিয়ে হাঁটলে তোমায়

সবাই সালাম হাঁকে,

মা কিন্তু আজও তোমায়

খোকা বলেই ডাকে।

মায়ের কাছে সন্তানেরা

কভু বড় নয়,

আজীবন মায়ের কাছে

ছোট খোকাই রয়।



## মাকে ভালোবাসি

জারিন হাদিকা  
শ্রেণি-৬ষ্ঠ, শাখা-E, রোল-২৯২

মাকে ভালোবাসি,

আমি মাকে ভালোবাসি,

ভালো লাগে মায়ের মুখের মিষ্টি-মধুর হাসি।

মা যে আমার সবচেয়ে ভালো,

তার চোখেতে তাকিয়ে দেখি এই পৃথিবীর আলো।

ত্রিভুবনে মায়ের মতো আপন কেউ নেই,

তাইতো আমি মায়ের কথায় পড়ায় মন দেই।

সব সময় মায়ের মুখে দেখতে চাই হাসি,

মায়ের আশা একদিন আমি অনেক বড় হবো

পৃথিবীতে সবার কাছে স্মরণীয় রবো।







## আমার সকাল বেলা

নূহা রহমান বৃষ্টি

শ্রেণি-৯ম, শাখা-G, রোল-১০

রোজ সকালে ঘুম ভেঙ্গে যায়  
সূর্য ওঠার আগে,  
সকাল বেলার নির্মলতা  
আমার ভালো লাগে।  
সকাল বেলা ঘুম ভেঙে তাই  
উঠি মায়ের সাথে,  
ওজু করে পবিত্র হই  
কাটাই প্রার্থনাতে।  
বাবার সাথে হাঁটতে বেরোই  
সকাল দেখি আমি,  
সকাল বেলার বিশুদ্ধতা  
অনেক বেশি দামি।  
সকাল বেলা উঠলে থাকে  
শরীর-মন ভালো,  
তাইতো আমি ভালোবাসি  
সকাল বেলার আলো।



## প্রাণের ক্যাম্পাস

নুসরাত জাহান রিনি

শ্রেণি-১২শ, শাখা-F, রোল-৪৭০

ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে জ্ঞানের মুক্তো দানা,  
পড়ো সেথায় প্রভুর নামে, শিখতে নেইকো মানা।  
ক্লান্তি যদি আসে তোমার, ক্যাম্পাসের ছায়া নিও  
পারলে একটু জ্ঞান তোমার বন্ধুদের দিও।  
নির্জন পাড়ায় উজ্জ্বল কলেজ, কোথায় পাবে তুমি??  
আদর্শ শিক্ষক পড়ান তাই, সে তো জ্ঞান-ভূমি।  
আলোর পাখিরা হাত নাড়ছে, পড়তে এসো তবে  
মানুষের মত মানুষ হবে, বুঝতে পারলে সবে।  
ট্রেন থেমেছে সবে আমার, কলেজে যাবো ভাই।  
ঘুরতে এসো, পড়তে এসো  
আমার ক্যাম্পাসে তোমায় আমন্ত্রণ জানাই।



## অহংকার ভুলে যাও

তাওহীদা জান্নাত

শ্রেণি-১২শ, শাখা-B, রোল-২৮১

অহংকার পতনের মূল  
জ্ঞানী-গুণী বলে,  
অহংকার করো না  
ভালো হতে হলে।  
যারা হয় অহংকারী  
তারা হয় অত্যাচারী।  
শ্রদ্ধা করে না তারা  
বাবা-মা ও গুরু জনে,  
জগতে বড় হয় না তারা  
শিক্ষা ও জ্ঞানে-মানে।  
বড় যদি হতে চাও  
অহংকার ভুলে যাও।







## বন্ধু

নাহিদ হাসান শিহাব

শ্রেণি-১২শ, শাখা-G, রোল-৪৯০

বন্ধু হলো আঁধারের বাতি,  
বেলা-অবেলার সফর সাথি।  
বন্ধু মানেই ঘোরাঘুরি,  
অজস্র কথার ফুলঝুরি!!

বন্ধু হলো পরম ধন,  
খাটে না লাজ-শরম।  
থাকে যদি বন্ধুর মন,  
দুর্গম পথ পার হতে লাগে কতক্ষণ?  
বন্ধু যখন কাছে রয়,  
নিমিষেই মন সতেজ হয়।  
অসম্ভবও সম্ভব হয়,  
বন্ধু আছে কিসের ভয়?



## অপরূপ বাংলা

সাদিকুল ইসলাম সিজান

শ্রেণি-১২শ, শাখা-G, রোল-৪৮৫

পাখিদের কল্লোল মুখরিত গান  
বয়ে চলা নদীর সুর আর কলতান,  
এই সে নদীজল, সবুজের বন  
বারে বারে দোলা দেয় সকলের মন।  
তোমার রয়েছে রূপ আর সৌন্দর্য  
রয়েছে নানাবিধ শ্রেষ্ঠত্ব,  
তাই তো অনুভব করছি  
তোমার কোমলতার শীতল স্পর্শ।  
এই আমার ভালবাসা এই আমার দেশ  
মনটাকে দোলা দেয় সবুজের রেশ।  
এখানে সুখ পাখি এসে বাসা বাঁধে  
এখানে স্বপ্ন-সুখে মোদের দিন কাটে।  
ফুল পাখি-নদী-জল সবে মিলে থাকি  
প্রকৃতির কোলে বসে সুখ ছবি আঁকি।





# স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি

করোণায়  
গলাগলি করা  
যাবে না



মাস্ক পরে নিরাপদ  
দূরত্বে স্কুলে যাই





# গল্পে গল্পে ও অঙ্কে ধাঁধা জানা-অজানা কৌতুক



হাসতে নাকি জানে না কেউ  
কে বলেছে ভাই?  
এই শোন না কত হাসির  
খবর বলে যাই।  
-রোকনুজ্জামান খান



# গল্পে গল্পে ও অঙ্কে ধাঁধা



শাহরিয়ার অর্গব

শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-B, রোল-২৯৭

## পদ্ম পুকুর

১। একটি পুকুরে একটি পদ্ম কুঁড়ি, আজ যা ফোটে কাল তার দ্বিগুণ ফোটে, তৃতীয় দিনও দ্বিগুণের দ্বিগুণ ফোটে। এইভাবে প্রতিদিন দ্বিগুণ হিসেবে বেড়ে চলে।

পদ্মফুলে পুরো পুকুরটি ভর্তি হতে ২০ দিন সময় নিল। পুকুরটির অর্ধেক ভর্তি হতে কত দিন সময় লাগল? বলতে পারবে কেউ?



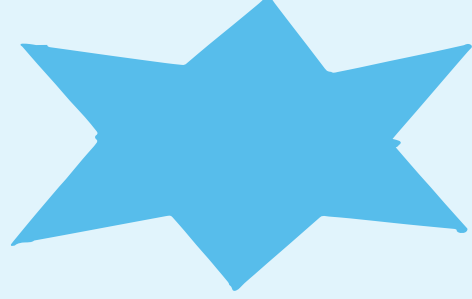
## বাটপট উত্তর দাও

২। বন্ধুরা, বলতে পারবে? ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে ১ আছে কতগুলো? আর কতগুলো ৯ আছে?



## তারকা

৩। নীচের চিত্রিত তারাটিকে কমপক্ষে কতগুলো টুকরো করলে কাটা টুকরোগুলো জুড়ে একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হবে।



## বয়স কত?

৪। ক্লাসের নতুন ছাত্র আরিফ হেঁয়ালি করে কথা বলতে পছন্দ করে। ক্লাসের অন্য ছাত্র রণবীর জিজ্ঞেস করল, তোমার বয়স কত? আরিফ যেভাবে তার বয়স জানালো, তাতে বোঝা গেল কথা সে কম জানে না। সে বলল-

“আজ থেকে তিন বছর পর আমার বয়স যা হবে, সেটাকে তিন দিয়ে গুণ করো। তারপর, আজ থেকে তিন বছর আগে আমার যা বয়স ছিল সেটাকেও তিন দিয়ে গুণ করো। তারপর প্রথম গুণফলটা থেকে পরের গুণফলটা বিয়োগ করো। তা হলেই আমার বয়স জানতে পারবে।

বন্ধুরা বলতো আরিফের বয়স কত?





## অর্থ উপহার (ইদি)

৫। দু'জন বাবা তাদের দুই ছেলেকে ঈদে কিছু টাকা উপহার দিলেন। একজন তার ছেলেকে দিলেন ১৫০ টাকা আর অন্যজন নিজের ছেলেকে দিলেন ১০০ টাকা। দুই ছেলে যখন তাদের পাওনা টাকা গুণল, তখন দেখা গেল, তারা দু'জনে মিলে মোট ১৫০ টাকা পেয়েছে। এর ব্যাখ্যাটা কী?



## গাড়ির চাকা

৬। ১,২০০ কিলোমিটার পথ পারি দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে শৈবাল। চার চাকার ফোর্সওয়্যাগানে চেপে সে এ যাত্রা করবে। এ যাত্রার জন্য কোম্পানির কাছে চাকা তৈরির জন্য বলল, “গাড়ির চারটি চাকা এমনভাবে প্রস্তুত করবেন যেন ঠিক ৮০০ কিলোমিটার চলতে পারে। একইভাবে কয়েকটি বাড়তি চাকাও বানাবেন যা আমি সঙ্গে নেবো।”

শৈবালকে কয়টি বাড়তি চাকা নিতে হয়েছিল?



উত্তর ১২৪ পৃষ্ঠায়



মুসলিমা মোখলেছ

শ্রেণি-১০ম, শাখা-B, রোল-৫৮

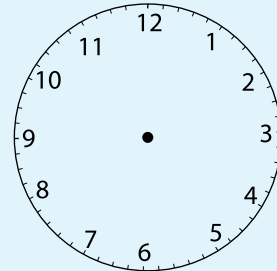
৭। জ্বলছে তবু পুড়ছে না, কোন সে প্রাণী বলো তা?

৮। সকাল বেলা হস্তদন্ত হয়ে বসের রুমে ঢুকল জমির। বললো, গতকাল রাতে অফিসে ঘুমের মধ্যে সময় আমি একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, অফিসের ভেতরে একটা টাইম বোমা লুকানো আছে। ঠিক দুপুর দুইটায় বোমাটা ফাটবে। জমিরের কথা শুনে বস পুলিশকে খবর দিলেন। পুলিশ এসে সত্যিই অফিসের ভেতর বোমা পেল। পুলিশ বোমাটা নিষ্ক্রিয় করলে সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই বস জমিরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। বলতে হবে কেন?



৯। তিনটি ঘর। যে কোনো একটি ঘরে তোমাকে ঢুকতে হবে। প্রথম ঘরের ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। দ্বিতীয় ঘরের ভেতরে বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছে একদল ভয়ংকর ডাকাত। তৃতীয় ঘরে আছে এক বছর ধরে অভুক্ত চারটি সিংহ। কোন ঘরটি তোমার জন্য নিরাপদ?

১০। একটি ঘড়ির ডায়ালকে যে কোনো আকারের ছয়টি অংশে ভাগ করো, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশে সংখ্যাগুলোর মোট যোগফল একই হওয়া চাই।







## জানা-অজানা

মোজাহিদুল ইসলাম রিফাত  
শ্রেণি-৮ম, শাখা-B, রোল-২৩৫

- ১। বিশ্বের কোন দেশে টক মধু পাওয়া যায়?  
উত্তর : ব্রাজিলের জঙ্গলে।
- ২। মঙ্গলগ্রহকে লাল দেখায় কেন?  
উত্তর: মঙ্গল গ্রহে প্রচুর পরিমাণ লোহা আছে বলে মঙ্গল গ্রহকে লাল দেখায়।
- ৩। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো ফুলের নাম কী?  
উত্তর: উলফিয়া
- ৪। বর্তমান পৃথিবীতে মোট কয়টি ভাষায় মানুষ কথা বলে?  
উত্তর : মোট ৬,৫০০ টি ভাষায়।
- ৫। একটা সাপের মুখে মোট কয়টি দাঁত থাকে?  
উত্তর: মোট ২০০ টি দাঁত থাকে।
- ৬। লাল ত্রিভুজ কীসের প্রতীক?  
উত্তর : পরিবার পরিকল্পনার প্রতীক।
- ৭। ইংরেজি কোন বর্ণটি বেশি ব্যবহার হয়?  
উত্তর : E
- ৮। মানুষের শরীরে সবচেয়ে ব্যস্ততম অঙ্গ কোনটি?  
উত্তর: হৃৎপিণ্ড
- ৯। কোথাকার ATM থেকে Gold বের হয়?  
উত্তর : Dubai এর বেশকিছু ATM থেকে (24 Carat) Gold বের হয়।
- ১০। কোন প্রাণীর হাড় সবচেয়ে শক্ত?  
উত্তর : বাঘ।
- ১১। কোন দেশের জাতীয় সংগীতে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না?  
উত্তর : স্পেন।
- ১২। কোন প্রাণীর চোখে দুই স্তরের আইল্যাশ থাকে?  
উত্তর : উটের।
- ১৩। কোন পাথর পানির উপর ভাসে?  
উত্তর : পামাস (এক ধরনের আগ্নেয় পাথর) (সংগৃহীত)



## কৌতুক

মুঈদ মিরান  
শ্রেণি-৩য়, শাখা-B, রোল-৮৮

- শিক্ষক : কেউ বলতে পার, পৃথিবীর ওজন কত?  
ছাত্র : না স্যার, তবে বাংলাদেশের ওজন কত তা বলতে পারবো।
- শিক্ষক : অপদার্থ, বাংলাদেশের ওজন তুমি পেয়েছ?  
ছাত্র : কেন স্যার, বড় বড় ট্রাকের গায়ে লেখা আছে, সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন।



মোঃ ফারদিন মাশুক হা-মীম  
শ্রেণি-৩য়, শাখা-C, রোল- ৬

- ১।  
বাবুল : কী রে, কী করছিস?  
হাবুল : বাবুলের গায়ে বাবার নাম লিখছি।  
বাবুল : কেন?  
হাবুল : মা আজ সকালেই বলেছে, বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে আমায়।
- ২।  
তমালের মাথা ফেটে গেছে।  
ডাক্তার : মাথা ফাটল কী করে?  
তমাল : আমি ইট দিয়ে পাথর ভাঙার কাজ করছিলাম।  
কামাল ভাই এসে বলল, মাথাটাও কাজে লাগা।





**সামিহা ইসলাম**  
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-B, রোল-৩০৪

বিদ্যুৎ অফিসের সামনে চায়ের দোকানে কলা ঝুলিয়ে রেখেছে বিক্রির জন্য।

বিদ্যুৎ অফিসের একজন প্রকৌশলী চা খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলো কলার দাম কত?

দোকানদার : কি কাজে কলা ব্যবহার করবেন তার উপর নির্ভর করবে কলার দাম।

প্রকৌশলী : মানে কী?

দোকানদার : যদি কোন মিলাদ বা ধর্মীয় কাজে নেন তাহলে ২ টাকা পিছ, যদি রোগীর জন্য নেন তাহলে ৩ টাকা পিছ, আর যদি খাওয়ার জন্য নেন তবে ৫ টাকা পিছ।

প্রকৌশলী : ইয়ার্কি কর, একই কলার দাম বিভিন্ন রকম হয় কি করে?

দোকানদার : একই খুঁটি হতে বিদ্যুৎ বাসায় গেলে একদর, দোকানে গেলে আরেক দর, কারখানায় গেলে আরেক দর। তাহলে আমার কলা কি দোষ করল?



**ইফতিয়া তারিন সাবা**  
শ্রেণি-৭ম, শাখা-A, রোল-০২

১। একজন মালি তার কৃপণ মালিককে বললো- হুজুর! আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম আপনি আমাকে ২৫ টাকা দিয়েছেন।

মালিক : ঠিক আছে। সামনের মাসের বেতন থেকে ২৫ টাকা কেটে নেওয়া হবে।

২।

বল্টু : আমার একটা সমস্যা হচ্ছে।

ডাক্তার : কি?

বল্টু : যখন যার সাথে কথা বলি তখন তাকে দেখতে পাই না।

ডাক্তার : কখন এরকম হয়?

বল্টু : যখন ফোনে কথা বলি।



**জান্নাতুল ফেরদৌস মাওয়া**  
শ্রেণি-৫ম, শাখা-A, রোল-২

১। ভালো কাজের পুরস্কার

নতুন বছরের প্রথম দিন মালিক বলেছেন চাকরকে, গত বছর তুই বেশ ভালো কাজ করেছিস। এই নে ১০ হাজার টাকার চেক। এ বছর এমন ভালো কাজ দেখাতে পারলে আগামী বছর চেকে সই করে দিব!

২। খালি ট্যাক্সি

কর্তা: যা তো ক্যাবলা, একটি খালি ট্যাক্সি নিয়ে আয়। কিছুক্ষণ পর ক্যাবলা এসে বলল, স্যার একটাও খালি ট্যাক্সি পেলাম না, ড্রাইভারের সিটে কেউ না কেউ বসে আছে।





# গল্পে গল্পে ও অঙ্কে ধাঁধার উত্তর

## ১। পদ্ম পুকুরের উত্তর :

উত্তরঃ ১৯ দিন। কেননা আগের দিন যা ফোটে পরের দিন তার দ্বিগুণ ফোটে।

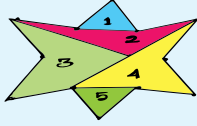
## ২। ঝটপট উত্তরের সমাধান :

উত্তর : ১ আছে ২১ বার।

৯ আছে ২০ বার।

## ৩। তারকার উত্তর :

উত্তরঃ ৫টি টুকরো



## ৪। বয়স কত? এর উত্তর :

উত্তর : ধরা যাক, ছেলেটির বয়স  $X$  বছর। তাহলে তিন বছর পর তার বয়স  $X+3$  এবং তিন বছর আগে তার বয়স ছিল  $(X-3)$ । তাহলে সমীকরণটি পাচ্ছি।

$$3(X+3)-3(X-3)=X$$

সমাধান করে পাই-

আরিফের বয়স ১৮ বছর।

## ৫। অর্থ উপহার (ইদি) এর উত্তর :

উত্তরঃ পুরো কৌশলটাই হল এই যে, দুই বাবার মধ্যে

একজন অন্য বাবার ছেলে। এখানে মাত্র তিন ব্যক্তি রয়েছে চারজন নয়। দাদা, বাবা ও নাতি। দাদা তার ছেলেকে দিয়েছেন ১৫০ টাকা এবং সে আবার তার ছেলেকে (দাদার নাতিকে) তা থেকে ১০০ টাকা দিয়েছে। এইভাবে সে তার নিজের পুঁজি বাড়িয়েছে ৫০ টাকা। [মোট : ১৫০ টাকা]

## ৬। গাড়ির চাকার উত্তর :

উত্তরঃ দু'টো চাকা বাড়তি নিলেই হবে।

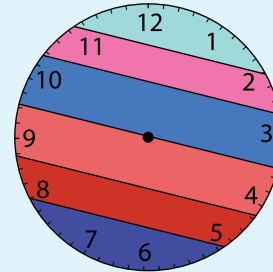
৪০০ কিমি যাওয়ার পর সামনের দুটো চাকা বদলে নতুন চাকাগুলো লাগালে ৮০০ কিমি যাওয়া যাবে। তবে এর মধ্যে ৪০০ কিমি গিয়ে আবার পেছনের চাকাগুলো খুলে ফেলে সামনে থেকে খোলা চাকাগুলো লাগাতে হবে। এভাবেই তিন জোড়া (ছয়টি) চাকা দিয়ে ১২০০ কিমি যাওয়া যাবে।

৭। জোনাকী।

৮। জমির অফিসের নৈশ প্রহরী। রাতে সে ঘুমাবে কেন?

৯। তৃতীয় ঘরটি। কারণ এক বছর ধরে অভুক্ত সিংহ আর জীবিত নেই।

## ১০। ঘড়ির ডায়াল এর উত্তর

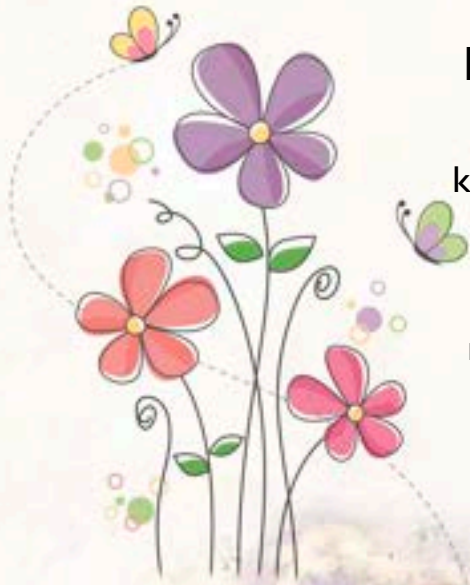


$$\begin{aligned} 12+1 &= 13 \\ 11+2 &= 13 \\ 10+3 &= 13 \\ 9+4 &= 13 \\ 8+5 &= 13 \\ 7+6 &= 13 \end{aligned}$$





# English Corner



**Every child**  
is a different  
kind of **flower**,  
and all  
together,  
make this world  
**a beautiful**  
**garden**

-Anonymous







## The Rabbit and the Turtle Version 2.0

**Lt Col Md Nazib Mahmud Shajib, psc, G**

Principal

Once upon a time a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument in a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time, then seeing that he was far ahead of the turtle, he thought he would sit under a tree for sometime and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle plodding on overtook him and soon finished the race thus emerging as the undisputed CHAMP. In the mean time, the rabbit woke up and realized that he had lost the race!

The Moral of the story: **Slow and steady wins the race.**

This is the version of the story that we have all grown up with, BUT! this version of the story I am telling is 'Rabbit vs. Turtle version 2.0, pro'. In my version the story having different seasons with number of episodes and obviously it is a thriller with lots of twists and turns. In our season 2, episode 1 : The rabbit is seen disappointed, disgusted with himself which he definitely should be, after all a runner of his calibre 'How can he be beaten against creepers like turtle?' He did some thinking over what actually went wrong. He realized that he did lose the race only because he had been overconfident, careless and lax. If he had not taken things for granted, there was no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. No wonder he won by several kilometers!

The Moral of the story: **Fast and consistent will always beat the slow and steady.**

In real life, **it is good to be slow and steady, but it is better to be fast and reliable.**

Though the last episode ended on a happy note with expected competitor end up winner. The turtle did not take it as his defeat he too did some thinking and realized that there was no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while, and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there wondering what to do. In the meantime the turtle trundled along, got into the river, swam like butterfly (or like turtle himself!) to opposite bank, continued walking and finished the race. The episode ends with a bemused rabbit who doesn't know swimming on the other side of the river and a winning turtle who swam and crawled the whole way but emerged as surprising winner.

The Moral of the story: **First identify your core competency and then change the playing field to best fit that competency of yours.**

All good things come to an end. Sad but this is now going to be the season finale after humongous public demands to bring back popular characters. We do have some surprise. First episode shows that the turtle and the rabbit, by this time had become pretty good friends ending all the hatred and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So the turtle





and rabbit decided to do the last race of their life, but to run as a team this time; not rivals. They started off and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. Thereafter the turtle took over and swam across but this time placing the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they had felt earlier, since this was the quickest possible run that they can ever achieve.

The Moral of the story: **It is good to be individually brilliant and to have strong core competencies but unless you are able to work in a team and harness each other's core competencies, you will always perform below par because there will always be situations at which you will do poorly and someone else does better.**

Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for any given situation to take leadership.

In your student life also, do not run alone. There are students who need time to grasp a difficult equation, math or theorem, you as a better learner who needs lesser time to study...try to take your friends along. On the contrary, in some of the cases your friend might have an upper hand, take that help in return. This way you all can make an excellent working team who cuts through any challenge in shortest possible time. **BE SURE OF IT, TEAMWORK IS THE QUICKEST POSSIBLE WAY IN REACHING FINISH LINE OR GOAL.**

Idea Credit: Internet







## Short Stories of Leo Tolstoy

**Zahangir Alam**

Assistant Teacher

Count Lev Nikolayevich Tolstoy usually referred to in English as Leo Tolstoy, was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. Tolstoy is best known for the novels 'War and Peace' and 'Anna Karenina'. His fiction also includes wonderfully wide-ranging, enjoyable and highly acclaimed short stories. Wisdom of his short stories has established him as a moral thinker and social reformer. Tolstoy's stories are very humorous, with an underlying political or philosophical message. The following discussion will add to our observation:

**'Wisdom of Children'** by Leo Tolstoy, is a short story of forgiveness. The story opens with two little girls, Akulya and Malasha, who splash in a muddy puddle together. Akulya splashes mud on Malasha's dress. Malasha's mother reprimands her and then slaps Akulya. When Akulya's mother comes to her defense, it starts a heated argument, and men and other family members join. Then, an old woman notices that the girls are happily playing in the puddle again, the incident forgotten, and advises that the adults should follow their wise example.

Tolstoy's **'How Much Land Does a Man Need?'** concerns the impact of greed on human behaviour. The protagonist is a greedy peasant called Pahom, who is determined to rise to the upper class by purchasing as much land as he possibly can. He boasts that if he had enough land, he would not even fear the Devil. Over time, Pahom becomes very possessive of his newly acquired land and hostile with his neighbours. He moves from place to place, always dissatisfied with what he has, and always in search of more and more land. When a stranger comes to him and tells him that a clan in a distant community



is selling their excellent land at extremely cheap prices, Pahom is moved by his greed and goes to investigate.

The chief of the clan agrees to sell Pahom as much land as he can walk around in one day – the condition is that he must return to his starting point by sunset that day, but if not, he will lose his money and receive no land.

Pahom sets out to encircle so much land that by the afternoon he realizes he has created too big of a circuit. Panicked, he begins to run and is ultimately driven to exhaustion. As the sun is setting Pahom falls down and dies. His servant buries him in an ordinary grave only six feet long, thus answering the question posed in the title of the story.

The story **'Three questions'** explores the theme of wisdom, acceptance, kindness, and forgiveness. The story is about a king who believed that he would not fail if he knew **what was the right time for every action, who were the right people to be with and what was the most important thing to do**. He proclaimed that he would give a great reward to the person who can answer his three questions.

A lot of learned men went for their answers. Unfortunately, their answers did not satisfy the king. So, the king decided to consult a wise hermit. He saw the hermit digging the ground and out of compassion, he did it for the hermit. He kept on asking the three questions but the





hermit also kept silent. Until hours passed and it was already sunset. The hermit saw a bearded man running and his hands on his stomach. He was wounded and dying; the hermit told the king about it and they helped the bearded man.

The next day, the king woke up and the bearded man saw him and apologized to him. He admitted that he was an enemy of the king. The bearded man said that he heard about the king going to the hermit so he tried to kill him when he was in his way back home but he failed.

The king asked the hermit once again for his answers to which the hermit said that the most important time is our present because it is the only moment when we have the power to act. The most important person at a moment is we ourselves because the future is unpredictable and the most important thing to do is to be kind and good to others because we have been sent in this world to serve this noble cause.

Moreover in **‘Evil Allures, But Good Endures’** Leo Tolstoy depicts the theme of wealth, discontent, temptation and love. **‘A Grain As Big As A Hen’s Egg’** is a short story about being content with one’s lot in life. The theme of control, freedom, selfishness, responsibility and change is portrayed in **‘The Bird’**. In **‘Too Dear!’** by Leo Tolstoy, we have the theme of governance, justice, morality and power.

Leo Tolstoy’s short stories are indeed greatest literary achievements. These short stories are often used in sermons and homilies around the world.



Leo N. Tolstoy







## Today's Language Fighter

**Ashfi Arin**

Class – VI, Section – D, Roll – 283

There was a time when we couldn't write in Bangla on computer. In 2003, Avro was developed by Mehdi Hasan Khan. Avro was first published on web for free download on 26 March, 2003. Mehdi Hasan Khan is a Bangladeshi physician and software developer. He was born on July 23, 1986. After completing his secondary from Notre Dame College Dhaka, he obtained his MBBS degree from Mymensingh Medical College in 2010. Mr. Khan started to develop Avro for windows when he was a first year student in MMC. In 2003 some people from Bangla Innovation through Open Source (BIOS) organization presented a Linux distro in the National Book Fair. They named it Bangla Linux that helped us not only write in Bangla but also the windows title, menu, file name everything in Bangla. BIOS created a new font named Uni Bangla. The operating system in Bangla was never shown before. That distro inspired Dr. Mehdi Hasan and he started programming using the Unicode of Uni Bangla. After developing the Avro software, he was offered 50 million by a local Bangla software company. But surprisingly, he let his software be used for free. Now a days, Avro is used in many government or non- government offices. The Election Commission also used Avro for NID card. Avro is the first free Unicode and ANSI compliant Bengali keyboard interface for windows. Avro has support for fixed keyboard layout and phonetic layout named Avro phonetic that allows typing Bangla through Romanized transliteration. It comes with many additional features such as auto correction, spell checker, a font fixer tool to set default Bengali font, a key board layout editor, Unicode to ANSI, ANSI to Unicode converter and a set of Bengali Unicode and ANSI fonts. For android and IOS operating system Avro is known as Ridmik Keyboard. Avro has been listed as useful Bengali computing resource by Unicode consortium. Bangladesh Association of Software and Information Services has recognized social contribution of Avro team with IT Award 2011 on 4 February 2011.

We hope, in future the contribution of Avro team will inspire our youth to create more opportunities in Bangla in the kingdom of Internet.







## The Change Maker

**Taskia Haque**

Class –VII, Section- A, Roll-293

“The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world”—a famous quotation from a poem by William Rose Wallace is now clearly evident also in our country. We have female teachers, doctors, administrators, engineers, architects, personnels in armed forces, parliament members and so on. Most importantly Bangladesh is successfully marching ahead under the leadership of the Prime Minister Sheikh Hasina. But still the adjectives – valiant, vigorous, heroic remind a male portrait in the minds of common people in Bangladesh. Some women have proved that they deserve more than the adjectives. They are the beginners, the change makers.

### **Capt Zannatul Ferdous, the first female paratrooper of Bangladesh**

Capt Zannatul Ferdous is the first female paratrooper of Bangladesh. She successfully jumped off a special helicopter with a parachute from 1000 metre at Panichhara zone as part of her training of the Basic Para Course at the School of Infantry & Tactics at Jalalabad Cantonment in Sylhet. After being commissioned in 59 BMA long courses, Zannatul joined the Bangladesh Army in 2009. She hails from Bishnupur of Bijoy Nagar Upazila in Brahmanbaria.

### **Nasima Akhter, the first female surfer**

Nasima Akhter is the first female surfer in Bangladesh who had to cross thousands of obstacles in family and society ignoring the bloodshot eyes, harsh words and socially unjust slanders to prove her. She has been a friend with the huge waves of the Bay of Bengal since childhood. In our country, where men do not dare to surf, Nasima has proved herself a skilled female surfer. The British based online magazine The Sunday Times has published a report through which the extraordinary glory of the struggling girl Nasima has drawn the attention of the world.

### **Mirona, the female coach of male football team**

Mirona, a navy athlete from Bagerhat, has become the first female coach of the male team named Dhaka City FC, the club of Bangladesh championship league after leaving the national team football. Mirona joined the national women's football team in 2006 and played successfully till 2016. Her journey was not smooth. She had to overcome mountains of hindrance to reach to the destination.

Though some of our courageous women can go beyond tradition, the average scenario is different. Still the women aren't safe, properly treated and can't step ahead without obstacles. Therefore, while celebrating the golden jubilee of liberation, it should be the motto of the society to ensure safe, sound and discrimination free environment for women so that they can really enjoy the benefit of liberation.







## Changed Nutritional Value and Health Issues

**Samiul Islam Khan Soikat**

Class – VIII, Section –C, Roll - 17

In this age of modernity, as everything has changed, so have the food habits and the ingredients of food preparation. In addition, the process and method of food production has also changed. All these changes have given some benefits as well as caused many problems. The main food of Bengalis is rice. There are also fish, vegetables, pulses, meat, dried fruits etc. Edible oils, spices etc. are used to prepare food. Sweet is the favorite food of Bengalis. One of the main ingredients of sweets is sugar, Gur and milk. These foods are still on our plates; they were on our diet before. However, there has been a drastic change in food quality and nutrition. Let's have an eye on the following:

### Rice

We eat rice as our main food. Instead of brown rice we eat white rice. Brown rice trimmed by husking pedal has different nutritional value. According to nutritionists, the fiber content of brown rice is higher than that of ordinary rice. As a result, there is no frequent hunger when you eat brown rice. The fiber of brown rice helps to reduce weight. The neuro transmitter nutrients in it prevents Alzheimer's disease. The effects of chemical fertilizers and pesticides used to grow white rice increase the scale of the damage.

### Sugar

Sugar is the main ingredient of sweet food. But at present, brown sugarcane sugar has been replaced by white sugar. Brown sugar is raw sugar made directly from sugarcane. Due to the abundance of calcium, brown sugar strengthens bones, improves dental health as well. The risk of cavities and bacterial infections

is also eliminated. The antioxidant of sugarcane prevents cancer, keeps the liver healthy. Reduces the incidence of jaundice. Relieves constipation.

But refining and whitening brown sugar removes vitamins, minerals, proteins, enzymes and other beneficial nutrients and keeps only carbohydrates which cause toxic metabolites in the body. This leads to loss of normal function of various organs of the body. As a result, the cells do not receive oxygen and many cells die. US researcher Dr. William Coda Martin's research proves that eating refined sugar weakens the body's immune system. The heart and kidneys gradually lose function and have a devastating effect on the brain.

### Edible Oil

Mustard oil was the main edible oil of Bengalis' cooking. It is a rich source of omega alpha 3 and omega alpha 6 fatty acids, vitamin E and antioxidants. A comparative study of different edible oils found that mustard oil reduced the risk of heart disease by 60 percent. The use of mustard oil lowers cholesterol levels in the body, which reduces the risk of heart disease. On the other hand, our daily use of soybean oil has a bad effect on digestion and health. A study published in the International Journal of Molecular Sciences found that the antioxidants in soybeans harm the good bacteria in the gut.

Obviously there have been changes in many such food items. Some of the food items have been replaced and the quality of some of them has been compromised. Now, it is the time to change our eating habits and take healthy food to build a healthy and beautiful life.







## The Shashi Lodge

**Radiya Nefertiti Hasan**

Class-VIII, Section- C, Roll-282

Mymensingh is very rich in cultural, political and architectural history. Zamindar or the feudal landlords of Mymensingh used to act as one of the most important tax collectors. People from different places used to gather here only for the purpose. Muktagacha Zamindar Bari was the main centre for all administrative activities. But Maharaja Suriyakanta Acharya Chowdhury decided to shift the center from Muktagacha to Mymensingh. It helped them to travel and carry goods to different countries for foreign trade. Zamindars started coming here and making their own palaces which made Mymensingh a cultural heritage of north-central part of Bangla.

Maharaja Suryakanta built a spectacular and luxurious two-storey palace 'Shashi Lodge' in 1887 named after his adopted son Sashikanta Acharya Chowdhury, located near the Brahmaputra river. However, Maharaja Suriyakanta died before the construction of Shashi Lodge was finished. Sashikanta came back from Cambridge and took the charge of zamindari as a successor. He completed the unfinished work of 'Shashi Lodge'. It was the residential palace for Maharaja. A lot of materials during the construction of the lodge like marble, tiles, mirror etc, were imported from Europe. The building with monarchical porch and corridors is almost 50,000 square feet. The whole building floor is made of marble. It consists of 18 large rooms. There is a carved iron staircase to the roof. It has a marble made fountain at the center of the house. All the doors and windows of the palace were beautifully decorated with colorful glasses. The entire building had a line of

running water. The lodge has a beautiful garden with various types of plants and flowers. The garden also has trees that have been witnessing the flow of the time for centuries. A white marble statue of the Roman goddess 'Venus' has been standing at the centre of the garden for more than two hundred years. There is a pond behind the lodge. There is a small two storey building beside the pond to relax and to change cloth. There is also a secret tunnel behind the lodge that connects to the Zamindar Bari of Muktagacha for emergency escape.

Once the building contained many art, artefacts, sculptures, and antiques collected from different parts of the world. Now there is a museum inside the lodge. It displays the skulls of Maharaja's elephants- Shankha and Sambu, heads of deer's, a sodden sofa set decorated with brass, elephant tusks, statues made of white and black stones made by Italian sculpture, wooden sculptures of the house etc.

After a massive earthquake in 1897 the whole palace was destroyed. Later between 1905-1911, Maharaja Sashikanta rebuilt a new single storey palace and declared to stop building two-storey structures in Mymensingh city. The Shashi Lodge is one of the main historical heritages of Mymensingh city. It was declared as a protected monument in 1989 for its remarkable archaeological significance. At present, Shashi Lodge is being taken care of by the department of archaeology. Although it was built a long time ago, it still attracts people and passer-by with its beauty and luxury.







## Human Virtues

**Ummay Habiba Fiza**

Class-XII, Section-A, Roll-241

Human virtues are standard moral qualities of human beings and are related to the construction of the personality of each individual. Human beings must be educated to these virtues and shown how to become our best.

### Fortitude:

**“Fortitude... it means fixity of purpose. It means endurance. It means having strength to live with what constrains you.”**

**-Hilary Mantel.**

Fortitude comes from a Latin word ‘Fortis’, meaning ‘strong’. In English it is generally used to describe strength of mind. It is the strength of mind that enables a person to encounter danger or bear pain or adversity with courage. Fortitude gives people the ability to put aside their fear of failure and take the first steps. It helps them to overcome the fear of rejection. And it allows them to attempt things they have never tried, despite the fear of looking foolish.

### Prudence:

**“Courage without prudence is a special kind of cowardice.”**

**-Seneca.**

Prudence, the word’s origin is from a Latin word ‘prudencia’ which means foresight, sagacity. It is the ability to govern and discipline oneself by the use of reason. It is the habit of doing

moral good. A prudent person will stop and ask themselves before doing a thing if it’s right or wrong. And they’ll do the best thing possible considering the consequences of their action.

### Temperance:

Temperance is defined as moderation voluntary self-restraint. It is typically described in terms of what an individual voluntarily refrains from doing. This includes restraint from revenge by practising non-violence and forgiveness, restraint from arrogance by practising humility and modesty, restrain from excesses such as extravagant luxury or splurging by practising prudence and restrain from rage or craving by practicing calmness and self-control. It keeps our desires within the limits of what are virtues.

### Humility:

Humility is the quality of being humble and means putting the needs of another person before your own, and thinking of others before yourself. Being humble helps to build trust and facilitates learning, which are aspects of leadership and personal development. People with humility handle stress more effectively and report higher levels of physical and mental wellbeing.

If we claim ourselves as educated, we should ask own self whether we have these virtues in us. If the answer is no, we must start to practise this philosophy in our life.







## Bangladesh Army in Fight against COVID-19

**Sabikun Nahar Mahira**

Class-XII, Section-A, Roll-242

Bangladesh Army emerged during the Liberation War of Bangladesh in 1971. Besides defending the sovereignty and territorial integrity of Bangladesh, Bangladesh Army has made commendable contributions in number of nation building activities assigned by government and could earn trust and confidence of common mass. Under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh Army is one of the pioneers to embark in fighting against COVID-19. Right from the beginning, Bangladesh Army has been engaged in assisting civil administration in ensuring preventive measures against COVID-19.

Around 7000 troops have conducted every day almost 600 patrols to implement the government order of social distance. Army patrols monitored the lock down areas and distributed humanitarian aid to distressed people at various places of the country to ensure home quarantine. They are using nearly 1100 vehicles including army helicopters, pick-ups in this purpose. Sometimes even on foot Army officers and soldiers are transporting relief aid to the poor villagers of remotest hilly areas.

Bangladesh Army has established four institutional Quarantine Centers with approximately 3000 bed capacity and ensured



quarantine of suspected overseas passengers and also established a Quarantine Center for the returnees from India through Benapole Land Port in coordination with Jashore District Administration. Moreover, disinfectant tunnel and hand washing points have been set up by Bangladesh Army as a part of public awareness campaign against COVID-19

Bangladesh Army Aviation has innovated “Isolation Pod” to carry corona patients and modified two MI 171 helicopters into Air Ambulance for air transportation of Corona Patients. In addition, they launched medical campaign and provided free medical services to helpless humanity during COVID-19 pandemic. They also assist in COVID-19 vaccination in Bangladesh.

Army has organized ‘1 Minute Bazar’ at number of places of the country to allow easy and healthy access to daily commodities for the population.

In the midst of COVID-19 pandemic, Bangladesh Army rearranged trails of devastation left by Super Cyclone “Amphan” and reconstructed damaged embankments in the ravaged area.

While carrying out responsibilities, some army personnel have also been infected, but their disciplined life-style, indomitable spirit and unquestionable patriotism help them overcome all obstacles. In short, the valiant soldiers of Bangladesh Army in line with “In Aid to Civil Administration” are successfully enacting the government policy in fighting against the invisible enemy. Their whole-hearted co-operation has made Bangladeshi people feel secured. We salute these devoted souls. We are grateful to them.

**BANGLADESH ARMY IS OUR PRIDE.**







## BNCC Platoon of CPSCM

**Cadet Lance Corporal Mostofa Kamal Fahad**

Class-XII, Section-D, Roll-106

Bangladesh National Cadet Corps is a voluntary organization, the prime members of which are the students of Schools, Colleges and Universities. Since the inauguration of BNCC Platoon in Cantonment Public School and College Momenshahi it has been playing a very important role in providing opportunities and enlightening the senior students of the institute to explore their own capabilities and latent talents. It gives the students that platform from where they can also prepare their future career of life. Military etiquette of the organization helps the BNCC cadets to be sincere, punctual, dutiful, smart and determined to his/her focus of life. On the other hand it enhances the intellectual capacity as well as promotes readiness and quickness of mind of the cadets by engaging them into different cultural and social awareness activities. The cadets of different institutes across Bangladesh get together in the platform, exchange their views and opinion with each other and make social and fraternal relationship among them. By this the domain of each cadet is increased and enlarged. The cadets of CPSCM BNCC platoon participate these activities and get the best out of them.

BNCC cadets of Cantonment Public School and College, Momenshahi strictly follow the routine

and instructions of the platoon and participate in physical fitness development activities as well as attend tactical and social classes managed by the assigned teacher and army staff. So the selection of cadets is an important step which is very carefully done with the help of Adjutant Sir who visits the platoon on this occasion and gives the final selection of the new cadets. Drill Training and camping help the cadets to raise their smartness and organizing power. Grooming up future leadership, in a limited sense, does not mean chanting slogans and being surrounded by followers rather it is long nourished quality which one gets by participation, hard labour, expertise and dedication. Therefore, the cadets physically participate in the field activities to make them easily complete painstaking work.

The BNCC cadets of CPSCM are also playing a vital role in the social and intellectual competitions arranged by the organization. The young cadets participated in English debate, general knowledge, extemporary speech, newspaper reading, cultural competitions with other platoons and battalions in battalion and regimental training camps and won the best level of prizes and thus upheld the prestige of the institute as well as 5 BNCC



**Figure 1:** Battalion Adjutant taking interviews of the students and present in the photo session with the new cadets





**Figure 2:** CPSCM cadet busy in making trench

Battalion in which they are included. These type of practice of the cadets has not only sustained the important position of the institute but also instigated cadets to have a parallel carrier in their lives. The spirit of dedication and sacrifice aroused in them by BNCC has ultimately helped them to join Army to become army officers. Some of the cadets got chance to visit foreign Countries as state guest and met the statemen of that foreign country. The astonishing opportunity the cadets of BNCC platoon gets are really rare in these circumstances.



**Figure 3:** Cadet Rafi joined 85 BMA long Course and cadet Fuad Anjum Rafi will join 86 BMA long course

As volunteers the cadets of CPSCM are not resting in the quarantine in the pandemic situation rather with other routine activities they are attending awareness raising campaigns about COVID-19 and Dengue fever. They have also attended mask and mosquito net distribution programme arranged by Ramna Regiment.

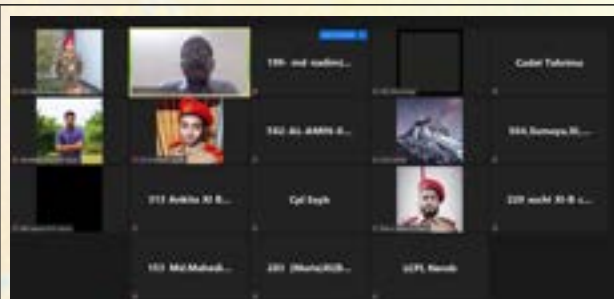


**Figure 4:** The State Minister with DG of BNCC distributing masks among people and BNCC cadets of CPSCM pasting strikers on the local vehicle

Mymensingh City Corporation arranged a social awareness raising campaign where the cadets of CPSCM with other cadets of Mymensingh participated and distributed leaflets and stickers among the pedestrians and vehicle paddlers

They also attend routine wise weekly Zoom class of BNCC taken by platoon commander of CPSCM and participated in Art and Photography competition. In the essay writing and set speech competition one of the cadet Sgt. Mahmudul got 2nd prize and cadet Apon got 3rd prize.

Bangladesh National Cadet Corps.has opened a new horizon for the cadets of CPSCM. They take oath as BNCC cadets to prepare them to face



**Figure 5:** Cadets attending BNCC weekly classes

challenge of the future as well as prepare them as good citizens. The opportunities they get for being BNCC cadets, explore them and make proper use of them. The role and contribution of the platoon to raise the prestige of Cantonment Public School and College Momenshahi as well as 5 BNCC Battalion can no way be undermined.









## A Memorable Bhutan Trip

**Lamisha Zaman Liha**

Class- IX, Section-G, Roll- 02

It was Sunday, 31 December 2017. We were at Thimphu in Bhutan. It was our first tour out of Bangladesh. We went there with my father's doctor team on behalf of Mymensingh Medical College. One of my school friends, Tultul, with her family also went there. Now, as I was saying, on 31 December 2017 and unexpected thing happened in our life. The crewmate of my father's department decided to go on shopping in the high. So, we left our hotel around 7:00 pm and went to the Clock Tower Square. From there, various teams were separated. We went with Tultul's family. After our shopping, when we went to Clock Tower Square, where it was decided to meet after the shopping. We saw nobody of our team there. At first, we were shocked because not even the bus drivers were there. But our father told us to wait. So we stood beside a small shop. There we met the cute kind of the shop owner. She was like 3 years old. We were playing with her. At that moment, a stranger came to us and asked if me and my sister, Tultul were the students of Mymensingh Medical college. We replied in the negative. Then he kindly asked about the logo of Mymensingh Medical College on our Jacket. At that time, our fathers interrupted the conversation and explained him about the logo why it was in our Jacket. He then smiled and told that once he was

also a student of Mymensingh Medical college and now his daughter is in Chattagram Medical College. After that, we noticed there was a young girl with him. We said 'Hi' to each other and they carried on. But our people were not found till then. We had to stay there more 15 minutes in cold snow to wait for them. After that we went to the hotel and celebrated the New Year.

After a few months later, Tultul came to the school rushing. She said like, "Do you guys remember the man we met in Bhutan?" We said, "Yes, what about that?" Tultul smirked a little and told, "He is now the Prime Minister of Bhutan. His name is Lotay Tshering" We were shocked. A going to be Prime Minister of a country can be that humble that he approached us and kindly asked about the logo, it can't be imagined. After that on 2019, he came to Mymensingh Medical College. Unfortunately, we couldn't visit him. But we will never forget that experience of our life.







## A Tale of Hard Won Success

**Nurjahan Sarker Kanno**

Class-IX, Section-A, Roll-03

Zuhi is wiping her tears standing by her mother's grave.

"Look, ma. Your daughter is back. Aren't you happy now?"

Zuhi has come to set up a clinic as a representative of a foreign NGO in her village Rupganj. She doesn't want any mother die without treatment like hers. She is Dr. Zuhi today. But she can see the picture clearly. Her mother fell down before her when she was doing homework sitting on a mat in the veranda. Her mother was breathing fast. Zuhi was calling her mother, she couldn't answer but groaning. Luckily her father returned home that time. He rushed to find the doctor. But only doctor in the village closed his dispensary and went to the town. He went to the 'Baddi' who treats village people with herbal medicines. He was lucky that he found him but when they returned they found her lying unconscious. The Baddi tried to back her consciousness but failed. Before her eyes her mother passed away. At night after the funeral her father came to her. He hugged her and cried, "If there had been a doctor in our village, we might have saved your mother."

'Can't I be a doctor, baba? I don't want any mother die? The father was looking at Zuhi. Suddenly she became an unknown matured girl to him.

Next day the father, Zahir took Zuhi to the town and admitted her to a school. They found a seat in the nearest girls' hostel. Zuhi was brilliant and successfully passed SSC with GPA 5. Then she got admitted to a famous college. In the meantime, her father remarried and the step mother forcing

to stop her study. She wanted Zuhi to marry off as his father became sick. She stopped sending money to Zuhi. She remembered the dead face of her mother and cried a lot. She shared the story with her favourite teacher who guided her to take full free studentship and managed some private tuition for her. The dauntless Zuhi not only made good result in HSC but also secured position in a medical admission test. Her performance in medical college helped her to get a scholarship. Before that she also took help from her maternal relatives.

She prayed for her mother's departed soul. Suddenly she felt a hand at her shoulder. It was of his old weak father. She embraced him crying. "Don't cry. Forgive me, ma. Let's celebrate your hard won success."







## Oneness

**Md. Sirajul Islam**

Senior Assistant Teacher

Comes nothing, out of nothing!  
 How comes so many countless things?  
 The Endless Cosmos!  
 All stars orbiting  
 Creating countless worlds!  
 Appeal to know;  
 One to Zero or, Zero to One,  
 That's not Ten to One.  
 What a pull feel !  
 Let's Light  
 On the ascending and descending  
 Souls and Angels  
 Towards the Creator, the Shaper out of nothing;  
 The Fashioner of everything,  
 Let's be glorious  
 Uttering the beautiful names of Him,  
 All Visible or Invisible  
 Glorifying Him  
 Remain in existence;  
 What makes me clumsy  
 Deaf, dumb, blind?  
 Nothing but the false ego.  
 Let's spring with the splashing lights;  
 Towards the Omnipotent, Omnipresent, Omniscient  
 The All Mighty, the All Wise.  
 Let's not fall apart  
 Making any similitude for Him,  
 That' ll fell all in dwindle,  
 Let's kindle  
 With the Oneness of Allah



## Light

**Galiba Islam Kuraishi**

Class-I, Section- A, Roll-238

Light! Light! Light  
 Red Yellow Green  
 Tinting me  
 Flooding all  
 Friends are you and me !  
 Screen all  
 Surely Know  
 Curtain Light!  
 Cover me  
 Splash me  
 Dash to You  
 Getting me enlightened;  
 For making good.  
 White Light!  
 Hide me  
 Hold up!  
 Befriend me  
 Day Night Morning.

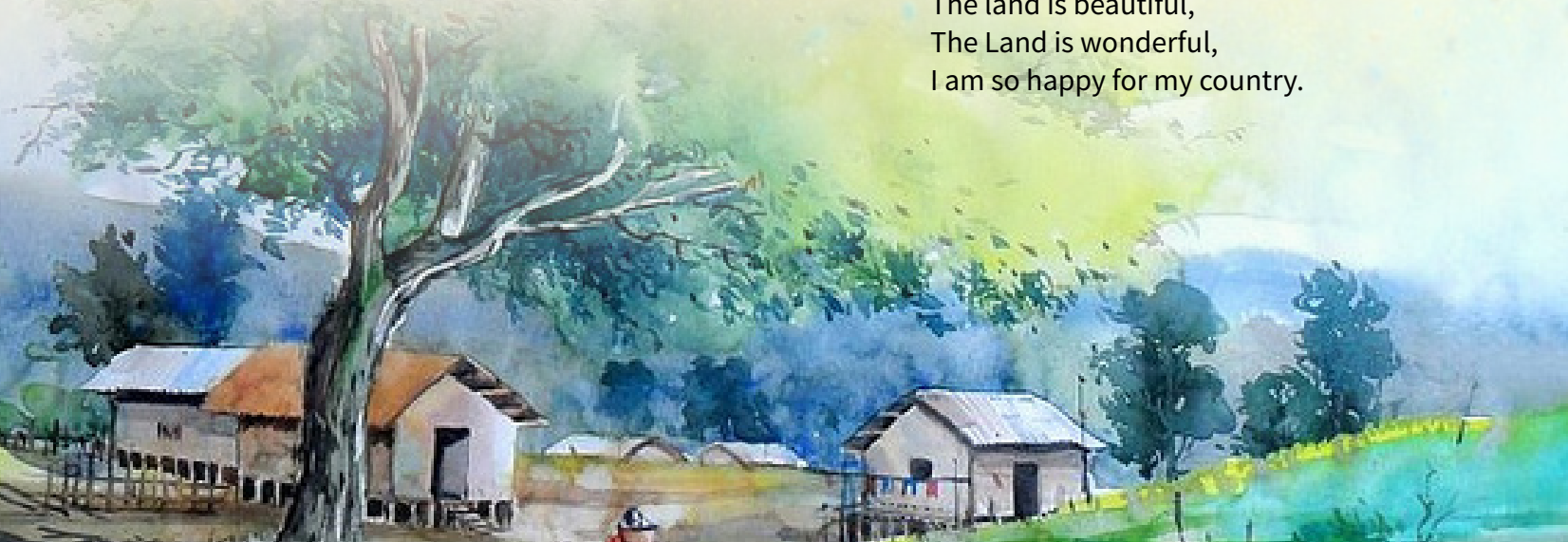


## My Country

**Shishir**

Class-IV, Section-E, Roll-146

I love my country  
 I love my country  
 How green Bangladesh is!  
 This is my land.  
 The land is beautiful,  
 The Land is wonderful,  
 I am so happy for my country.







## Bed Time Prayer

**Abibur Rahman Alif**

Class- V, Section-A, Roll-153

Now I lay me  
Down to sleep  
I pray to Lord  
My soul to keep a right  
Guide and sustain me in safety  
Throughout the night  
And wake me  
At dawn morning light.



## Don't Quit

**Md Zawad Bin Mahfuz**

Class-IX, Section-G Roll-20

When times are hard, you might stop for a bit,  
But its not over until the moment you quit.  
On a river's bridge, failures are the planks;  
Take one step at a time until you reach its banks.

Don't give up on your dreams; chase them instead;  
You will find, one morning, as you wake up from bed.  
That you are the person about whom you dreamed.  
And you can reach great heights, impossible though it seemed.

When things go wrong and your back is to the wall,  
Try to stand up; no more can you fall.  
Life is full of ups and downs; take them in your stride  
You will discover your little star hidden inside.



## Rain of Heart

**Muntahina Mamun**

Class-VII, Section-D, Roll-153

In time of teens, in time of indifference  
Above all absence of mind,  
Cloudy sky, gloomy mood.  
Have an aspire to someone's kind.  
All on a sudden, it starts to rain,  
Rain drops show me ally my pains.  
I cast a spell of love,  
Rain, you are my friend of life.  
Unknowingly mind wants to jump,  
Rain in my life is as good as gold  
Not to get drenched in rain  
Is very tough.  
Rain is the secret of life and love



## If You Want

**Fawzia Homayara Leuna**

Class-VIII, Section-C, Roll-207

If you want to admire,  
Admire God's creations.  
If you want to kill,  
Kill your pride.  
If you want to give,  
Give justice to everyone.  
If you want to win  
Win the hearts of others.  
If you want to enjoy  
Enjoy the moments of life.  
If you want to think,  
Think about the good of mankind.  
If you want to control.  
Control your anger.  
If you want to praise,  
Praise the Almighty.





## The Battle of Life

**Muhammad Afrid**

Class-X, Section-C, Roll-82

Sometimes it's hard to know,  
 Which way you're supposed to go  
 But deep inside you know you're strong,  
 If you follow your heart you can't be wrong  
 Sometimes it's hard to see.  
 Just what's your destiny  
 But when you find the part that's true  
 You'll know that's the one for you  
 Stand up  
 For what is right  
 Be Brave,  
 Get ready to fight  
 And if we came together as one  
 Complete the quest that we've begun  
 We will win the battle  
 The time is now the game's begun  
 Together we'll fight as one  
 Each of us in our own way  
 Can make this world a better place  
 Stand up  
 For what is right  
 Be Brave  
 Get ready to fight  
 And if we come together as one  
 Complete the quest, that we've begun  
 We will win the battle  
 Just when it seems that you are lost and all alone,  
 You will find the courage and the strength to carry on  
 And if you fall along the way  
 Have faith in Allah, you'll be okay  
 Cause Allah is there for you  
 He'll be reachin' out to pull you through  
 Stand up  
 For what is right  
 Be Brave,  
 Get ready to fight  
 And if we come together as one,  
 Complete the quest, the we've begun  
 We will win the battle of life!



## Friends

**Sumaya Akter**

Class-XII, Section-F, Roll-504

Who are called friends?  
 Those who are in our pains  
 Who are called Friends?  
 Those who share their gains.  
 Again who are called friends?  
 Those who are with us.  
 Behave like shed against friends  
 And don't break our faith.  
 Further, who are called friends?  
 Those who act like chain  
 And can never be broken



“What's in a name?  
 That which we call a rose,  
 by any other name would  
 smell as sweet.”

-William Shakespeare







## Riddles

**Md. Abrar Azim**

Class- IX, Section-A, Roll-25

1. The first two letters signify a male, the first three letters signify a female, the first four letters signify a great, while the entire word signifies a great woman. What is the word?
2. What is seen in the middle of March and April that can't be seen at the beginning or end of either month?
3. I have cities but no houses. I have mountains but no trees. I have water but no fish. What am I?
4. You measure my life in hours and I serve you by expiring. I'm quick when I'm thin and slow when I'm fat. The wind is my enemy.
5. I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, but I came alive with wind. What am I?

### Answers:

1. Heroine
2. The letter 'R'

3. A map.
4. A candle.
5. Echo.



## Jokes

**Zawad Ishmam Hriddo**

Class-XII, Section-A, Roll-21

1. Son- Dad, I'm busy right now. I'll call you later.  
Dad- Don't call me later. Call me dad.
2. Sadman- Bro, I'm going to watch a movie tonight. I've invited 17 people. Do you want to come?  
Shapnil- Okay but why so many people?  
Sadman- Because the DVD said, "Only for 18+ viewers"
3. Eavan- What's the tallest building in the world?  
Zafir- The library because it has the most stories.
4. Police- Knock! Knock!  
Ash- Who's there?  
Police- It's the police.  
Ash- What do you want?  
Police- We just want to talk.  
Ash- How many of you are there?  
Police- Four.  
Ash- Then talk each other.
5. Goh- Where were you born?  
Brock- I was born in America.  
Goh. Which part?  
Brock- What do you mean by "Which part"?  
My whole body was born in America.



# তুনির কবি মনের ছবি



ফাইহা হক

শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: D

রোল: ১৮৯





জাওয়াতা আফনান আরোহী, শ্রেণি: কেজি, শাখা: E, রোল: ৯০



আকিফুল ইসলাম আকিফ, শ্রেণি: ১ম, শাখা: B, রোল: ২৩৩



আবরার হাসিন, শ্রেণি: ১ম, শাখা: C, রোল: ০৪



চিন্ময় ভট্টাচার্য্য, শ্রেণি: ১ম, শাখা: E, রোল: ২৪৮



মোহতাসিম রহমান, শ্রেণি: ১ম, শাখা: F, রোল: ২৫৮



আরেফিন আল সিয়াম, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: A, রোল: ৫২



জাওয়াতা



আবরার



মোহতাসিম



আরেফিন



চিন্ময়



আকিফুল







সুবাইতা সুলতানা সুবহা, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: A, রোল: ৯



আফিয়া নওশিন, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: A, রোল: ২৩৬



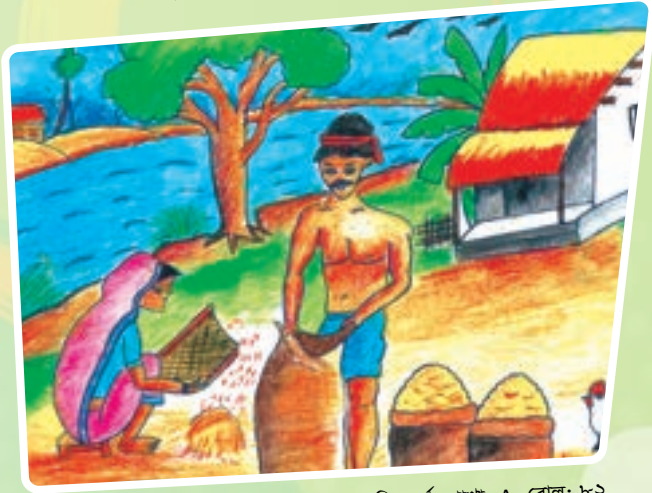
রাদিয়া মাহমুদ, শ্রেণি: ৩য়, শাখা: A, রোল: ২৪৮



ফাহিমদা মুশতরী মালিহা, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: C, রোল: ৫৪



রাফিয়া তাসনিম মিমি, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: A, রোল: ২২



মোঃ ওয়াসিকুল ইসলাম, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: A, রোল: ৮২



সুবাইতা



রাদিয়াহ



রাফিয়া



ওয়াসিকুল



ফাহিমদা



আফিয়া





জারা ইসলাম ছড়া, শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: C, রোল: ১০৬



রিফাহ তাসনিয়া লাবিবা, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: B, রোল: ৩০৫



মুইদ হক মাহি, শ্রেণি: ৫ম, শাখা: A, রোল: ১৬০



রুপন্তি দাস, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: A, রোল: ১৩২



মোঃ শাফায়েত সামি, শ্রেণি: ৫ম, শাখা: E, রোল: ৫৯



ইফতিয়া তারিন সাবা, শ্রেণি: ৭ম, শাখা: A, রোল: ২



জারা



মুইদ



মোঃ শাফায়েত



ইফতিয়া



রুপন্তি



রিফাহ





ফারজানা সিদ্দিকা তমা, শ্ৰেণি: ৮ম, শাখা: B, রোল: ৪



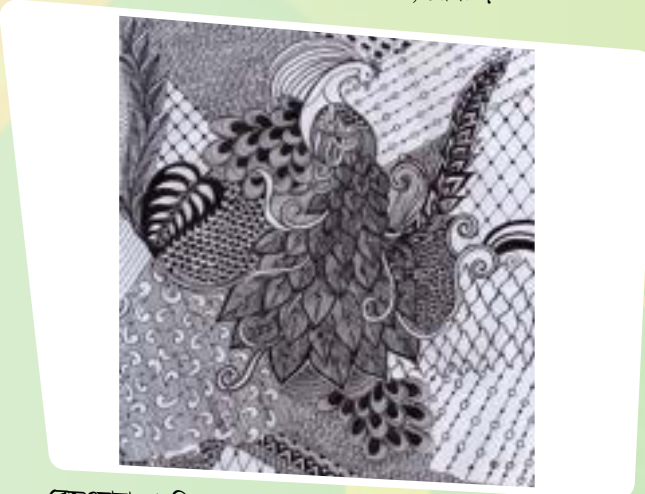
ফাইয়াজ হক তাওসিফ, শ্ৰেণি: ৮ম, শাখা: B, রোল: ২৩৭



আফরোজা আক্তার রূপা, শ্ৰেণি: ৯ম, শাখা: G, রোল: ৭



রাইদা তাহসিন, শ্ৰেণি: ১০ম, শাখা: A, রোল: ৩৯



রেজওয়ানা তাহসিন, শ্ৰেণি: ১০ম, শাখা: B, রোল: ২৫৯



সুস্মিতা ভৌমিক পিউ, শ্ৰেণি: ১২শ, শাখা-B, রোল-২৭৪



ফারজানা



আফরোজা



রেজওয়ানা



পিউ



রাইদা



ফাইয়াজ



# আলোর পথে যাত্রী

(শ্রেণিভিত্তিক গ্রুপ ছবি)



তেভুশিয়া তামরিন এমি  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: A  
রোল: ৬২





অরুণা ঠাকুর শিল্পী  
শ্রেণিশিক্ষক  
নার্সারি-A শাখা



আনন্দ বিশ্বশর্মা  
শ্রেণিশিক্ষক  
নার্সারি- B শাখা







মো. সাইফুল ইসলাম সুজন  
শ্রেণিশিক্ষক  
নার্সারি- C শাখা



ফাহিমা নাছরিন  
শ্রেণিশিক্ষক  
নার্সারি- D শাখা







মাহাবুবা আফরোজ  
শ্রেণিশিক্ষক  
নার্সারি- E শাখা



মো. জসীম উদ্দীন  
শ্রেণিশিক্ষক  
নার্সারি- F শাখা







রওশন আরা  
শ্রেণিশিক্ষক  
কেজি- A শাখা



মো. নজরুল ইসলাম ২  
শ্রেণিশিক্ষক  
কেজি-B শাখা







স্বদেশ কুমার দত্ত  
শ্রেণিশিক্ষক  
কেজি-C শাখা



স্বপ্না রানী দাস  
শ্রেণিশিক্ষক  
কেজি- D শাখা







মো. মনজুরুল হক  
শ্রেণিশিক্ষক  
কেজি- E শাখা



আয়েশা আক্তার রুমা  
শ্রেণিশিক্ষক  
কেজি- F শাখা







মো. আরাফাত হোসেন  
শ্রেণিশিক্ষক  
প্রথম- A শাখা



মো. আমিনুল ইসলাম  
শ্রেণিশিক্ষক  
প্রথম- B শাখা







রেহানা পারভীন  
শ্রেণিশিক্ষক  
প্রথম- C শাখা



রোকসানা পারভীন  
শ্রেণিশিক্ষক  
প্রথম- D শাখা







মো. নজরুল ইসলাম ১  
শ্রেণিশিক্ষক  
প্রথম- E শাখা



মো. সুজাউল ইসলাম  
শ্রেণিশিক্ষক  
প্রথম- F শাখা







জুয়েনা জাহান এ্যানি  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বিতীয়- A শাখা



নাহিদা আফরোজ  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বিতীয়-B শাখা







শারমিন সুলতানা  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বিতীয়- C শাখা



সাবিহা রহমান  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বিতীয়- D শাখা







মো. সুজন মিয়া  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বিতীয়- E শাখা



মো. মাহবুব রহমান ফকির  
শ্রেণিশিক্ষক  
তৃতীয়- A শাখা







মো. শাহ জালাল মিয়া  
শ্রেণিশিক্ষক  
তৃতীয়- B শাখা



মো. সেলিম উদ্দিন  
শ্রেণিশিক্ষক  
তৃতীয়- C শাখা







জাহাঙ্গীর আলম  
শ্রেণিশিক্ষক  
তৃতীয়- D শাখা



সাহিদা আক্তার  
শ্রেণিশিক্ষক  
তৃতীয়- E শাখা







মো. শরীফ হোসেন  
শ্রেণিশিক্ষক  
তৃতীয়- F শাখা



মাইনউদ্দীন আহমেদ মাহী  
শ্রেণিশিক্ষক  
চতুর্থ- A শাখা







সুমাইয়া আফরিন আফসানা  
শ্রেণিশিক্ষক  
চতুর্থ- B শাখা



এস এম সোলায়মান  
শ্রেণিশিক্ষক  
চতুর্থ- C শাখা







মৌমিতা তালুকদার  
শ্রেণিশিক্ষক  
চতুর্থ- D শাখা



কাজী সুম্মন প্রিয়া  
শ্রেণিশিক্ষক  
চতুর্থ- E শাখা







মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান  
শ্রেণিশিক্ষক  
চতুর্থ- F শাখা



মো. জাকির হোসেন  
শ্রেণিশিক্ষক  
পঞ্চম- A শাখা







আব্দুর রহমান  
শ্রেণিশিক্ষক  
পঞ্চম- B শাখা



মো. মাজাহারুল ইসলাম  
শ্রেণিশিক্ষক  
পঞ্চম- C শাখা







মো. মারুফ হাসান ভূইয়ান  
শ্রেণিশিক্ষক  
পঞ্চম- D শাখা



খন্দকার মৌসুমী নাসরীন  
শ্রেণিশিক্ষক  
পঞ্চম-E শাখা







একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ  
শ্রেণিশিক্ষক  
পঞ্চম- F শাখা



মো. আল আমিন  
শ্রেণিশিক্ষক  
ষষ্ঠ- A শাখা







মাসুদ রানা  
শ্রেণিশিক্ষক  
ষষ্ঠ- B শাখা



সিদ্দিকা আক্তার জাহান  
শ্রেণিশিক্ষক  
ষষ্ঠ- C শাখা







সঞ্জয় বিশ্বাস  
শ্রেণিশিক্ষক  
ষষ্ঠ- D শাখা



ফজলে মাসুদ  
শ্রেণিশিক্ষক  
ষষ্ঠ- E শাখা







মো. আমিরুল ইসলাম  
শ্রেণিশিক্ষক  
ষষ্ঠ- F শাখা



শিরীন আক্তার  
শ্রেণিশিক্ষক  
সপ্তম- A শাখা







সোহাগ মনি দাস  
শ্রেণিশিক্ষক  
সপ্তম- B শাখা



ইলোরা ইমাম সম্পা  
শ্রেণিশিক্ষক  
সপ্তম- C শাখা







জুলেখা আক্তার  
শ্রেণিশিক্ষক  
সপ্তম- D শাখা



খালেদা বেগম  
শ্রেণিশিক্ষক  
সপ্তম- E শাখা







ফাতেমা খাতুন  
শ্রেণিশিক্ষক  
সপ্তম- F শাখা



আনম মাহমুদুল হাসান  
শ্রেণিশিক্ষক  
অষ্টম- A শাখা







মো. ওমর ফারুক  
শ্রেণিশিক্ষক  
অষ্টম- B শাখা



মো. নূরুল ইসলাম  
শ্রেণিশিক্ষক  
অষ্টম- C শাখা







ফৌজিয়া বেগম  
শ্রেণিশিক্ষক  
অষ্টম- D শাখা



কে এ এম রাশেদুল হাসান  
শ্রেণিশিক্ষক  
অষ্টম- E শাখা







মো. মনোয়ার হোসেন  
শ্রেণিশিক্ষক  
অষ্টম- F শাখা



রেহানা সুলতানা  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- A শাখা







রুবাইদা বিন্তে রহমান  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- B শাখা



ফারিজা জামান  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- C শাখা







নয়ন তারা  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- D শাখা



মোহাম্মদ ফারুক মিজা  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- E শাখা







এম এ বারী রব্বানী  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- F শাখা



মুহাম্মদ কামাল হোছাইন  
শ্রেণিশিক্ষক  
নবম- G শাখা







রোমানা হামিদ  
শ্রেণিশিক্ষক  
দশম- A শাখা



মাহবুবা নূরুল্লাহা  
শ্রেণিশিক্ষক  
দশম- B শাখা







এ কে এম শহীদ সারওয়ার  
শ্রেণিশিক্ষক  
দশম- C শাখা



মো. আবদুল অহিদ  
শ্রেণিশিক্ষক  
দশম- D শাখা







রোকসানা বেগম  
শ্রেণিশিক্ষক  
দশম- E শাখা



মো. সিরাজুল ইসলাম  
শ্রেণিশিক্ষক  
দশম- F শাখা







নাহিদ আরা  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- A শাখা







মুহাম্মদ আহসান হাবীব  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- B শাখা







মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- C শাখা







সোহেল মিয়া  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- D শাখা







মো. নাজমুল হক মিজান  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- E (EV) শাখা



মো. মারফত আলী  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- F শাখা







রুবীনা আজাদ  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- G শাখা



মুহাম্মদ আনিসুর রহমান  
শ্রেণিশিক্ষক  
দ্বাদশ- H শাখা







সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-A







সাবিনা ফেরদৌসি  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-B







মো. আনিসুজ্জামান রানা  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-C







সৈয়দ কাদিরুজ্জামান  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-D







মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-E



হোসনে আরা জেহ্মিন  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-F







সুলতান আহমেদ  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-G



নাসরিন পারভীন  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-H







এস.এম. জাহিদুজ্জামান  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-I



মো. মশিউর রহমান  
শ্রেণিশিক্ষক  
এইচএসসি পরিক্ষার্থী  
শাখা-J







# આનંદામ





## পরিদর্শন



প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন, এডব্লিউসি, পিএসসি মহোদয়কে ব্রিফ করছেন অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি, উপস্থিত আছেন পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি







করোনা পরবর্তী সময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পরিচালিত পাঠদান কার্যক্রম পরিদর্শনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি





## করোনাকালীন সিপিএমসিএম-এর অনলাইন কার্যক্রম

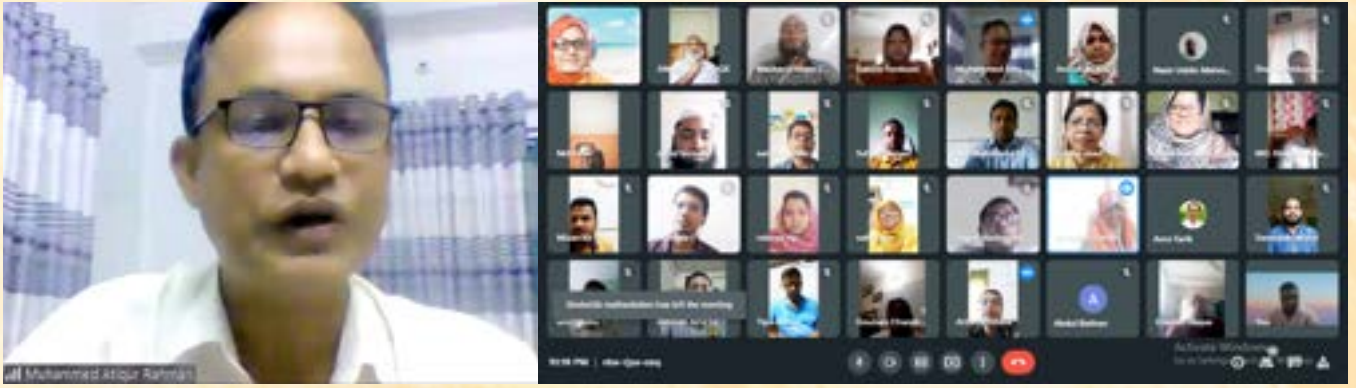


ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর অধ্যক্ষ মহোদয়দের ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত পরিচালক, শিক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী



অভিভাবকমণ্ডলীর সাথে ভার্চুয়াল সভায় মতবিনিময় করছেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়





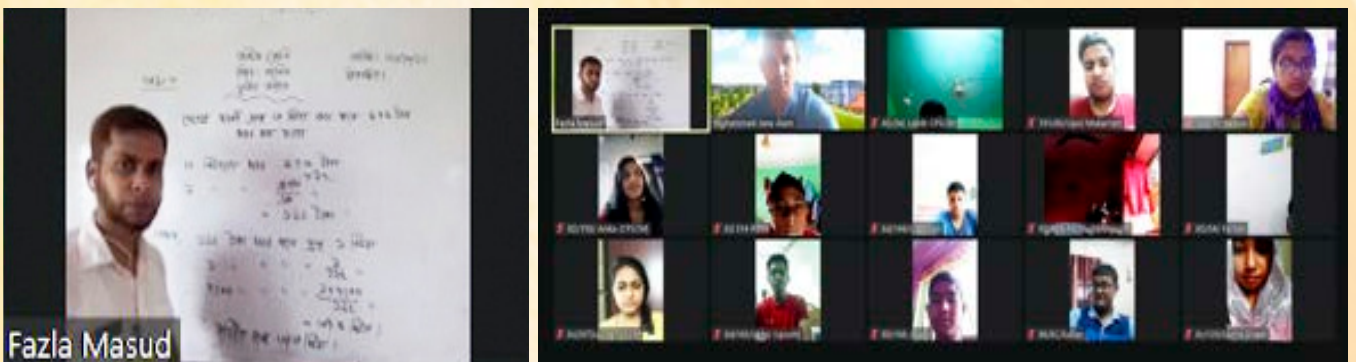
কলেজ শাখার শিক্ষকদের একাডেমিক সভায় মত বিনিময় করছেন উপাধ্যক্ষ (কলেজ) মোঃ আতিকুর রহমান



কলেজ শাখার অনলাইন পাঠদান



স্কুল শাখার শিক্ষকদের একাডেমিক সভায় বক্তব্য রাখছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ ইলিয়াছ খান



স্কুল শাখার অনলাইন পাঠদান





করোনা অতিমারিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক  
প্রেষণা প্রদানের লক্ষ্যে কাউন্সেলিং এন্ড  
এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট কর্তৃক নিয়মিত  
মোটিভেশন কার্যক্রম







প্রিফেক্ট সিলেকশন কার্যক্রমে ভার্সুয়াল সভায় অধ্যক্ষ মহোদয়



নবনিযুক্ত শিক্ষকদের ভার্সুয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম-এ সমাপনী বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)



করোনাকালীন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট সংগ্রহ



## করোনাকালে সিপিএমসিএম-এর জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন



সশস্ত্র বাহিনী দিবসের বিভিন্ন ভার্চুয়াল কার্যক্রম মনিটরিং করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়



রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

## বিজয়দিবস ২০২০



স্থানীয় স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ



চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ





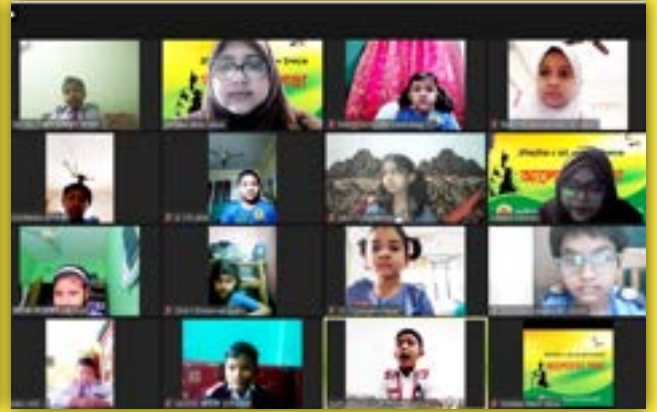
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ এ  
আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা



আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মোঃ  
নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি



ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে  
শিক্ষকবৃন্দ



ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ উপলক্ষে আলোচনা  
অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা



বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২১ উপলক্ষে রচনা  
প্রতিযোগিতার একাংশ



ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর পরিবেশনা





গণহত্যা দিবস ২০২১  
শ্রুতিচারণ অনুষ্ঠানে কথা  
বলছেন রণাঙ্গণের বীর  
মুক্তিযোদ্ধা

মহান স্বাধীনতা ও  
জাতীয় দিবস-২০২১  
উপলক্ষে আয়োজিত  
প্রতিযোগিতায়  
অংশগ্রহণকারী  
শিক্ষার্থীদের একাংশ



শহিদদের আত্মার  
শান্তি কামনায়  
দোয়া মাহফিল



# জাতীয় শোক দিবস ২০২১



ড্রপ ডাউন



জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ



কুইজ প্রতিযোগিতা



জাতির জনক এর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ



## বিতর্ক



ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২১ এ আঞ্চলিক পর্যায়ে স্কুল এন্ড কলেজ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী দল

## শ্রান্তঃখাউম অনলাইন বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০২১



ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তর্কিক, বিচারক ও অধ্যক্ষ মহোদয়



পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিতর্কিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি



## আমাদের মাফন্য



ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস ও মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সিপিএসসিএম এর দ্বাদশ শ্রেণির সীফাত আকন্দকে পুরস্কার প্রদান করছেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ



ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত উপস্থিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সিপিএসসিএম এর ৭ম শ্রেণির মালিহা নাওয়ারকে পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী



গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সিপিএসসিএম ৮ম শ্রেণির রাফিয়া তাবাসসুম



## প্রাণের উল্লাসে মুখরিত ক্যাম্পাস



শিক্ষার্থীদের ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়



যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ





দীর্ঘদিন পর প্রিয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী





খুদে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধ্যক্ষ



স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী



করোনা পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যবিধি ও পাঠদান বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত পরিচালক, মাউশি, ময়মনসিংহ অঞ্চল





শেখ রাসেল কর্ণার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়



আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থী



শেখ রাসেল স্মৃতি আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন



খেলার উত্তেজনার মুহূর্ত



সম্মানিত সভাপতির নিকট হতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ করছে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী



## সভা সমাবেশ



অভিভাবক সমাবেশে মতবিনিময় করছেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়







মোমেনশাহী সেনানিবাসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দের সাথে সভাপতি মহোদয়ের মতবিনিময়



শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ





চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ময়মনসিংহ মহোদয়কে প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন 'উন্মীলন ২০২০' উপহার দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রধান শিক্ষক



## অন্যান্য

বই উৎসব-২০২১ এ অধ্যক্ষ ও অভিভাবক



জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে  
বিএনসিসি ও গার্লস গাইড



সিপিএসসিএম কতৃক নির্মিত গৃহ প্রদান



বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সিপিএসসিএম



## প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়ের বিদায়



বিদায়ী প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মহোদয়-এর বিদায় অনুষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি ও অধ্যক্ষ





## সভাপতি মহোদয়ের বিদায়



পরিচালনা পর্ষদের বিদায়ী সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
মহোদয়ের বক্তব্য এবং ক্রেস্ট প্রদান







## আমরা গভীরভাবে শোকাহত



ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি-স্কুল শাখা) ডাঃ জাকির হোসেন খাঁন গত ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি স্ত্রী ও তিন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। সিপিএসসিএম পরিবার তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত ও মর্মান্বিত। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি।

অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী জাইমা নূর নাশরা গত ০৭ আগস্ট, ২০২১ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করে। সে প্রতিষ্ঠানের ইংলিশ ভার্শনের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ছিল। জেএসসি পরীক্ষায় সে সাধারণ বৃত্তি অর্জন করেছিল। নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী নাশরা ছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রিয়মুখ। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা।



জাইমা নূর নাশরার অকাল মৃত্যুজনিত কারণে প্রতিষ্ঠানের পরিবার নিরাপত্তা তহবিল থেকে তার অভিভাবককে (বাবা) চেক হস্তান্তর করছেন সম্মানিত অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মোঃ নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি।



# মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার



মুজিববর্ষে কেউ থাকবে না গৃহহীন।

মুজিববর্ষে **CPSCM** কর্তৃক  
গৃহহীনকে ঘর নির্মাণ করে  
দেয়া হয়েছে।





